



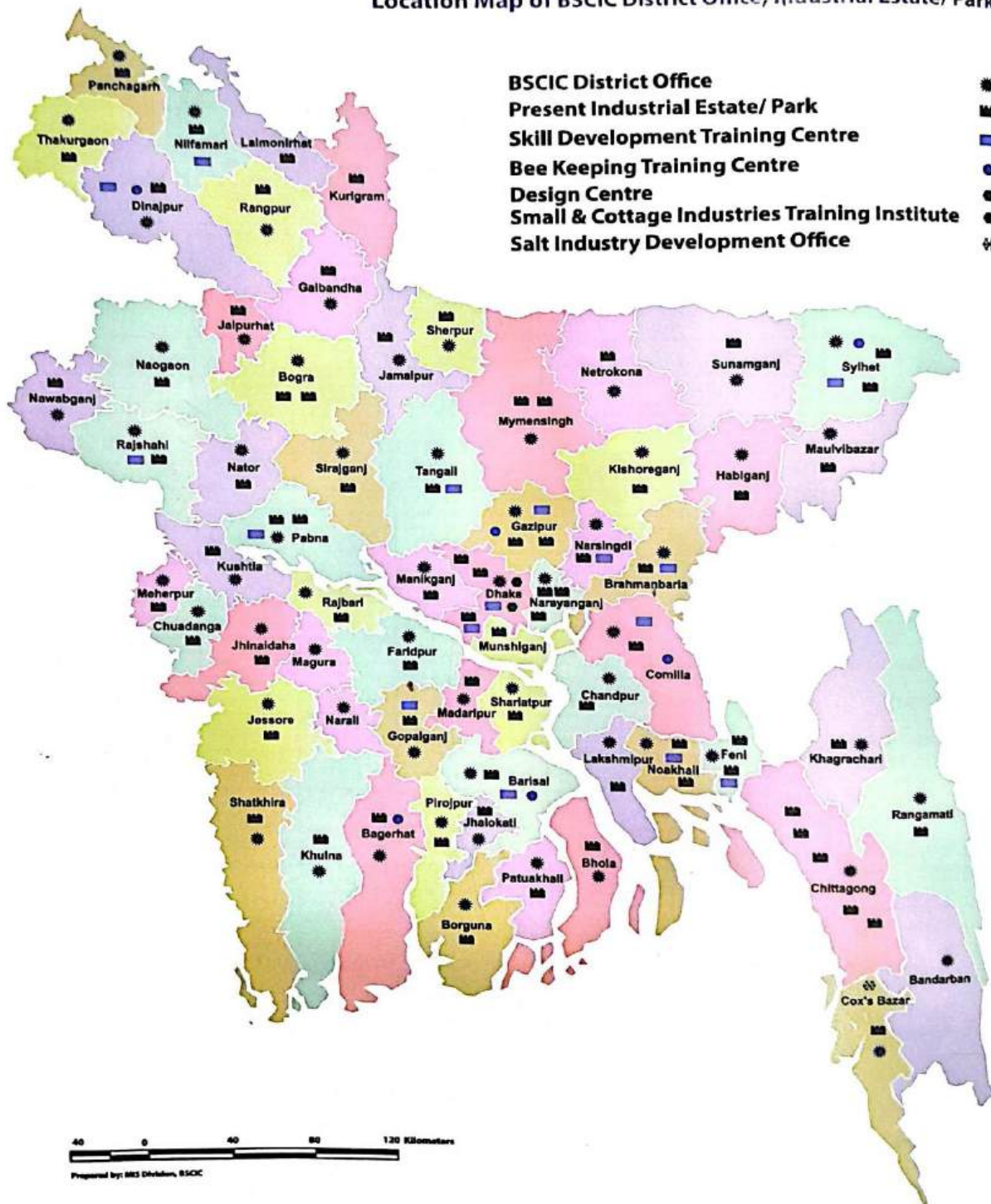
“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন

গবেষণা শাখা
পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ
জুন ২০২২

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

BANGLADESH SMALL AND COTTAGE INDUSTRIES CORPORATION

Location Map of BSCIC District Office, Industrial Estate/ Park



সম্মানিত উপদেষ্টা

মুহঃ মাহবুবর রহমান, চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিসিক, ঢাকা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

নেপাল চন্দ্র কর্মকার, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)

প্রতিবেদন সম্পাদনায়

“গবেষণা সম্পাদন মনিটরিং কমিটি”

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
০১।	জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক, ঢাকা	: আহ্বায়ক
০২।	জনাব মোহাম্মদ রাশেদুর রহমান, উপমহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা শাখা, বিসিক, ঢাকা	: সদস্য
০৩।	জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক, সম্প্রসারণ শাখা, বিসিক, ঢাকা	: সদস্য
০৪।	প্রকৌশলী নাসরিন রহিম, উপমহাব্যবস্থাপক, শিল্পনগরী সমন্বয় বিভাগ, বিসিক, ঢাকা	: সদস্য
০৫।	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা	: সদস্য
০৬।	জনাব মোঃ আসমাউল ইসলাম সিয়াম, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা	: সদস্য
০৭।	জনাব মিতালী তালুকদার, ব্যবস্থাপক, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা	: সদস্য-সচিব

প্রতিবেদন প্রণয়নে

গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ

গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক, ঢাকা



মুহঃ মাহবুবুর রহমান
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
(বিসিক)

বাণী

তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়নের উদ্যোগ বেগবান ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। বিসিক দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিকের মাধ্যমেই দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি রচিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বিসিক তার উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বিসিকের মূল উদ্দেশ্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন। উদ্যোক্তাদের শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য বিসিক উদ্যোক্তাদের ঋণ ও অবকাঠামোগত সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দিয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে বিসিক দেশব্যাপী পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য প্লট বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। বিসিক এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৯টি শিল্পনগরী স্থাপন করেছে। জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। শিল্পনগরীসমূহে মোট ৬৩,৩১৮.৩৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৮.৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। দেশের আমদানি বিকল্প পণ্যের প্রায় ৩০% বিসিক শিল্পনগরীসমূহ হতে উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের মোট রপ্তানির ১১% এরও বেশি বিসিক শিল্পনগরীসমূহ হতে হয়ে থাকে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিসিকের শিল্পনগরীসমূহ হতে সরকারকে প্রদত্ত ভ্যাট-ট্যাক্সের পরিমাণ ১৩,৩৬৯.৪০ কোটি টাকা।

শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং শিল্পনগরীর বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণের উপায় নির্ধারণ করার লক্ষ্যে “বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি একটি সমন্বিতপন্থা উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ‘রূপকল্প ২০৪১’ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বিসিক দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে। এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল বিসিক শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যাসমূহ সমাধানের মাধ্যমে প্রতিটি শিল্পনগরীর পরিকল্পিত ও ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে এ গবেষণাকর্মের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মুহঃ মাহবুবুর রহমান)

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিকের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটিয়ে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নে অবদান রাখা। এ লক্ষ্যে বিসিক দেশব্যাপী পরিবেশবান্ধব ও স্থায়ী অবকাঠামো বিশিষ্ট (রাস্তা, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত) শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য প্লট বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। এছাড়া, বিসিক কর্তৃক শিল্পপ্লটের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খালি/অব্যবহৃত প্লট বরাদ্দের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ, প্লট বরাদ্দ কমিটির সভা আয়োজন, রুগ্ন/বন্ধ প্লটের বরাদ্দ বাতিল করে উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিসিক এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৯টি শিল্পনগরী স্থাপন করেছে। শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং শিল্পনগরীর বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায় বের করার লক্ষ্যে “বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি বিসিকের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগের গবেষণা শাখা কর্তৃক ০৭ সদস্য বিশিষ্ট “গবেষণা সম্পাদন মনিটরিং কমিটি”র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলি বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিসিকের নতুন শিল্পনগরীসমূহ থেকে পুরাতন শিল্পনগরীসমূহে সমস্যা বেশী। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের সমস্যা সমাধানে শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণের মতামত ও গবেষণা কমিটির পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব সুপারিশ বিসিকের বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের সমস্যা সমাধানে ও নতুন নতুন শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

গবেষণা প্রতিবেদনটির মানোন্নয়নে সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় যথাযথ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশনা ব্যতীত কাজটি সম্পন্ন করা দুরূহ হতো। বিসিকের জেলা কার্যালয়সমূহ ও শিল্পনগরী কার্যালয়সমূহে এই কাজের সাথে জড়িত বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণা কাজটিতে সহায়তা করায় তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণা কার্যক্রমটিতে ব্যবহৃত ডেটা, ডেটা এন্ট্রি, কম্পাইলেশন, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও লিপিবদ্ধের কঠোর পরিশ্রমের কাজটি সম্পন্ন জন্য গবেষণা শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।



(নেপাল চন্দ্র কর্মকার)

পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)

ও

আহবায়ক (সংশ্লিষ্ট গবেষণা সম্পাদন মনিটরিং কমিটি)

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ	V
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	১
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
২.১ গবেষণার মেথডোলজি ও সময়কাল.....	২
২.২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা.....	২
২.৩ নমুনার আকার নির্ধারণ.....	২
২.৪ গবেষণার পরিধি.....	৩
২.৫ গবেষণার নমুনায়ন এর জন্য উত্তরদাতা নির্বাচন.....	৩
২.৬ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ও উপকরণ	৩
২.৭ তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কৌশল ও বিশ্লেষণ.....	৪
তৃতীয় অধ্যায়	
বিসিক শিল্পনগরী	
৩.২ বিসিক শিল্পনগরীর তথ্য.....	৫
৩.৩ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য পণ্য.....	৬
৩.৪ বিসিক প্লট বরাদ্দকরণ প্রক্রিয়া/পদ্ধতি.....	৭
চতুর্থ অধ্যায়	
ফলাফল ও পর্যালোচনা.....	৮
পঞ্চম অধ্যায়	
“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং গবেষণা কমিটির পর্যবেক্ষণের আলোকে চিহ্নিত সমস্যাসমূহঃ.....	
	৮৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	
ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) ও Key Informant Interview (KII).....	৯০
সপ্তম অধ্যায়	
সুপারিশমালা	৯৮

উপসংহার.....	১০০
গ্রন্থপঞ্জি	১০১

সারণি ও চার্ট তালিকা

সারণি-৪.১: ঢাকা অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহের শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার।	৮
সারণি-৪.২: চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহের শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার।	৯
সারণি-৪.৩: রাজশাহী অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহের শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার।	১০
সারণি-৪.৪: খুলনা অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহের শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার।	১১
সারণি-৪.৫ এবং চার্ট ৪.১: বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকারের সার্বিক চিত্র।	১২
সারণি-৪.৬: ঢাকা অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন।	১৩
সারণি-৪.৭: যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না হওয়ার কারণসমূহ।	১৪
সারণি-৪.৮: চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন।	১৫
সারণি-৪.৯: যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না হওয়ার কারণসমূহ।	১৬
সারণি-৪.১০: রাজশাহী অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন।	১৭
সারণি-৪.১১: যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না হওয়ার কারণসমূহ।	১৮
সারণি-৪.১২: খুলনা অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন।	১৯
সারণি-৪.১৩: যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না হওয়ার কারণসমূহ।	২০
সারণি-৪.১৪ এবং চার্ট ৪.২: ঢাকা অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য।	২১
সারণি-৪.১৫ এবং চার্ট ৪.৩: চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য।	২২
সারণি-৪.১৬ এবং চার্ট ৪.৪: রাজশাহী অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য।	২৩
সারণি-৪.১৭ এবং চার্ট ৪.৫: খুলনা অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য।	২৪
সারণি-৪.১৮ এবং চার্ট ৪.৬: ঢাকা অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যা।	২৫
সারণি-৪.১৯ এবং চার্ট ৪.৭: চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যা।	২৬
সারণি-৪.২০ এবং চার্ট ৪.৮: রাজশাহী অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যা।	২৭
সারণি-৪.২১ এবং চার্ট ৪.৯: খুলনা অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যা।	২৮
সারণি-৪.২২ এবং চার্ট ৪.১০: শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য (ঢাকা অঞ্চল)।	২৯
সারণি-৪.২৩ এবং চার্ট ৪.১১: শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে অন্তরায়সমূহ।	৩০
সারণি-৪.২৪ এবং চার্ট ৪.১২: শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য (চট্টগ্রাম অঞ্চল)।	৩১
সারণি-৪.২৫ এবং চার্ট ৪.১৩: শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে অন্তরায়সমূহ।	৩২
সারণি-৪.২৬ এবং চার্ট ৪.১৪: শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য (রাজশাহী অঞ্চল)।	৩৩
সারণি-৪.২৭ এবং চার্ট ৪.১৫: শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে অন্তরায়সমূহ।	৩৪
সারণি-৪.২৮ এবং চার্ট ৪.১৬: শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য (খুলনা অঞ্চল)।	৩৫
সারণি-৪.২৯ এবং চার্ট ৪.১৭: শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে অন্তরায়সমূহ।	৩৬
সারণি-৪.৩০ এবং চার্ট ৪.১৮: শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে অন্তরায়সমূহ (বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের সার্বিক চিত্র)।	৩৭
সারণি-৪.৩১ এবং চার্ট ৪.১৯: বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যা (ঢাকা অঞ্চল)।	৩৮

সারণি-৪.৬৭ এবং চার্ট ৪.৫৫: শিল্পনগরীর রপ্তানিমুখী ও রুগ্ন শিল্প ইউনিট সংখ্যা।	৭৭
সারণি-৪.৬৮ এবং চার্ট ৪.৫৬: শিল্প প্লট রুগ্ন হওয়ার কারণসমূহ।	৭৯
সারণি-৪.৬৯ এবং চার্ট ৪.৫৭: বিসিক শিল্পনগরীতে অব্যবহৃত শিল্প প্লট।	৮০
সারণি-৪.৭০ এবং চার্ট ৪.৫৮: বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট অব্যবহৃত পড়ে থাকার কারণসমূহ।	৮১
সারণি-৪.৭১ এবং চার্ট ৪.৫৯: বিসিক শিল্পনগরীতে বিনিয়োগের খাতসমূহ।	৮২
সারণি-৪.৭২ এবং চার্ট ৪.৬০: বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।	৮৩
সারণি-৪.৭৩ এবং চার্ট ৪.৬১: শিল্পনগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (ইটিপি)।	৮৪
সারণি-৪.৭৪ এবং চার্ট ৪.৬২: প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য।	৮৫
সারণি-৪.৭৫ এবং চার্ট ৪.৬৩: বিসিক শিল্পনগরীসমূহে নারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।	৮৬
সারণি-৪.৭৬ এবং চার্ট ৪.৬৪: শিল্পনগরীতে সৃষ্ট কর্মসংস্থান।	৮৭
পরিশিষ্ট-ক (গবেষণা কমিটি ও কমিটির কার্যপরিধি)	১০৩
পরিশিষ্ট-খ (গবেষণার জন্য নির্বাচিত এলাকার তালিকা)	১০৪
পরিশিষ্ট-গ (তথ্য সংগ্রহকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা).....	১০৫
পরিশিষ্ট-ঘ (বিসিকের বাস্তবায়িত ৭৯টি শিল্পনগরী)	১০৭
পরিশিষ্ট-ঙ (বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প প্লট ও শিল্প ইউনিট সংক্রান্ত তথ্য)	১০৮
পরিশিষ্ট-চ (প্রশ্নমালা-১)	১১১
পরিশিষ্ট-ছ (প্রশ্নমালা-২)	১১৭

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান। বিসিকের মূল উদ্দেশ্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন। উদ্যোক্তাদের শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য বিসিক উদ্যোক্তাদের আর্থিক, ঋণ ও অবকাঠামো সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দিয়ে থাকে। উদ্যোক্তাদের অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক দেশব্যাপী পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য প্লট বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। বিসিক কর্তৃক শিল্প প্লটের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খালি/অব্যবহৃত প্লট বরাদ্দের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ, প্লট বরাদ্দ কমিটির সভা আয়োজন, বুগ/বন্ধ প্লটের বরাদ্দ বাতিলকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিসিক এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৯টি শিল্পনগরী স্থাপন করেছে। শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং শিল্পনগরীর বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায় বের করার লক্ষ্যে “বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বিসিক ইতোমধ্যে ২১৯৪.৪০ একর জমিতে ৭৯টি শিল্পনগরী স্থাপন করেছে যেখানে মোট শিল্প প্লটের সংখ্যা ১১,৬৩৬টি। এর মধ্যে বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা ১০,৬৪৪টি, যা মোট শিল্প প্লটের ৯১.৪৭% এবং বরাদ্দের অপেক্ষায় শিল্প প্লটের সংখ্যা ৯৯২টি যা মোট শিল্প প্লটের ৮.৫৩%। বরাদ্দকৃত প্লটে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা ৫,৯৯৮টি। এর মধ্যে উৎপাদনরত, বাস্তবায়নাধীন এবং বুগ/বন্ধ শিল্প ইউনিট সংখ্যা যথাক্রমে ৪৭৬৯টি, ৬৩৫টি এবং ৫৯৪টি। মোট শিল্প ইউনিটের ৯.৯০% শিল্প ইউনিট বুগ/বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। এমতাবস্থায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা এবং শিল্প ইউনিট বুগ হওয়ার কারণ চিহ্নিত করা জরুরি। গবেষণার আওতাধীন ৩৮টি শিল্পনগরীর মোট ৬৭৮৫টি শিল্প প্লটের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা ১৮২টি, যা মোট শিল্প প্লটের ২.৬৮%। গবেষণায় প্রাপ্ত অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন চট্টগ্রাম অঞ্চলে (চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চল) অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৮.৩%)। চট্টগ্রাম অঞ্চলে মোট ১১৯৩টি শিল্প প্লটের মধ্যে ৯৯টি শিল্প প্লটই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। পক্ষান্তরে ঢাকা অঞ্চলে (ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চল) অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সবচেয়ে কম (০.১২%)। ঢাকা অঞ্চলে মোট ২৫৫২টি শিল্প প্লটের মধ্যে মাত্র ৩টি শিল্প প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। রাজশাহী অঞ্চলে (রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চল) নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহে ১৭টি এবং খুলনা অঞ্চলে (খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল) নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহে ৬৩টি শিল্প প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় আছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চট্টগ্রাম অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি রাজশাহী, খাগড়াছড়ি ও ফেনী শিল্পনগরীতে। রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি লালমনিরহাট শিল্পনগরীতে এবং খুলনা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বরিশাল শিল্পনগরীতে। যেহেতু ঢাকা অঞ্চলে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সবচেয়ে কম সেহেতু এখানে শিল্প প্লটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তাই ঢাকা অঞ্চলে অধিক শিল্প পার্ক স্থাপন করা অথবা শিল্পনগরী সম্প্রসারণ করার আবশ্যিকতা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে, পার্বত্য জেলাসমূহে এবং খুলনা অঞ্চলের বরিশাল শিল্পনগরীতে অধিক পরিমাণ শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকায় এসব এলাকায় শিল্পনগরী স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার হার কমিয়ে আনতে উদ্যোক্তার চাহিদা বিশ্লেষণ করে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ কোনো ফার্ম দ্বারা পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে নতুন শিল্প পার্ক স্থাপনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

গবেষণার আওতাধীন ৩৮টি শিল্পনগরীর মোট ৩৬৯৭টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে বুগ শিল্প ইউনিট সংখ্যা ৩৩৮টি, যা মোট শিল্প ইউনিটের ৯.১৪%। গবেষণায় প্রাপ্ত বুগ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিসিকের ৪টি অঞ্চলের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বুগ শিল্প ইউনিট সংখ্যার হার সবচেয়ে বেশি (প্রায় ১৫%)। চট্টগ্রাম অঞ্চলে মোট ৫৬৯টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে বুগ শিল্প ইউনিট ৮৪টি। পক্ষান্তরে বুগ শিল্প ইউনিটের হার সবচেয়ে কম রাজশাহী অঞ্চলে (প্রায় ৫%)। রাজশাহী অঞ্চলে মোট ৭৮২টি শিল্প ইউনিটের

মধ্যে রুগ্ন শিল্প ইউনিট ৪২টি। ঢাকা অঞ্চলে নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহে ১৬৭টি (৮.৯৪%) এবং খুলনা অঞ্চলে নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহে রুগ্ন শিল্প ইউনিট ৪৫টি (৯.৪১%)।

বিসিক ১৯৬০ সালে হতে উদ্যোক্তাদের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করে আসছে। বিদ্যমান অধিকাংশ শিল্পনগরী অনেক আগেই স্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীতে শিল্পনগরীসমূহ যথাসময়ে পরিকল্পনা মারফত মেরামত বা পুনঃনির্মাণ না করায়-শিল্পনগরীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন অবকাঠামো সমস্যা বিদ্যমান। অধিকাংশ শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোর (রাস্তা, ডেনেজ) অবস্থা খুবই শোচনীয়। শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো দ্রুত মেরামত বা পুনঃনির্মাণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিল্পনগরীর অবকাঠামো মেরামত বা পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হচ্ছে, বিসিক কর্তৃক উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে যে পরিমাণ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় তা অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো মেরামত বা পুনঃনির্মাণে এবং পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী বাস্তবায়নে অপ্রতুল। শিল্পনগরীর অভ্যন্তরে এসব কাজ সম্পাদনের জন্য বিসিক কর্তৃক আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ হালনাগাদ করা প্রয়োজন। বিসিক শিল্পনগরীর অনেক শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার ফলে এসব শিল্প ইউনিটের মালিকগণ সঠিক সময়ে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। বিসিক বা সরকারের পক্ষ থেকে এসব উদ্যোক্তাদের অনুদান দেয়া প্রয়োজন।

গবেষণায় বিসিক শিল্পনগরীতে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। শিল্পনগরীতে সীমানা প্রাচীর ও নিরাপত্তা গেট নির্মাণ, নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন, শিল্পনগরীসমূহের রাস্তায় পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা সহ শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিসিক শিল্পনগরীতে ইউটিলিটির (গ্যাস, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, পানি) সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ নেই। গ্যাস সংযোগের ব্যবস্থা করা হলে এসব শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে প্রতীয়মান হয়। যেসব শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ রয়েছে, এর অনেকগুলোতেই গ্যাসের চাপ কম। কিছু কিছু শিল্পনগরীতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই। অধিকাংশ শিল্পনগরীতেই বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। শিল্পনগরীসমূহে শিল্প কারখানার চাহিদা মোতাবেক ইউটিলিটি সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে করে উদ্যোক্তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সুবিধা পান।

বিসিকের মাধ্যমেই মূলত দেশে পরিকল্পিত শিল্পনগরী স্থাপিত হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীর অবদান দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে প্রায় ৮.৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিল্পনগরীসমূহ হতে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার আর্থিক মূল্য প্রায় ২ লক্ষ ১৭ হাজার ২৬৩ কোটি টাকা। দেশের আমদানি বিকল্প পণ্যের প্রায় ৩০% বিসিক শিল্পনগরীসমূহ হতে উৎপাদিত হয়। শিল্পনগরীসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৩,৩১৮.৩৯ কোটি টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিল্পনগরীসমূহ থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ৩৩,১৪৪.০৩ কোটি টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিসিকের শিল্পনগরীসমূহ থেকে সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদির পরিমাণ ১৩,৩৬৯ কোটি টাকা। বিসিক শিল্পনগরীতে উদ্যোক্তাগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সেসব সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীর অবদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্পনগরীতে উদ্যোক্তাগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, উক্ত গবেষণার মাধ্যমে সেসব সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে এসব সমস্যার আশু সমাধান জরুরি। পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপনে এবং সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য উক্ত গবেষণার সুপারিশ মোতাবেক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সার্বিক বিবেচনায় শিল্পনগরীর সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করা হলো।

সুপারিশমালা

- ১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেকটি বিসিক শিল্পনগরী পরিবেশবান্ধব করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ২। উদ্যোক্তাদের চাহিদা বিশ্লেষণ করে তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে নতুন শিল্প পার্ক স্থাপনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ৩। শিল্পনগরীসমূহে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করে সময় নিয়ে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের মধ্যে শিল্প প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ৪। প্লটের মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি হওয়ায় নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা প্লট বরাদ্দ নিচ্ছে না। তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ৫। বিসিকের যেসব জেলায় শিল্প প্লটের চাহিদা বেশি সেসব জেলার শিল্পনগরী সম্প্রসারণ বা নতুন শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে। আর যেসব জেলায় শিল্প প্লটের চাহিদা কম থাকার কারণে শিল্প প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে সেসব শিল্পনগরীতে বড় বড় শিল্প মালিকদের জন্য (যাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে) প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ৬। বিসিক শিল্পনগরীর রুগ্ন শিল্প ইউনিটগুলো চালুর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। আর্থিক সংকটের কারণে যেসব উদ্যোক্তা তাদের রুগ্ন শিল্প ইউনিট চালু করতে পারছেন না, তাদেরকে বিসিক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা ব্যাংক ঋণ পেতে সুপারিশ করা যেতে পারে।
- ৭। শিল্প প্লটের অনুকূলে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানকারী সংস্থা/ব্যাংকগুলোকে সতর্ক হতে হবে। ঋণ নেয়া অর্থে শিল্প স্থাপন না করলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। ঋণের অর্থ ছাড়করণের ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। শিল্পনগরী কর্মকর্তাদের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। কোন প্লট মালিক ঋণ গ্রহণের পর শিল্প স্থাপন না করলে দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে সময়োপযোগী ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ৮। যে সকল শিল্পনগরীতে সীমানা প্রাচীর নেই সেসকল শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সীমানা প্রাচীর, পর্যাপ্ত সড়ক বাতি ও গেট নির্মাণ এবং নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ করা যেতে পারে।
- ৯। শিল্প কারখানার চাহিদা মোতাবেক প্রত্যেক শিল্পনগরীতে ইউটিলিটি (গ্যাস, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি) সুবিধা কার্যকর করা যেতে পারে।
- ১০। নতুন শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের দ্বারা সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে এলপিগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা যেতে পারে।
- ১১। বিসিকের বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহ পরিবেশবান্ধব করতে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরীর আর্থিক ও অর্থনৈতিক দিক বিশ্লেষণপূর্বক সার্ভিস চার্জ পুননির্ধারণ করা যেতে পারে।
- ১২। ডুইং ডিজাইন অনুসারে গুণগতমান বজায় রেখে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/মেরামত করা যেতে পারে।

১৩। শিল্পনগরীতে সলিড বর্জ্য ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় শিল্প কারখানার বর্জ্য যত্রতত্রভাবে ফেলার কারণে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে জন্য শিল্পনগরীর নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ডাম্পিং-ইয়ার্ড স্থাপন করা যেতে পারে।

১৪। শিল্পনগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ETP স্থাপনযোগ্য শিল্প কারখানায় ETP স্থাপন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে CETP স্থাপনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫। শিল্পনগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

১৬। বিসিক শিল্পনগরীর বকেয়া/চলমান সার্ভিস চার্জ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৭। প্রতিটি শিল্পনগরীর শিল্প কারখানার উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, বিপণন ও প্রসারের জন্য ডিসপ্লে-কাম-সেল সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে।

১৮। শিল্পনগরীর কার্যক্রম আরও গতিশীল/বেগবান করতে ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৯। বিসিকের বিদ্যমান প্লট বরাদ্দ নীতিমালা যুগোপযোগী করা যেতে পারে।

২০। সবুজায়নের লক্ষ্যে যেসব শিল্পনগরীতে পুকুর রয়েছে সেসব পুকুরের পাড়ে এবং শিল্পনগরীর খালি জায়গায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করা যেতে পারে।

২১। বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের NPV (Net present Value), BCR (Benefit Cost Ratio) ও IRR (Internal Rate of Return) সহ জাতীয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রভাব নিরূপণ করা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৭ সালে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে বিসিকের জন্ম। বিসিকের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন। বিসিক উদ্যোক্তাদের অবকাঠামোগত সুবিধা সহ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক নানা সুবিধা দিয়ে থাকে। উদ্যোক্তাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে বিসিক ১৯৬০ সালে শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ অবকাঠামোগত সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে সহজেই শিল্প স্থাপনের সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিসিক এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৯টি শিল্পনগরী স্থাপন করেছে। এসব শিল্পনগরীতে মোট ১১,৬৩৬টি প্লট রয়েছে যার মধ্যে ১০,৬৪৪টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত প্লটসমূহে মোট ৫৯৯৮টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে উৎপাদনরত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৪৭৬৯টি, বাস্তবায়নাধীন শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৬৩৫টি এবং রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৫৯৪টি।

বিসিকের অধিকাংশ শিল্পনগরী অনেক বছর আগে স্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীতে যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শিল্পনগরীসমূহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এর মধ্যে অবকাঠামোগত সমস্যা, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ও ইউটিলিটির (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সমস্যা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিপুল সংখ্যক শিল্প ইউনিট রুগ্ন হয়ে পড়ে থাকা এবং শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকা বিসিক শিল্পনগরীসমূহের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং শিল্পনগরীর বিদ্যমান এসব চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায় বের করার লক্ষ্যে “বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পনগরীর সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হলে শিল্পনগরীসমূহের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এতে করে শিল্পনগরীসমূহের রুগ্ন শিল্প ইউনিট সংখ্যা কমে আসবে, শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার হারও কমবে। ফলে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি শিল্পোন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিসিকের শিল্পনগরীসমূহ আরও বেশি অবদান রাখতে পারবে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো, বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এর থেকে কিভাবে উত্তরণ করা যায় তা নিরূপণ করা। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়।

উক্ত গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

- ১) বিসিক শিল্পনগরী এবং শিল্প ইউনিটসমূহের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করা।
- ২) শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা।
- ৩) বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহের পাশাপাশি শিল্পনগরীগুলোর অব্যবহৃত প্লটসমূহ বরাদ্দকরণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা।
- ৪) শিল্পনগরীর বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য এবং শিল্পনগরী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিসিক কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, তা নিরূপণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ গবেষণার মেথডোলজি ও সময়কাল

মেথডোলজি

- ১) এটি একটি বর্ণনামূলক গবেষণা। জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ২) গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগৃহীত হয়েছে।
- ৩) গবেষণা কমিটির মাধ্যমে প্রশ্নমালা-০১ ও প্রশ্নমালা-০২ (পরিশিষ্ট- চ, ছ) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ৪) তথ্য সংগ্রহের জন্য বিসিকের ৩৬টি জেলা কার্যালয়ের ৩৮টি শিল্পনগরী থেকে ৩৮ জন কর্মকর্তাকে বাছাই করা হয়েছে। পরবর্তীতে নির্বাচিত তথ্য সংগ্রহকারীদের তথ্য সংগ্রহের উপর দিক-নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- ৫) প্রশ্নমালা-০১ এর মাধ্যমে ৩৮টি শিল্পনগরী থেকে মোট ৪০০ জন (শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তা) এবং প্রশ্নমালা-০২ এর মাধ্যমে ৩৬টি বিসিক জেলা কার্যালয়ের অধীন মোট ৫৪ জন (জেলা প্রধান/শিল্পনগরী কর্মকর্তা/শিল্পনগরী মালিক সমিতির সদস্য/নাসিব এর সদস্য) এর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ৬) কমিটির সদস্যগণ শিল্পনগরী পরিদর্শনকালে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তা, জেলা প্রধান/শিল্পনগরী কর্মকর্তা/শিল্পনগরী মালিক সমিতির সদস্য/নাসিব এর সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করে এবং সরেজমিন পরিদর্শন করে শিল্পনগরীর বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করেছেন।
- ৭) গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য গবেষণা কমিটির সদস্যগণ মোট ৫টি সভার মাধ্যমে গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন।
- ৮) গবেষণা কার্যক্রমের তথ্যাবলি এন্ট্রি, কম্পাইলেশন, এনালাইসিস ও গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ মাইক্রোসফট এক্সেল ও মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০১০ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সময়কাল

২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য গবেষণা কার্যক্রমটি হাতে নেয়া হয়েছে।

২.২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- ১) গবেষণা কার্যক্রমের তথ্যাবলি এন্ট্রি, কম্পাইলেশন, এনালাইসিস ও গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজে পর্যাপ্ত জনবলসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির অভাবের কারণে গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
- ২) কিছু কিছু তথ্য প্রদানকারী তথ্য প্রদানের বিষয়ে সহযোগিতা না করে তথ্য সংগ্রহের কাজকে বিলম্বিত করেছে। তাঁদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ছিল।

২.৩ নমুনার আকার নির্ধারণ

নমুনার আকার নির্ধারণ নমুনা জরিপের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। সাধারণত নমুনার আকার যত বড় হবে প্রাক্কলনের মান তত সঠিক হবে। কিন্তু সময় ও অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে সর্বদা বড় আকারের নমুনা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু সম্ভাবনা

নমুনায়নের ক্ষেত্রে নমুনার আকার একটি পর্যায়ে পৌঁছার পর এর আকার যতই বৃদ্ধি করা হোক না কেন প্রাক্কলনের যথার্থতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায় না।

এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত নমুনার আকার নিম্নোক্ত ফর্মুলার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়:

$$N = \frac{Z^2 \times P \times (1-P)}{E^2}$$

যেখানে,

N= কাঙ্ক্ষিত নমুনার আকার

Z= স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডেভিয়েন্ট

P= নমুনা অনুপাত সম্ভাবনা

E= সহনযোগ্য ত্রুটি

এখন সূক্ষ্মতার মাত্রা ৯৫ শতাংশ, নমুনা অনুপাত সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ এবং সহনযোগ্য ত্রুটির মাত্রা ৫ শতাংশ ধরা হলে,

Z= স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডেভিয়েন্ট = ১.৯৬

P= নমুনা অনুপাত সম্ভাবনা = ০.৫

E= সহনযোগ্য ত্রুটি = ০.০৫

$$\text{সুতরাং কাঙ্ক্ষিত নমুনার আকার, } N = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times (1-0.5)}{0.05^2} = 384.16$$

এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গবেষণার প্রশ্নমালা-০১ এর মাধ্যমে ৩৮টি শিল্পনগরী থেকে ৪০০ জন (শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তা) এবং প্রশ্নমালা-০২ এর মাধ্যমে ৩৬টি বিসিক জেলা কার্যালয়ের অধীন ৫৪ জন (জেলা প্রধান/শিল্পনগরী কর্মকর্তা/শিল্পনগরী মালিক সমিতির সদস্য/নাসিব এর সদস্য); মোট (৪০০+৫৪) = ৪৫৪ জন এর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫৪, যা ন্যূনতম নমুনার আকার ৩৮৪ এর চেয়ে বেশি হওয়ায় প্রাক্কলন সঠিক হবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

২.৪ গবেষণার পরিধি

বিসিক এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৭৯টি শিল্পনগরী স্থাপন করেছে। শিল্পনগরীসমূহ ভৌগোলিকভাবে ৪টি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। এগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এগুলোর আকার ও আয়তনে পার্থক্য রয়েছে। “বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্লট বরাদ্দের অপেক্ষায় থাকা ৩টি শিল্পনগরী বাদ দিয়ে বাকি ৭৬টি শিল্পনগরী থেকে দৈবচয়নভিত্তিতে ৩৮টি শিল্পনগরী নির্বাচন করা হয়, যা বিসিকের মোট শিল্পনগরীর অর্ধেক। এর মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের ২৪টি শিল্পনগরী হতে ১২টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২৩ টি শিল্পনগরী হতে ১১ টি, রাজশাহী অঞ্চলের ১৮টি শিল্পনগরী হতে ৯টি এবং খুলনা অঞ্চলের ১১টি শিল্পনগরী হতে ৬টি শিল্পনগরী নির্বাচন করা হয়। (গবেষণা এলাকা- পরিশিষ্ট -খ দ্রষ্টব্য)

২.৫ গবেষণার নমুনায়ন এর জন্য উত্তরদাতা নির্বাচন

“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদনের জন্য দুই শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ১) শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তা এবং ২) বিসিক কর্মকর্তা (আঞ্চলিক পরিচালক/জেলা প্রধান/শিল্পনগরী কর্মকর্তা), শিল্পনগরী মালিক সমিতির সদস্য/নাসিব এর সদস্য।

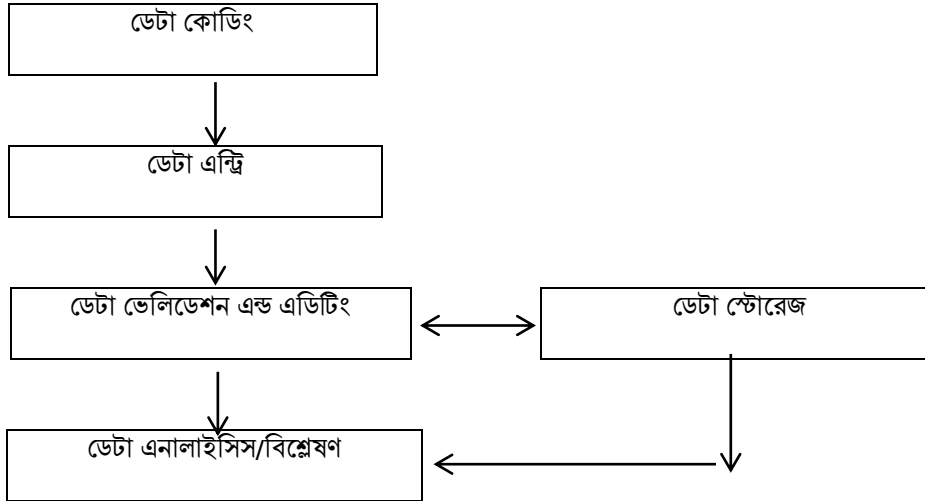
২.৬ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ও উপকরণ

“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদনের লক্ষ্যে দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ১) প্রাথমিক উৎস এবং ২) সেকেন্ডারি উৎস। প্রথমতঃ প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ

করা হয় প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। এজন্য দৈবচয়নভিত্তিতে বিসিকের ৭৯টি শিল্পনগরী হতে ৩৮টি শিল্পনগরী নির্বাচন করা হয়। এই ৩৮টি শিল্পনগরী থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩৮ জন কর্মকর্তাকে বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত গবেষণার নির্বাচিত তথ্য সংগ্রহকারীদের তথ্য সংগ্রহের উপর দিক-নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরীসমূহে প্রশ্নমালা (প্রশ্নমালা-০১ ও প্রশ্নমালা-০২) প্রেরণ করা হয়। প্রতিটি শিল্পনগরী থেকে প্রশ্নমালা-০১ এর মাধ্যমে দৈবচয়নভিত্তিতে কতগুলো শিল্প ইউনিট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, এর মধ্যে উৎপাদনরত ও রুখ/বন্ধ শিল্প ইউনিটের বিভাজন কেমন হবে এবং প্রশ্নমালা-০২ এর মাধ্যমে কোন কোন কর্মকর্তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এভাবে প্রশ্নমালা-০১ এর মাধ্যমে ৩৮টি শিল্পনগরী থেকে ৪০০ জন (শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তা) এবং প্রশ্নমালা-০২ এর মাধ্যমে ৩৮টি শিল্পনগরী থেকে ৫৪ জন (জেলা প্রধান/শিল্পনগরী কর্মকর্তা/শিল্পনগরী মালিক সমিতির সদস্য/নাসিব এর সদস্য); মোট ৪০০+৫৪=৪৫৪ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ সেকেন্ডারি উপাত্ত যা ইন্টারনেট, বিসিকের ওয়েবসাইট, বিভিন্ন জার্নাল ও পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৭ তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কৌশল ও বিশ্লেষণ

নিম্নে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ ফ্লো-চার্ট দেয়া হলো:



তৃতীয় অধ্যায়

বিসিক শিল্পনগরী

তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করার লক্ষ্যে ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনকল্পে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে) প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৫৭ সালে ‘ইস্ট পাকিস্তান স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন অ্যাক্ট’ উপস্থাপন করেন, যার মাধ্যমে ইপসিক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে যা, বিসিক নামে আত্মপ্রকাশ করে। বিসিক দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিকের মাধ্যমেই মূলত দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝিতে বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়। তারই অংশ হিসেবে তৎকালীন ১৮টি জেলায় একটি করে মোট ১৮টি শিল্পনগরী স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়, যেকুলোর বেশিরভাগেরই স্থাপন কাজ স্বাধীনতার আগে শুরু হলেও পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন হয় ১৯৭০ দশকের দিকে। স্বাধীনতার পর দেশে জেলার সংখ্যা বেড়ে ২০টিতে উন্নীত হলে বিসিকের শিল্পনগরীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০টি। আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসন করে শিল্পায়নের ধারা অব্যাহত রেখে বর্তমানে বিসিক শিল্পনগরীর সংখ্যা ৭৯টি। বস্তুত দেশে শিল্পের ভিত তৈরি হয় বিসিক শিল্পনগরীর মাধ্যমে। দেশে অনুকরণযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান- স্কয়ার, প্রাণ-আরএফএল, বিআরবি ক্যাবলস, হ্যামকো ব্যাটারি, নীট/তৈরি পোশাক শিল্প, ন্যাশনাল ফ্যান ইন্ডাস্ট্রিজ, রাজশাহী সিল্ক, ফরচুন সুজ, আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ, গ্লোব ইন্ডাস্ট্রিজ ইত্যাদি বিসিকের হাতেই সৃষ্টি।

৩.২ বিসিক শিল্পনগরীর তথ্য

বিসিক ১৯৬০ সাল হতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিল্পনগরী স্থাপন কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৯টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে (পেরিশিষ্ট -খ দ্রষ্টব্য)। শিল্পনগরীসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

■ শিল্পনগরীর সংখ্যা	: ৭৯টি (বিশেষায়িত শিল্পনগরী ৫টি)
■ শিল্পনগরীতে মোট শিল্প প্লটের সংখ্যা	: ১১,৬৩৬টি
■ মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা	: ১০,৬৪৪টি
■ প্লটে স্থাপিত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	: ৫,৯৯৮টি
■ মোট জমির পরিমাণ	: ২১৯৪.৪০ একর
■ বরাদ্দের অপেক্ষায় থাকা মোট শিল্প প্লট সংখ্যা	: ৯৯২টি
■ শিল্প ইউনিটসমূহের কর্মরত শ্রমিক/কর্মসংস্থান (জুন ২০২১ পর্যন্ত)	: ৮.৫০ লক্ষ জন
■ মোট বিনিয়োগ (জুন ২০২১ পর্যন্ত)	: ৬৩,৩১৮.৩৯ কোটি টাকা
■ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট	: ৯০১টি
■ রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য (২০২০-২০২১ অর্থবছর)	: ৩৩,১৪৪.০৩ কোটি টাকা
■ বিসিকের শিল্পনগরীসমূহ থেকে সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০১৯-২০২০ অর্থবছরে)	: ১৩,৩৬৯.৪০ কোটি টাকা

সূত্র: শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা, বিসিক, ঢাকা।

৩.৩ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য পণ্য

- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, নিটওয়ার সর্বপ্রথম রপ্তানি শুরু হয় বিসিক হোসিয়ারী শিল্পনগরী, নারায়ণগঞ্জ থেকে যা ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিসিক টংগী, কোনাবাড়ি, চট্টগ্রাম ও বরিশালসহ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে নিট ফেব্রিক্স ও অন্যান্য নিট গার্মেন্টস সামগ্রীসহ চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি হয়ে থাকে।
- দেশের প্রায় সকল ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে অবস্থিত। শীর্ষস্থানীয় ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যেমন-স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, বায়োফার্মা, রেডিয়েন্ট ফার্মা, জেনিথ ফার্মা, গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস, ওয়ান ফার্মাসহ স্বনামধন্য ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিসিক শিল্পনগরীসমূহে অবস্থিত। দেশীয় বাজারে ঔষধ সরবরাহ করা ছাড়াও এসব ফার্মাসিউটিক্যালসগুলো ইউরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহে ঔষধ রপ্তানি করে থাকে।
- বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত খাদ্যপণ্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে যেমন: চাল, ডাল, তেল, আটা, ময়দা, সুজি, চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট, পাউরুটি, নুডলস, কেক, সেমাই ইত্যাদি।
- বিসিকের উদ্যোগে হালকা প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়নে ঢাকার ধোলাইখাল ও জিজিরা, যশোর, পাবনা, বগুড়া, নাটোরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহুমুখী শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে। বগুড়া শিল্পনগরীতে কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ যেমন-সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, পিস্টন, টিউবওয়েল, সিএনজি অটোরিক্সা ও জুট মিলের খুচরা যন্ত্রাংশ, মোটর সাইকেলের ব্রেক, ড্রাম, নাট, বল্টসহ অন্যান্য হালকা প্রকৌশল পণ্য উৎপাদিত হয়।
- বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটসমূহে করোনা প্রতিরোধমূলক পণ্য হিসেবে পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, মেডিকেল অক্সিজেন, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, জীবাণুনাশক স্প্রের ক্লিনার ইত্যাদি নিয়মিতভাবে তৈরি হচ্ছে। টাংগাইলের তারটিয়ায় অবস্থিত বিসিক শিল্পনগরীতে জরুরি চিকিৎসায় ব্যবহৃত মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদিত হয়।
- দেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। চাহিদা অনুযায়ী নকশা ও নমুনা সরবরাহের মাধ্যমে আধুনিক সময়োপযোগী মৃৎশিল্প পণ্য সামগ্রী উৎপাদন যেমন-কলসি, পাতিল, পুতুল, ঘোড়া, হাতি, ফুলের টব ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

৩.৪ বিসিক প্লট বরাদ্দকরণ প্রক্রিয়া/পদ্ধতি

বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ দেয়ার জন্য বিসিক জেলা কার্যালয় জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। অন্যদিকে বিদ্যমান শিল্পনগরীগুলোতে খালি পড়ে থাকা প্লটসমূহ বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে বিসিকের প্রধান কার্যালয় বছরে ২ বার জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং জেলা কার্যালয় বছরে ৩ বার স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। আগ্রহী উদ্যোক্তাদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৪৫ দিনের মধ্যে শিল্পনগরী কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/বিসিকের প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করতে হয়। বিসিকের আবেদন বাছাই কমিটি ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনসমূহ বাছাই করে এবং প্লট বরাদ্দ কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে সবাই বসে যথোপযুক্ত উদ্যোক্তাদের সর্ট আউট করে। এ সভার পর বিসিক ৩০ দিনের মধ্যে বরাদ্দপত্র প্রেরণ করে। আবেদন পত্রের সাথে উদ্যোক্তাকে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয়:

- ক) মানি রিসিটসহ আবেদন ফরম
- খ) ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি
- গ) জাতীয় পরিচয় পত্র ও প্রমাণপত্র
- ঘ) ব্যবসা/ ট্রেড লাইসেন্স
- ঙ) আয়কর সার্টিফিকেট
- চ) প্রকল্প প্রস্তাবনা
- ছ) বিল্ডিং লে-আউট
- জ) পরিবেশ ছাড়পত্র
- ঝ) ব্যাংক সলভেন্সি সনদ ইত্যাদি

আবেদনপত্র পাওয়ার পর জেলা কার্যালয় প্রধানের নেতৃত্বে আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। একজন বিশেষজ্ঞ সদস্য ও একজন স্থানীয় শিল্পনগরী কর্মকর্তার সমন্বয়ে সার্টিং কমিটি গঠিত হয়। তারা বাছাইকৃত আবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত জেলা প্লট বরাদ্দকরণ কমিটির নিকট প্রেরণ করে। উক্ত কমিটির অন্য সদস্যরা হলো নিম্নরূপ:

- ক) স্থানীয় ইউএনও- সদস্য
- খ) স্থানীয় মেয়র/পৌরসভা/ইউপি চেয়ারম্যান এর প্রতিনিধি.... সদস্য
- গ) স্থানীয় নাসিবের সভাপতি/সেক্রেটারী সদস্য
- ঘ) বিসিক শিল্পনগরী কর্মকর্তা সদস্য
- ঙ) মহিলা উদ্যোক্তা (স্থানীয় চেম্বার থেকে মনোনীত)..... সদস্য
- চ) জেলা পরিবেশ কর্মকর্তা (যদি থাকে)..... সদস্য
- ছ) স্থানীয় জেলা কার্যালয় প্রধান..... সদস্য- সচিব

প্লট বরাদ্দকরণ কমিটি প্রয়োজনে ২ জন সদস্য কোঅপ্ট করতে পারে। দেশে ও পার্বত্য জেলা (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) ব্যতীত ৬১ জেলায় এ কমিটি রয়েছে। ৩ পার্বত্য জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কমিটির সভাপতি হিসেবে এবং জেলা প্রশাসক সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্য সকল সদস্য ও সদস্য-সচিব অন্য সব কমিটির অনুরূপ হয়ে থাকে। জেলা পর্যায়ে প্লট বরাদ্দকরণ কমিটি ৩৩.৩৩ শতাংশ আয়তনের প্লট বরাদ্দ দিতে পারে ও বাতিল করতে পারে, বিসিক সদর দপ্তর ১ একর আয়তনের প্লট এবং শিল্প মন্ত্রণালয় ১ একরের অধিক আয়তনের প্লট বরাদ্দ দিতে পারে।

উৎস: বাংলাদেশ গেজেট, শিল্প মন্ত্রণালয়, নং ৩৬.০৬৫.০১২.০০.০০.০২২.২০১০-২০৫, জুন ১৩, ২০১০

চতুর্থ অধ্যায়
ফলাফল ও পর্যালোচনা

**“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের
লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল**

(প্রশ্নমালা-০১ এর মাধ্যমে বিসিকের বিদ্যমান ৪ অঞ্চলের অধীন ৩৬টি জেলার ৩৮টি শিল্পনগরী থেকে মোট ৪০০ জন শিল্প মালিক/উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এর মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের ১৫৯ জন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৮৬ জন, রাজশাহী অঞ্চলের ৯৮ জন এবং খুলনা অঞ্চলের ৫৭ জন উদ্যোক্তা)।

(১) ঢাকা অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহের শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার

ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট কি না-এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট কি না?	
			হ্যাঁ	না
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	১০	৫
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ारी	৩০	৭	২৩
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	১	১৯
গাজীপুর	টঙ্গী	১৭	১২	৫
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	৫	১১
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	৪	৩
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	২	৫
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	৭	২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	৩	১১
জামালপুর	জামালপুর	৯	৬	৩
শেরপুর	শেরপুর	৭	৭	০
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	৭	১
মোট		১৫৯	৭১	৮৮
শতকরা			৪৪.৬৫%	৫৫.৩৫%

উপরিউক্ত সারণি ৪.১ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৭১ জন (৪৪.৬৫%) মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট। আর ৮৮ জন (৫৫.৩৫%) মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ ঢাকা অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মতে বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট নয়। ঢাকা অঞ্চলের উদ্যোক্তার/উত্তরদাতার তথ্য থেকে দেখা যায়, জামদানী শিল্পনগরীর নির্বাচিত ২০ জনের মধ্যে ১৯ জন (৯৫%), ময়মনসিংহ শিল্পনগরীর ১৪ জনের মধ্যে ১১ জন (৭৮.৫৭%) এবং হোসিয়ारी শিল্পনগরীর ৩০ জনের মধ্যে ২৩ জন (৭৬.৬৭%) উত্তরদাতা মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া মানিকগঞ্জ ও জয়দেবপুর শিল্পনগরীতেও প্লটের আকার যথেষ্ট নয় বলে প্রতীয়মান হয়। এ ক্ষেত্রে ঢাকা অঞ্চলের যেসব শিল্পনগরীতে প্লটের চাহিদা রয়েছে সেগুলোকে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

(২) চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহের শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার

চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট কি না-এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট কি না?	
			হ্যাঁ	না
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	৪	৪
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	৩	৪
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	২	৪
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	০	২
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	১০	১
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	৬	৩
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	৯	০
ফেনী	ফেনী (চাড়ীপুর)	৮	১	৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	৩	৭
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	৬	২
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	৬	২
মোট		৮৬	৫০	৩৬
শতকরা			৫৮.১৪%	৪১.৮৬%

উপরিউক্ত সারণি ৪.২ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৮৬ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৫০ জন (৫৮.১৪%) মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট। আর ৩৬ জন (৪১.৮৬ %) মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ চট্টগ্রাম অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মতে বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট। চট্টগ্রাম অঞ্চলের উদ্যোক্তার/উত্তরদাতার তথ্য থেকে দেখা যায়, ফেনী শিল্পনগরীর নির্বাচিত ৮ জনের মধ্যে ৭ জন (৮৭.৫%) এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিল্পনগরীর ১০ জনের মধ্যে ৭ জন (৭০%) উত্তরদাতা মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে ফেনী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিল্পনগরী সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্লটের চাহিদা মেটানো যেতে পারে।

(৩) রাজশাহী অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহের শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার

রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট কি না-এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৩

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট কি না?	
			হ্যাঁ	না
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	১৪	৬
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	৬	২
নাটোর	নাটোর	৮	৫	৩
পাবনা	পাবনা	২১	১৮	৩
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	৬	২
বগুড়া	বগুড়া	১০	২	৮
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	৫	৩
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	৮	০
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	৭	০
মোট		৯৮	৭১	২৭
শতকরা			৭২.৪৫%	২৭.৫৫%

উপরিউক্ত সারণি ৪.৩ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৯৮ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৭১ জন (৭২.৪৫%) মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট। আর ২৭ জন (২৭.৫৫%) মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ রাজশাহী অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মতে বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম বগুড়া শিল্পনগরী। বগুড়া শিল্পনগরীতে নির্বাচিত ১০ জনের মধ্যে ৮ জন (৮০%) উত্তরদাতা মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট নয়। যেহেতু বগুড়া শিল্পনগরীর হালকা প্রকৌশল শিল্পের ভালো চাহিদা রয়েছে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা হয় সেহেতু এ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ করে উদ্যোক্তাদের প্লটের চাহিদা পূরণ করা গেলে একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে অন্য দিকে অনেক কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে।

(৪) খুলনা অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহের শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার

খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট কি না-এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট কি না?	
			হ্যাঁ	না
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	৯	২
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	৫	৩
বরিশাল	বরিশাল	১৩	৯	৪
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	২	৬
যশোর	যশোর	১২	৫	৭
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	১	৪
মোট		৫৭	৩১	২৬
শতকরা			৫৪.৩৯%	৪৫.৬১%

উপরিউক্ত সারণি ৪.৪ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৫৭ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৩১ জন (৫৪.৩৯%) মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট। আর ২৬ জন (৪৫.৬১%) মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ খুলনা অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মতে বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট।

খুলনা অঞ্চলের উদ্যোক্তার/উত্তরদাতার তথ্য থেকে দেখা যায়, কুষ্টিয়া শিল্পনগরীর নির্বাচিত ৫ জনের মধ্যে ৪ জন (৮০%) এবং পটুয়াখালী শিল্পনগরীর ৮ জনের মধ্যে ৬ জন (৭৫%) উত্তরদাতা মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে কুষ্টিয়া এবং পটুয়াখালী শিল্পনগরী সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্লটের চাহিদা মেটানো যেতে পারে।

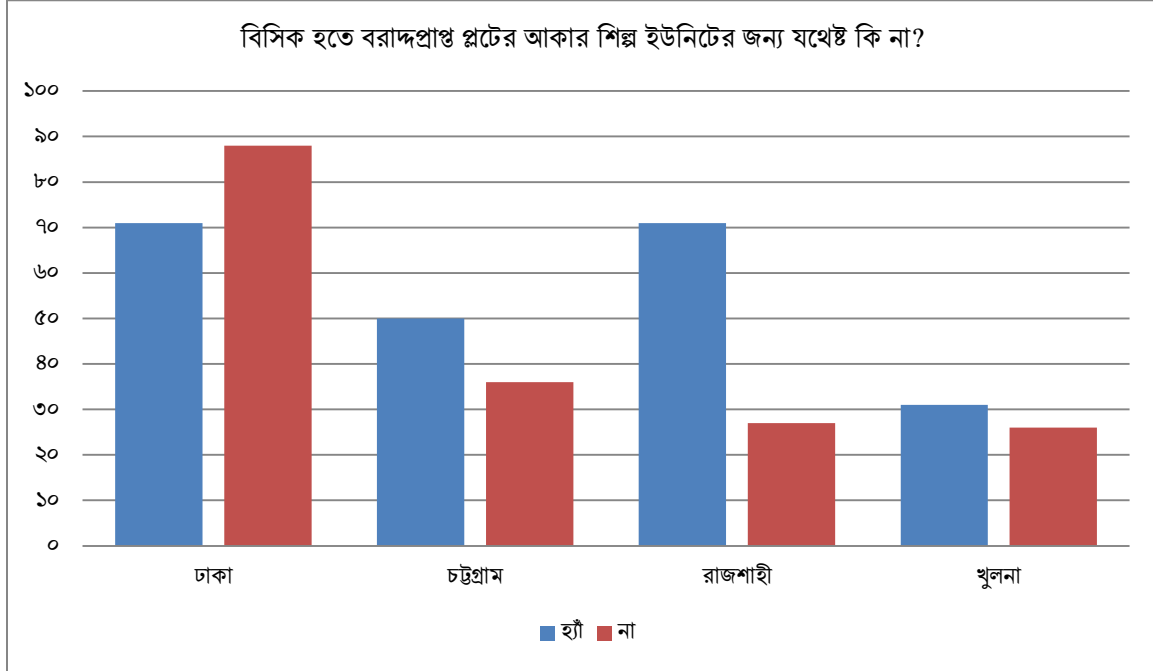
**(৫) বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকারের
সার্বিক চিত্র**

বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট কি না-এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট কি না?	
			হ্যাঁ	না
ঢাকা	১২	১৫৯	৭১	৮৮
চট্টগ্রাম	১১	৮৬	৫০	৩৬
রাজশাহী	৯	৯৮	৭১	২৭
খুলনা	৬	৫৭	৩১	২৬
মোট	৩৮	৪০০	২২৩	১৭৭
শতকরা			৫৫.৭৫%	৪৪.২৫%

চার্ট -৪.১



গবেষণায় দেখা যায় ৪০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২২৩ জন (৫৫.৭৫%) মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট। বাকি ১৭৭ জন (৪৪.২৫%) মনে করেন বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার তাদের শিল্প ইউনিটের জন্য যথেষ্ট নয়।

উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ঢাকা অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহে প্লটের চাহিদা সব থেকে বেশি এবং রাজশাহী অঞ্চলে প্লটের চাহিদা সবচেয়ে কম। এ ক্ষেত্রে শিল্পনগরী সম্প্রসারণ বা নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে ঢাকা অঞ্চলকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

(৬) ঢাকা অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন

ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন হচ্ছে কি না-এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন হচ্ছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	৮	৭
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ানী	৩০	২২	৮
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	১	১৯
গাজীপুর	টঙ্কী	১৭	১৩	৪
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	১১	৫
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	৭	০
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	৪	৩
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	৪	৫
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	৩	১১
জামালপুর	জামালপুর	৯	১	৮
শেরপুর	শেরপুর	৭	৫	২
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	৮	০
মোট		১৫৯	৮৭	৭২
শতকরা			৫৪.৭২%	৪৫.২৮%

উপরিউক্ত সারণি ৪.৬ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮৭ জন (৫৪.৭২%) মনে করেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বাকি ৭২ জন (৪৫.২৮ %) মনে করেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে না।

(৭) যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না হওয়ার কারণসমূহ

ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে না পারার কারণ হিসেবে যেসব সমস্যা চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৭

নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	পণ্যের চাহিদা কম	কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা	বাজার মূল্যের তুলনায় উৎপাদন খরচ বেশি	আর্থিক সংকট	দক্ষ জনবলের অপর্যাপ্ততা
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৭	০	৭	২	৩	৪
হোসিয়ানাবাদ	৮	১	৪	৫	৬	৫
জামদানী	১৯	০	১৮	১৯	১৮	১৯
টঙ্গী	৪	০	২	৩	২	১
জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	৫	১	২	২	৪	০
নরসিংদী	০	০	০	০	০	০
মানিকগঞ্জ	৩	০	১	১	৩	৩
রাজবাড়ি	৫	২	১	৫	৫	২
ময়মনসিংহ	১১	৪	১	৭	৫	৪
জামালপুর	৮	১	৩	৩	৮	৪
শেরপুর	২	০	১	২	১	০
শরিয়তপুর	০	০	০	০	০	০
মোট	৭২	৯	৪০	৪৯	৫৫	৪২
শতকরা		১২.৫০%	৫৫.৫৬%	৬৮.০৬%	৭৬.৩৯%	৫৮.৩৩%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

উপরিউক্ত সারণি ৪.৭ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনে অক্ষমতার জন্য অধিকাংশ উত্তরদাতা আর্থিক সংকটকে দায়ী করেছেন। তবে এর পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বেশি, দক্ষ জনবলের অভাব ও কাঁচামালের অভাবেও দায়ী বলে মনে করেন।

(৮) চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন

চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন হচ্ছে কি না-এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৮

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন হচ্ছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	৮	০
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	৩	৪
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	৬	০
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	২	০
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	৬	৫
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	৬	৩
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	৯	০
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	৩	৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	১০	০
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	৪	৪
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	৮	০
মোট		৮৬	৬৫	২১
শতকরা			৭৫.৫৮%	২৪.৪২%

উপরিউক্ত সারণি ৪.৮ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৫ জন (৭৫.৫৮%) মনে করেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বাকি ২১ জন (২৪.৪২%) মনে করেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে না।

(৯) যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না হওয়ার কারণসমূহ

চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে না পারার কারণ হিসেবে যেসব সমস্যা চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৯

নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	পণ্যের চাহিদা কম	কাঁচামালের অপরিাপ্ততা	বাজার মূল্যের তুলনায় উৎপাদন খরচ বেশি	আর্থিক সংকট	দক্ষ জনবলের অপরিাপ্ততা
ফৌজদারহাট	০	০	০	০	০	০
কক্সবাজার	৪	০	৩	১	২	০
রাঙ্গামাটি	০	০	০	০	০	০
খাগড়াছড়ি	০	০	০	০	০	০
নোয়াখালী	৫	১	১	৫	২	২
লক্ষ্মীপুর	৩	১	০	২	২	১
কুমিল্লা	০	০	০	০	০	০
ফেনী (চাড়িপুর)	৫	১	১	৩	২	৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০	০	০	০	০	০
সিলেট (খাদিমনগর)	৪	১	৩	২	২	২
মৌলভীবাজার	০	০	০	০	০	০
মোট	২১	৪	৮	১৩	১০	১০
শতকরা		১৯.০৫%	৩৮.১০%	৬১.৯০%	৪৭.৬২%	৪৭.৬২%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

উপরিউক্ত সারণি ৪.৯ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনে অক্ষমতার জন্য অধিকাংশ উত্তরদাতা উৎপাদন খরচ বেশি হওয়াকে দায়ী করেছেন। তবে এর পাশাপাশি আর্থিক সংকট, দক্ষ জনবলের অভাব ও কাঁচামালের অভাবেও দায়ী বলে মনে করেন।

(১০) রাজশাহী অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন

রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন হচ্ছে কি না-এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১০

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন হচ্ছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	১৩	৭
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	৭	১
নাটোর	নাটোর	৮	১	৭
পাবনা	পাবনা	২১	১৯	২
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	৭	১
বগুড়া	বগুড়া	১০	৫	৫
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	৫	৩
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	৬	২
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	৫	২
মোট		৯৮	৬৮	৩০
শতকরা			৬৯.৩৯%	৩০.৬১%

উপরিউক্ত সারণি ৪.১০ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৯৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৮ জন (৬৯.৩৯%) মনে করেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বাকি ৩০ জন (৩০.৬১%) মনে করেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে না।

(১১) যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না হওয়ার কারণসমূহ

রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে না পারার কারণ হিসেবে যেসব সমস্যা চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১১

নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	পণ্যের চাহিদা কম	কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা	বাজার মূল্যের তুলনায় উৎপাদন খরচ বেশি	আর্থিক সংকট	দক্ষ জনবলের অপর্যাপ্ততা
রাজশাহী	৭	০	১	৪	৫	১
নওগাঁ	১	০	০	০	১	০
নাটোর	৭	২	২	৩	৪	১
পাবনা	২	০	০	০	২	০
ঠাকুরগাঁও	১	০	০	০	১	০
বগুড়া	৫	০	৪	৪	৪	৪
গাইবান্ধা	৩	০	১	১	৩	১
দিনাজপুর	২	০	০	০	২	০
লালমনিরহাট	২	১	১	১	২	০
মোট	৩০	৩	৯	১৩	২৪	৭
শতকরা		১০%	৩০%	৪৩.৩৩%	৮০%	২৩.৩৩%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

উপরিউক্ত সারণি ৪.১১ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনে অক্ষমতার জন্য অধিকাংশ উত্তরদাতা আর্থিক সংকটকে দায়ী করেছেন। তবে এর পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বেশি, কাঁচামালের অভাব ও দক্ষ জনবলের অভাবকেও দায়ী বলে মনে করেন।

(১২) খুলনা অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন

খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন হচ্ছে কি না-এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১২

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন হচ্ছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	৮	৩
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	১	৭
বরিশাল	বরিশাল	১৩	১০	৩
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	৩	৫
যশোর	যশোর	১২	৩	৯
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	২	৩
মোট		৫৭	২৭	৩০
শতকরা			৪৭.৩৭%	৫৩.৬৩%

উপরিউক্ত সারণি ৪.১২ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৫৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৭ জন (৪৭.৩৭%) মনে করেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বাকি ৩০ জন (৫৩.৬৩%) মনে করেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে না।

(১৩) যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না হওয়ার কারণসমূহ

খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে না পারার কারণ হিসেবে যেসব সমস্যা চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১৩

নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	পণ্যের চাহিদা কম	কাঁচামালের অপরিপূর্ণতা	বাজার মূল্যের তুলনায় উৎপাদন খরচ বেশি	আর্থিক সংকট	দক্ষ জনবলের অপরিপূর্ণতা
খুলনা (শিরোমণি)	৩	০	১	১	২	০
বাগেরহাট	৭	৩	৬	৬	৭	৩
বরিশাল	৩	০	২	২	১	১
পটুয়াখালী	৫	০	৫	২	৪	৩
যশোর	৯	২	২	৮	৬	২
কুষ্টিয়া	৩	০	২	১	২	০
মোট	৩০	৫	১৮	২০	২২	৯
শতকরা		১৬.৬৭%	৬০%	৬৬.৬৬%	৭৩.৩৩%	৩০%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

উপরিউক্ত সারণি ৪.১৩ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনে অক্ষমতার জন্য অধিকাংশ উত্তরদাতা আর্থিক সংকটকে দায়ী করেছেন। তবে এর পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বেশি, কাঁচামালের অভাব ও দক্ষ জনবলের অভাবকেও দায়ী বলে মনে করেন।

(১৪) ঢাকা অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য

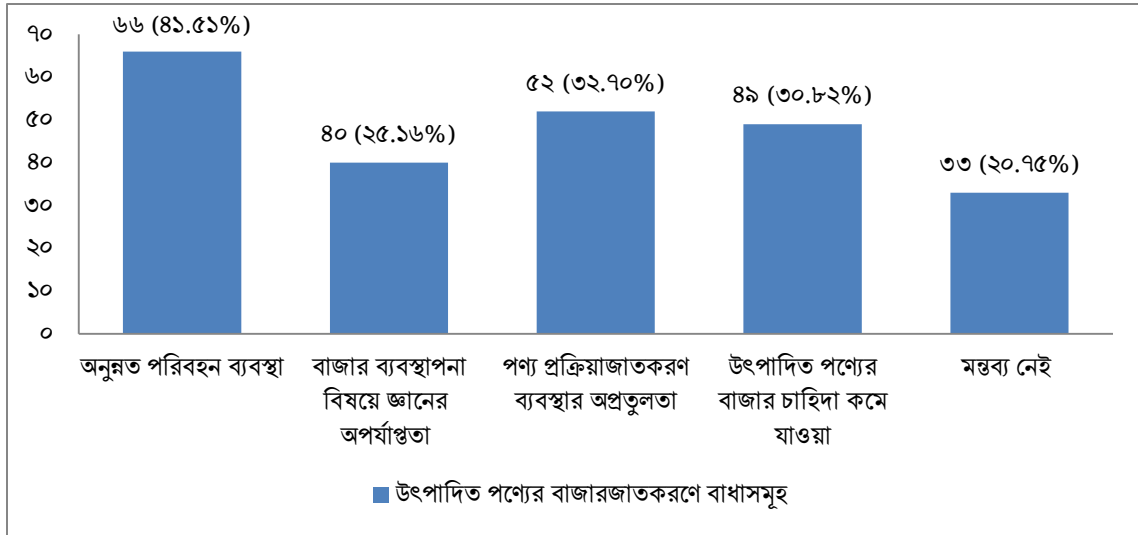
ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে যেসব বাধার সম্মুখীন হন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১৪

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে বাধাসমূহ				
			অনুমত পরিবহন ব্যবস্থা	বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা	পণ্য প্রক্রিয়াজাতক রণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা	উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়া	মন্তব্য নেই
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	১	০	৩	৪	৮
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ানী	৩০	২২	৪	৮	১০	২
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	১৯	২০	১৮	৩	০
গাজীপুর	টঙ্কী	১৭	২	১	২	৩	৯
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	০	১	৩	৫	৭
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	২	২	৩	১	২
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	৩	১	১	২	১
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	২	১	৩	৪	১
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	৭	৪	২	৫	১
জামালপুর	জামালপুর	৯	১	৩	২	৩	২
শেরপুর	শেরপুর	৭	৩	৩	৬	৩	০
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	৪	০	১	৬	০
মোট		১৫৯	৬৬	৪০	৫২	৪৯	৩৩
শতকরা			৪১.৫১%	২৫.১৬%	৩২.৭০%	৩০.৮২%	২০.৭৫%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.২



উপরিউক্ত সারণি ৪.১৪ ও চার্ট ৪.২ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, উত্তরদাতাগণ শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বাধা হিসেবে মোট ১৫৯ জন উত্তরদাতার মধ্য হতে ৬৬ জন (৪১.৫১%) অনুমত পরিবহন ব্যবস্থাকে, ৫২ জন (৩২.৭০%) পণ্য

প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাকে এবং ৪৯ জন (৩০.৮২%) উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়াকে দায়ী করেছেন। এ প্রক্ষে ৩৩ জন (২০.৭৫%) কোনো মন্তব্য করেননি। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে ১ম প্রধান বাধা অনুমত পরিবহন ব্যবস্থা এবং ২য় প্রধান বাধা পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।

(১৫) চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য

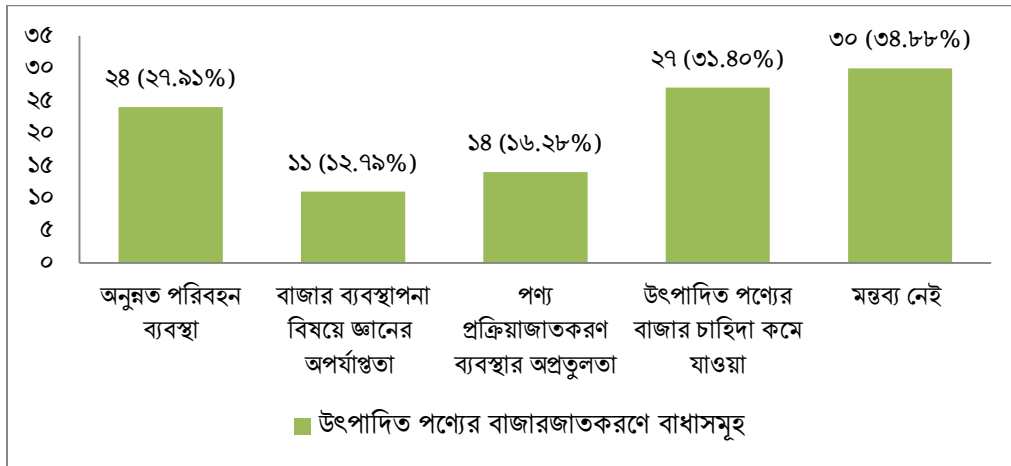
চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে যেসব বাধার সম্মুখীন হন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১৫

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে বাধাসমূহ				
			অনুমত পরিবহন ব্যবস্থা	বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা	পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা	উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়া	মন্তব্য নেই
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	৩	১	০	২	৩
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	৩	০	১	০	৪
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	৫	০	৪	২	১
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	০	০	০	০	২
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	০	২	০	৯	২
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	৭	০	১	২	১
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	০	০	১	৫	৪
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	১	০	২	১	৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	২	৩	০	২	৫
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	২	২	৪	৩	০
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	১	৩	১	১	৩
মোট		৮৬	২৪	১১	১৪	২৭	৩০
শতকরা			২৭.৯১%	১২.৭৯%	১৬.২৮%	৩১.৪০%	৩৪.৮৮%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৩



উপরিউক্ত সারণি ৪.১৫ ও চার্ট ৪.৩ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, উত্তরদাতাগণ শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বাধা হিসেবে মোট ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্য হতে ২৭ জন (৩১.৪০%) উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়াকে, ২৪ জন

(২৭.৯১%) অনুমত পরিবহন ব্যবস্থাকে এবং ১৪ জন (১৬.২৮%) পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাকে দায়ী করেছেন। এ প্রশ্নে ৩০ জন (৩৪.৮৮%) কোনো মন্তব্য করেননি। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে ১ম প্রধান বাধা উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়া এবং ২য় প্রধান বাধা অনুমত পরিবহন ব্যবস্থা।

(১৬) রাজশাহী অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য

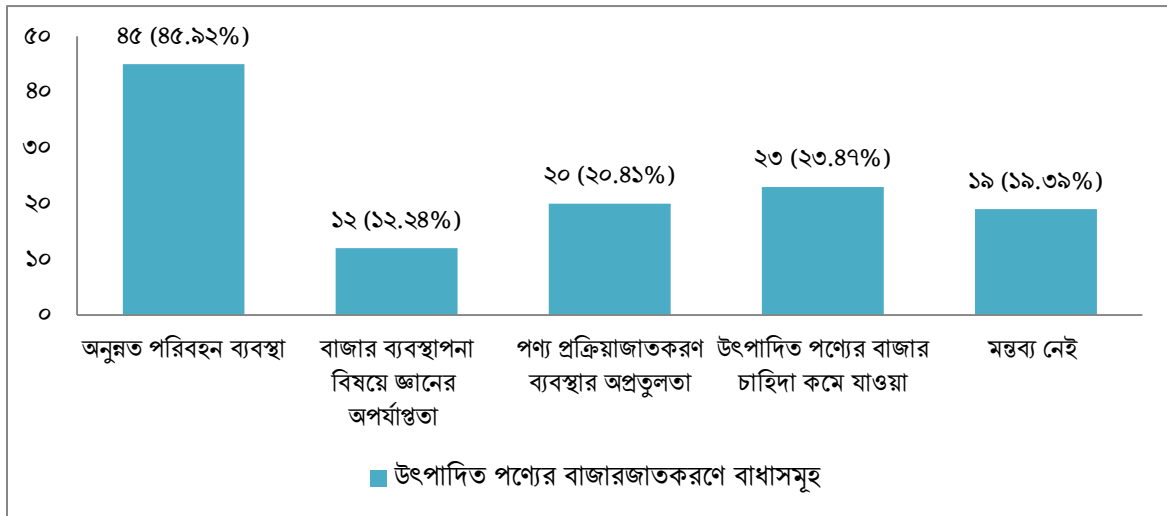
রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে যেসব বাধার সম্মুখীন হন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১৬

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে বাধাসমূহ				
			অনুমত পরিবহন ব্যবস্থা	বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা	পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা	উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়া	মন্তব্য নেই
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	৬	২	৩	৯	৩
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	১	০	০	২	৫
নাটোর	নাটোর	৮	১	১	৩	২	২
পাবনা	পাবনা	২১	১৯	৫	২	০	০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	২	০	১	৫	০
বগুড়া	বগুড়া	১০	২	৪	৭	২	২
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	১	০	১	১	৭
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	৮	০	০	০	০
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	৫	০	৩	২	০
মোট		৯৮	৪৫	১২	২০	২৩	১৯
শতকরা			৪৫.৯২%	১২.২৪%	২০.৪১%	২৩.৪৭%	১৯.৩৯%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৪



উপরিউক্ত সারণি ৪.১৬ ও চার্ট ৪.৪ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, উত্তরদাতাগণ শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বাধা হিসেবে মোট ৯৮ জন উত্তরদাতার মধ্য হতে ৪৫ জন (৪৫.৯২%) অনুমত পরিবহন ব্যবস্থাকে, ২৩ জন (২৩.৪৭%) উৎপাদিত পণ্যের

বাজার চাহিদা কমে যাওয়া এবং ২০ জন (২০.৪১%) পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাকে দায়ী করেছেন। এ প্রশ্নে ১৯ জন (১৯.৩৯%) কোনো মন্তব্য করেননি। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে ১ম প্রধান বাধা অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা এবং ২য় প্রধান বাধা উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়া।

(১৭) খুলনা অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য

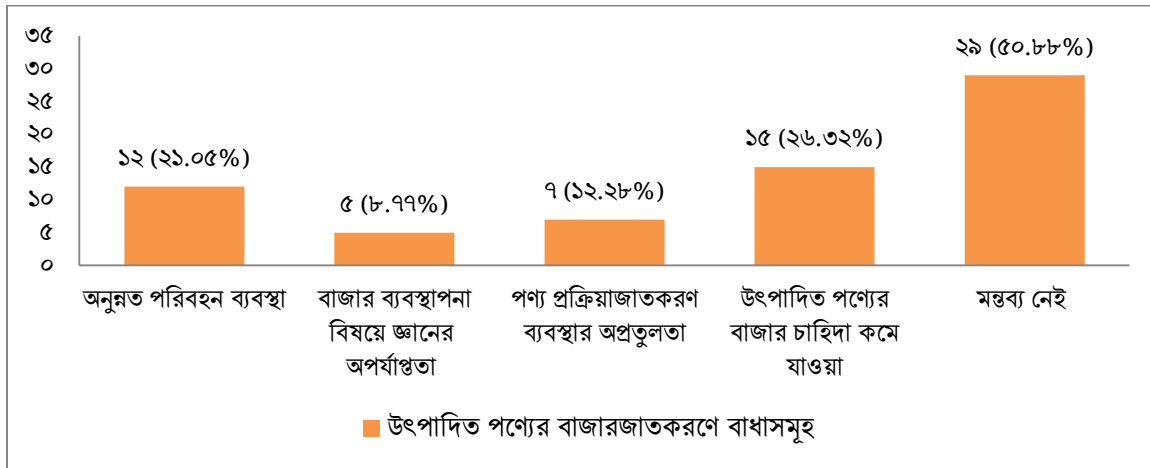
খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে যেসব বাধার সম্মুখীন হন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১৭

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে বাধাসমূহ				
			অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা	বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা	পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা	উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়া	মন্তব্য নেই
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	৩	০	০	১	৭
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	৩	২	১	৬	১
বরিশাল	বরিশাল	১৩	৩	১	১	৪	৮
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	২	০	৩	১	৩
যশোর	যশোর	১২	০	১	০	২	৯
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	১	১	২	১	১
মোট		৫৭	১২	৫	৭	১৫	২৯
শতকরা			২১.০৫%	৮.৭৭%	১২.২৮%	২৬.৩২%	৫০.৮৮%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৫



উপরিউক্ত সারণি ৪.১৭ ও চার্ট ৪.৫ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, উত্তরদাতাগণ শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বাধা হিসেবে মোট ৫৭ জন উত্তরদাতার মধ্য হতে ১৫ জন (২৬.৩২%) উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়া, ১২ জন (২১.০৫%) অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থাকে এবং ৭ জন (১২.২৮%) পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাকে দায়ী করেছেন। এ প্রশ্নে ২৯ জন (৫০.৮৮%) কোনো মন্তব্য করেননি। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে ১ম প্রধান বাধা উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়া এবং ২য় প্রধান বাধা অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা।

(১৮) ঢাকা অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যা

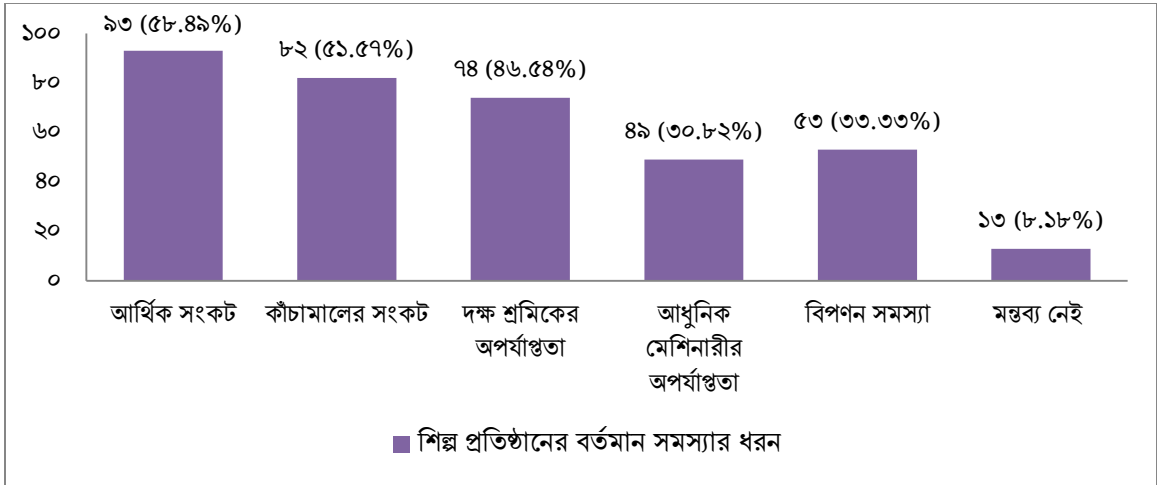
বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বর্তমানে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১৮

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যার ধরন					
			আর্থিক সংকট	কাঁচামালের সংকট	দক্ষ শ্রমিকের অপর্যাপ্ততা	আধুনিক মেশিনারীর অপর্যাপ্ততা	বিপণন সমস্যা	মন্তব্য নেই
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	৬	১৩	৭	০	০	১
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ান	৩০	২১	২০	২২	১২	২	০
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	১৯	১৮	১৯	২	১৯	১
গাজীপুর	টঙ্গী	১৭	৫	১	৬	৪	২	৬
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	৫	২	১	৪	৪	৩
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	১	৪	২	৫	১	১
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	৪	৪	১	৩	০	০
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	৬	৪	২	৩	৩	১
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	৬	৭	৫	৫	৯	০
জামালপুর	জামালপুর	৯	৯	৫	৫	৪	৩	০
শেরপুর	শেরপুর	৭	৭	২	৩	৪	৩	০
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	৪	২	১	৩	৭	০
মোট		১৫৯	৯৩	৮২	৭৪	৪৯	৫৩	১৩
শতকরা			৫৮.৪৯%	৫১.৫৭%	৪৬.৫৪%	৩০.৮২%	৩৩.৩৩%	৮.১৮%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৬



উপরিউক্ত সারণি ৪.১৮ ও চার্ট ৪.৬ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন উত্তরদাতার মধ্য হতে ৯৩ জন (৫৮.৪৯%) আর্থিক সংকটকে, ৮২ জন (৫১.৫৭%) কাঁচামালের সংকটকে এবং ৭৪ জন (৪৬.৫৪%) দক্ষ শ্রমিকের অপর্যাপ্ততাকে বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রশ্নে ১৩ জন (৮.১৮%) কোনো মন্তব্য করেননি। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ১ম প্রধান সমস্যা আর্থিক সংকট, ২য় প্রধান সমস্যা কাঁচামালের সংকট

এবং ৩য় প্রধান সমস্যা দক্ষ শ্রমিকের অপরিপািততা। আর্থিক সংকট সমাধানে বিসিক থেকে উদ্যোক্তাদের ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে বা ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে সহায়তা করা যেতে পারে। অদক্ষ শ্রমিকদের দক্ষ করতে বিসিক ও শিল্প মালিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(১৯) চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যা

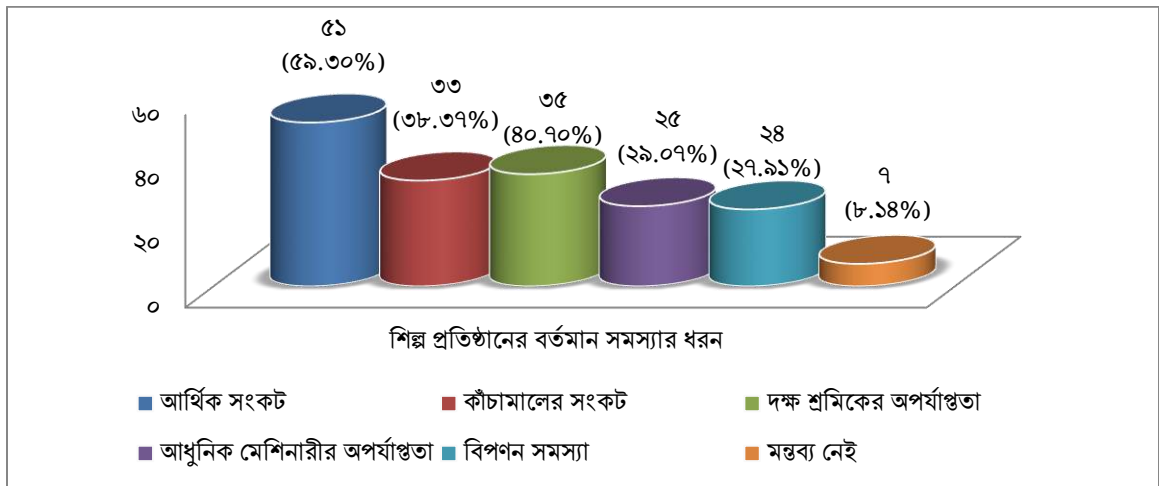
বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বর্তমানে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.১৯

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যার ধরন					
			আর্থিক সংকট	কাঁচামালের সংকট	দক্ষ শ্রমিকের অপরিপািততা	আধুনিক মেশিনারীর অপরিপািততা	বিপণন সমস্যা	মন্তব্য নেই
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	২	১	৩	০	০	৩
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	৫	৩	৩	২	৪	০
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	৫	৪	০	১	৪	০
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	২	১	১	২	০	০
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	৬	৩	৩	৩	৬	১
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	৫	৩	৪	৩	১	১
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	৯	৪	০	০	১	০
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	২	২	৭	৫	৬	০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	৬	৫	১	১	২	২
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	২	৫	৭	২	০	০
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	৭	২	৬	৬	০	০
মোট		৮৬	৫১	৩৩	৩৫	২৫	২৪	৭
শতকরা			৫৯.৩০%	৩৮.৩৭%	৪০.৭০%	২৯.০৭%	২৭.৯১%	৮.১৪%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৭



উপরিউক্ত সারণি ৪.১৯ ও চার্ট ৪.৭ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে হতে ৫১ জন (৫৯.৩০%) আর্থিক সংকটকে, ৩৫ জন (৪০.৭০%) দক্ষ শ্রমিকের অপরিপািততাকে এবং ৩৩ জন (৩৮.৩৭%) কাঁচামালের সংকটকে বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প

প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রশ্নে ৭ জন (৮.১৪%) কোনো মন্তব্য করেননি। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ১ম প্রধান সমস্যা আর্থিক সংকট, ২য় প্রধান সমস্যা দক্ষ শ্রমিকের অপরিপূর্ণতা এবং ৩য় প্রধান সমস্যা কাঁচামালের সংকট। আর্থিক সংকট সমাধানে বিসিক থেকে উদ্যোক্তাদের ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে বা ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে সহায়তা করা যেতে পারে। অদক্ষ শ্রমিকদের দক্ষ করতে বিসিক ও শিল্প মালিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

(২০) রাজশাহী অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যা

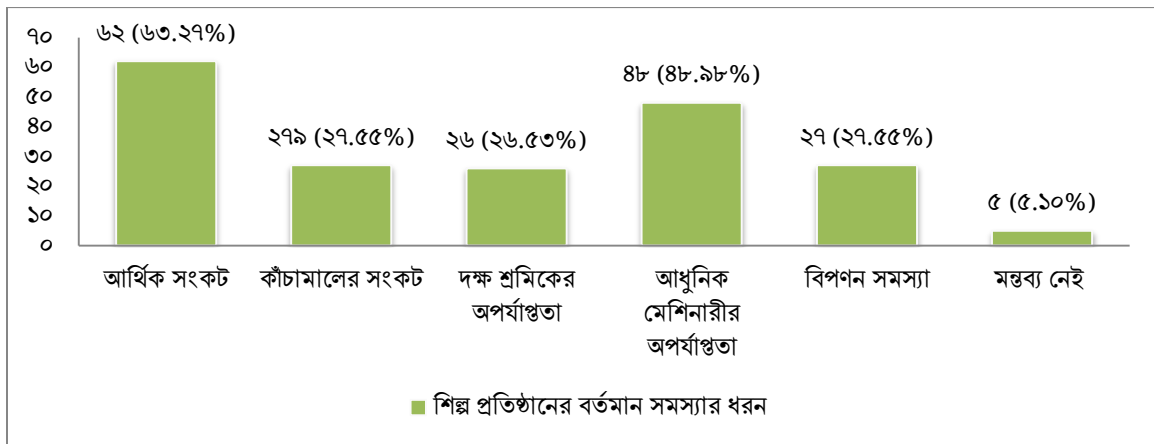
বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বর্তমানে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২০

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যার ধরন					
			আর্থিক সংকট	কাঁচামালের সংকট	দক্ষ শ্রমিকের অপরিপূর্ণতা	আধুনিক মেশিনারীর অপরিপূর্ণতা	বিপণন সমস্যা	মন্তব্য নেই
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	১১	৮	৬	৮	৬	১
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	৬	০	১	২	০	০
নাটোর	নাটোর	৮	২	৪	৪	৩	২	০
পাবনা	পাবনা	২১	১২	৩	০	৬	৮	০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	৬	১	১	৩	০	১
বগুড়া	বগুড়া	১০	৫	৯	৭	১০	৩	০
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	৫	১	১	৪	২	৩
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	৮	০	০	৬	৩	০
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	৭	১	৬	৬	৩	০
মোট		৯৮	৬২	২৭	২৬	৪৮	২৭	৫
শতকরা			৬৩.২৭%	২৭.৫৫%	২৬.৫৩%	৪৮.৯৮%	২৭.৫৫%	৫.১০%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৮



উপরিউক্ত সারণি ৪.২০ ও চার্ট ৪.৮ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৯৮ জন উত্তরদাতার মধ্য হতে ৬২ জন (৬৩.২৭%) আর্থিক সংকটকে, ৪৮ জন (৪৮.৯৮%) আধুনিক মেশিনারীর অপরিপূর্ণতাকে এবং ২৭ জন (২৭.৫৫%) কাঁচামালের সংকট ও বিপণন সমস্যাকে বিসিক

শিল্পনগরীতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রশ্নে ৫ জন (৫.১০%) কোনো মন্তব্য করেননি। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ১ম প্রধান সমস্যা আর্থিক সংকট এবং ২য় প্রধান সমস্যা আধুনিক মেশিনারির অপরিপূর্ণতা। আর্থিক সংকট সমাধানে বিসিক থেকে উদ্যোক্তাদের ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে বা ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে সহায়তা করা যেতে পারে।

(২১) খুলনা অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যা

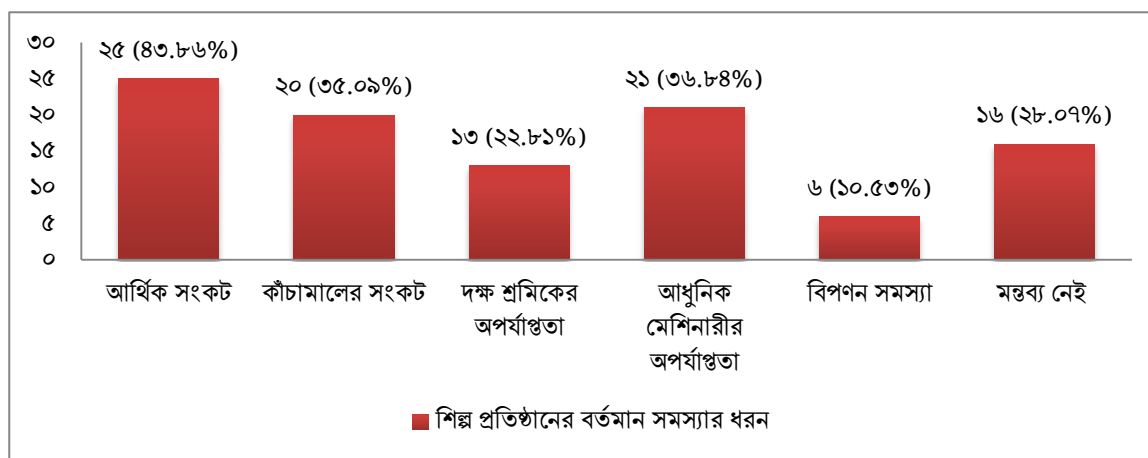
বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বর্তমানে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২১

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সমস্যার ধরন					
			আর্থিক সংকট	কাঁচামালের সংকট	দক্ষ শ্রমিকের অপরিপূর্ণতা	আধুনিক মেশিনারির অপরিপূর্ণতা	বিপণন সমস্যা	মন্তব্য নেই
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	৬	২	১	৪	১	৪
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	৫	৭	২	৫	৩	০
বরিশাল	বরিশাল	১৩	৩	৩	৩	৪	২	৬
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	৩	৩	৩	৩	০	২
যশোর	যশোর	১২	৬	৪	৪	৩	০	৩
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	২	১	০	২	০	১
মোট		৫৭	২৫	২০	১৩	২১	৬	১৬
শতকরা			৪৩.৮৬%	৩৫.০৯%	২২.৮১%	৩৬.৮৪%	১০.৫৩%	২৮.০৭%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৯



উপরিউক্ত সারণি ৪.২১ ও চার্ট ৪.৯ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৫৭ জন উত্তরদাতার মধ্য হতে ২৫ জন (৪৩.৮৬%) আর্থিক সংকটকে, ২১ জন (৩৬.৮৪%) আধুনিক মেশিনারির অপরিপূর্ণতাকে এবং ২০ জন (৩৫.০৯%) কাঁচামালের সংকটকে বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রশ্নে ১৬ জন (২৮.০৭%) কোনো মন্তব্য করেননি। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ১ম প্রধান সমস্যা আর্থিক সংকট, ২য় প্রধান সমস্যা আধুনিক মেশিনারির অপরিপূর্ণতা এবং ৩য় প্রধান সমস্যা কাঁচামালের সংকট। আর্থিক সংকট সমাধানে বিসিক থেকে উদ্যোক্তাদের ঋণের ব্যবস্থা করা

যেতে পারে বা ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে সহায়তা করা যেতে পারে। অদক্ষ শ্রমিকদের দক্ষ করতে বিসিক ও শিল্পমালিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

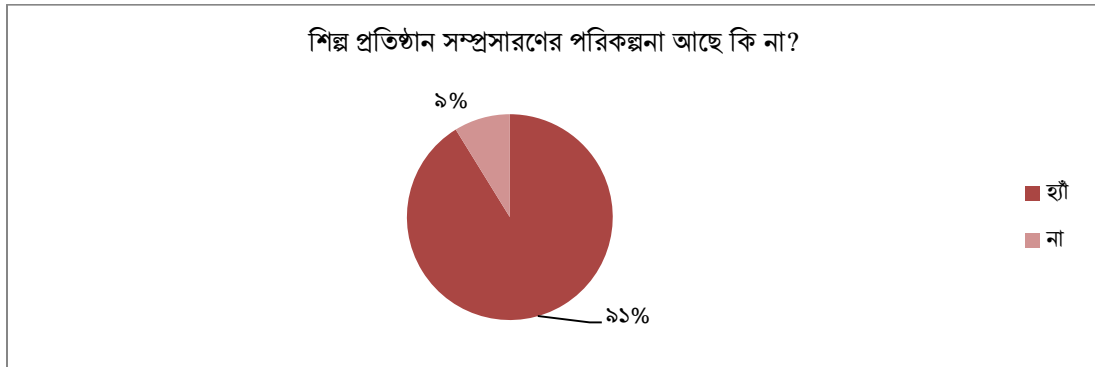
(২২) শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য (ঢাকা অঞ্চল)

ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না-এ প্রশ্নে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তর নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২২

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	১২	৩
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ান	৩০	২৭	৩
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	২০	০
গাজীপুর	টঙ্গী	১৭	১৩	৪
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	১৫	১
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	৭	০
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	৭	০
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	৭	২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	১৩	১
জামালপুর	জামালপুর	৯	৯	০
শেরপুর	শেরপুর	৭	৭	০
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	৮	০
মোট		১৫৯	১৪৫	১৪
শতকরা			৯১.১৯%	৮.৮১%

চার্ট-৪.১০



উপরিউক্ত সারণি ৪.২২ ও চার্ট ৪.১০ হতে দেখা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৪৫ জন (৯১.১৯%) উদ্যোক্তা বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বাকি ১৪ জন (৮.৮১%) উদ্যোক্তা বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেই। যেসব উত্তরদাতা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা বলেছেন তারা তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কিছু অন্তরায়ের কথা তুলে ধরেছেন (সারণি ৪.২৩)।

(২৩) শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে অন্তরায়সমূহ

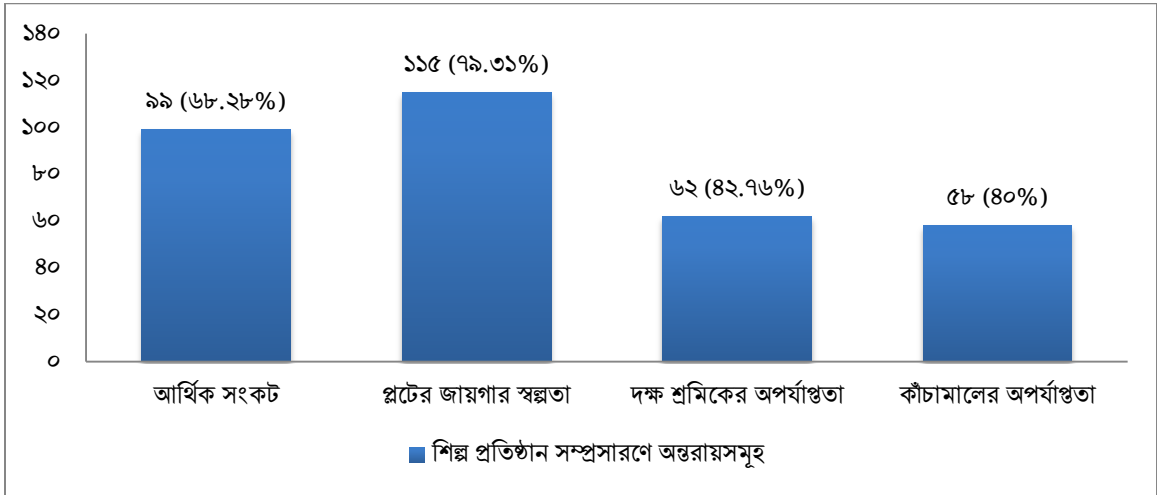
ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে এমন উদ্যোক্তারা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে যেসকল অন্তরায় চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২৩

নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	আর্থিক সংকট	প্লটের জায়গার স্বল্পতা	দক্ষ শ্রমিকের অপরিপূর্ণতা	কঁচামালের অপরিপূর্ণতা
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১২	৬	৭	৩	৮
হোসিয়ানী	২৭	২০	২৬	১৯	১২
জামদানী	২০	২০	২০	২০	১৯
টঙ্গী	১৩	৭	৮	৪	৩
জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৫	৬	১২	১	২
নরসিংদী	৭	৩	৬	১	৩
মানিকগঞ্জ	৭	৪	৬	১	৩
রাজবাড়ি	৭	৫	৩	২	১
ময়মনসিংহ	১৩	৭	১০	৪	২
জামালপুর	৯	৮	৬	৩	৩
শেরপুর	৭	৫	৭	৩	১
শরিয়তপুর	৮	৮	৪	১	১
মোট	১৪৫	৯৯	১১৫	৬২	৫৮
শতকরা		৬৮.২৮%	৭৯.৩১%	৪২.৭৬%	৪০%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.১১



ঢাকা অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের কাছে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না-এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ১৫৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৪৫ জন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা জানান। উপরিউক্ত সারণি ৪.২৩ ও চার্ট ৪.১১ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, উক্ত ১৪৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১১৫ জন (৭৯.৩১%) প্লটের জায়গার স্বল্পতাকে এবং ৯৯ জন (৬৮.২৮%) আর্থিক সংকটকে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের অন্তরায় বলে মনে করেন। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিল্পনগরীর প্লটের জায়গার স্বল্পতাই শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায়।

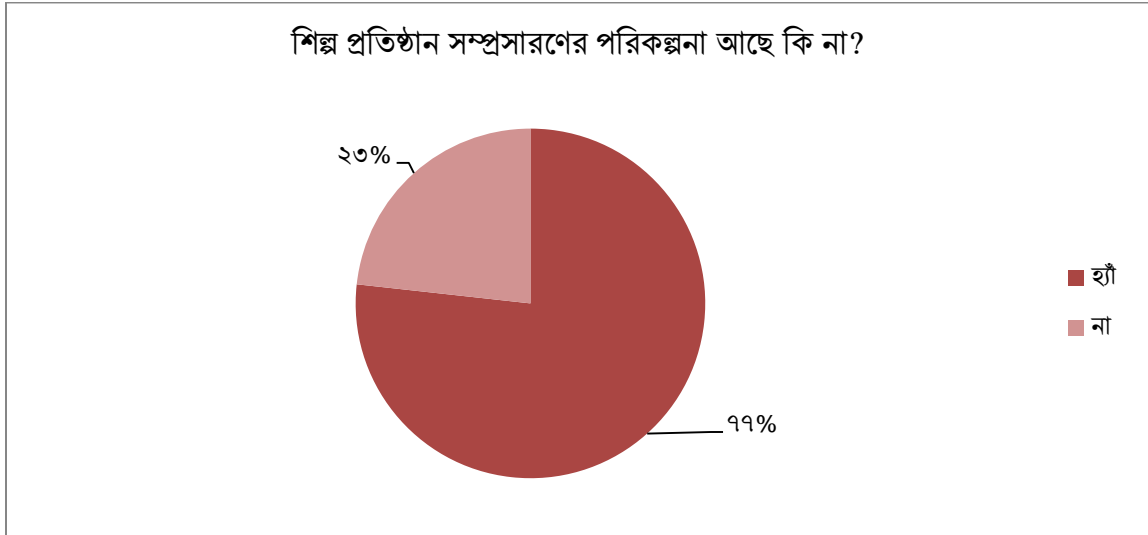
(২৪) শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য (চট্টগ্রাম অঞ্চল)

চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না-এ প্রশ্নে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তর নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২৪

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	৬	২
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	৫	২
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	৫	১
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	২	০
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	৮	৩
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	৬	৩
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	৯	০
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	৭	১
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	৮	২
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	৫	৩
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	৫	৩
মোট		৮৬	৬৬	২০
শতকরা			৭৬.৭৪%	২৩.২৬%

চার্ট-৪.১২



উপরিউক্ত সারণি ৪.২৪ ও চার্ট ৪.১২ হতে দেখা যাচ্ছে, মোট ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৬ জন (৭৬.৭৪%) উদ্যোক্তা বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বাকি ২০ জন (২৩.২৬%) উদ্যোক্তা বলেছেন, তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেই। যেসব উত্তরদাতা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা বলেছেন, তারা তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কিছু অন্তরায়ের কথা তুলে ধরেছেন (সারণি ৪.২৫)।

(২৫) শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে অন্তরায়সমূহ

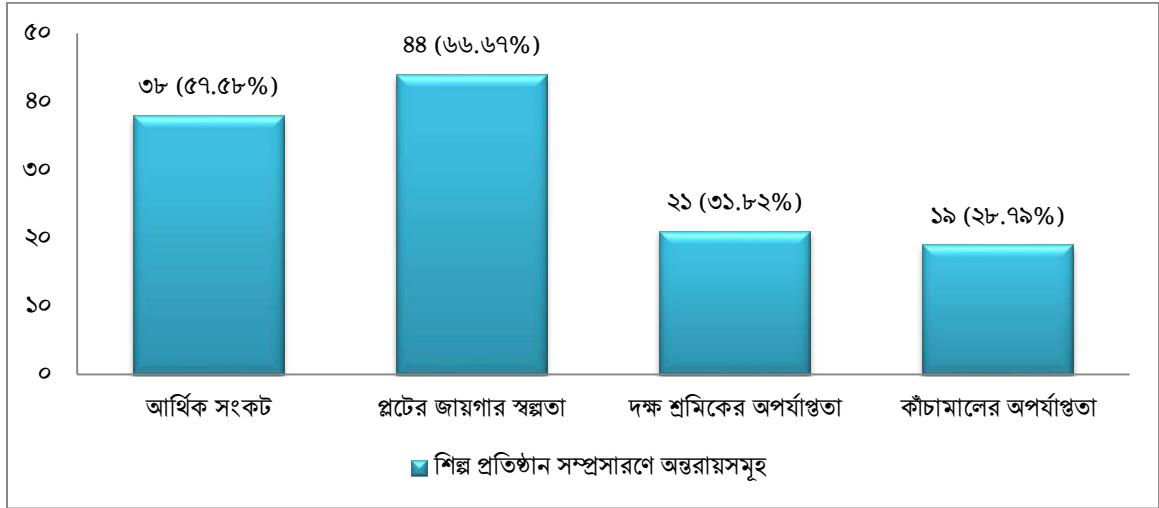
চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে এমন উদ্যোক্তারা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে যেসকল অন্তরায় চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২৫

নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	আর্থিক সংকট	প্লটের জায়গার স্বল্পতা	দক্ষ শ্রমিকের অপরিাপ্ততা	কাঁচামালের অপরিাপ্ততা
ফৌজদারহাট	৬	১	৪	২	১
কক্সবাজার	৫	১	৪	০	১
রাঙ্গামাটি	৫	৪	৫	০	২
খাগড়াছড়ি	২	২	২	২	২
নোয়াখালী	৮	৪	৩	২	২
লক্ষ্মীপুর	৬	৪	৩	২	২
কুমিল্লা	৯	৯	৩	০	১
ফেনী (চাড়িপুর)	৭	২	৭	৬	২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৮	৫	৭	১	২
সিলেট (খাদিমনগর)	৫	২	৩	৩	৩
মৌলভীবাজার	৫	৪	৩	৩	১
মোট	৬৬	৩৮	৪৪	২১	১৯
শতকরা		৫৭.৫৮%	৬৬.৬৭%	৩১.৮২%	২৮.৭৯%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.১৩



চট্টগ্রাম অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের কাছে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না-এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৬ জন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা জানান। উপরিউক্ত সারণি ৪.২৫ ও চার্ট ৪.১৩ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, উক্ত ৬৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৪ জন (৬৬.৬৭%) প্লটের জায়গার স্বল্পতাকে এবং ৩৮ জন (৫৭.৫৮%) আর্থিক সংকটকে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের অন্তরায় বলে মনে করেন। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিল্পনগরীর প্লটের জায়গার স্বল্পতাই শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায়।

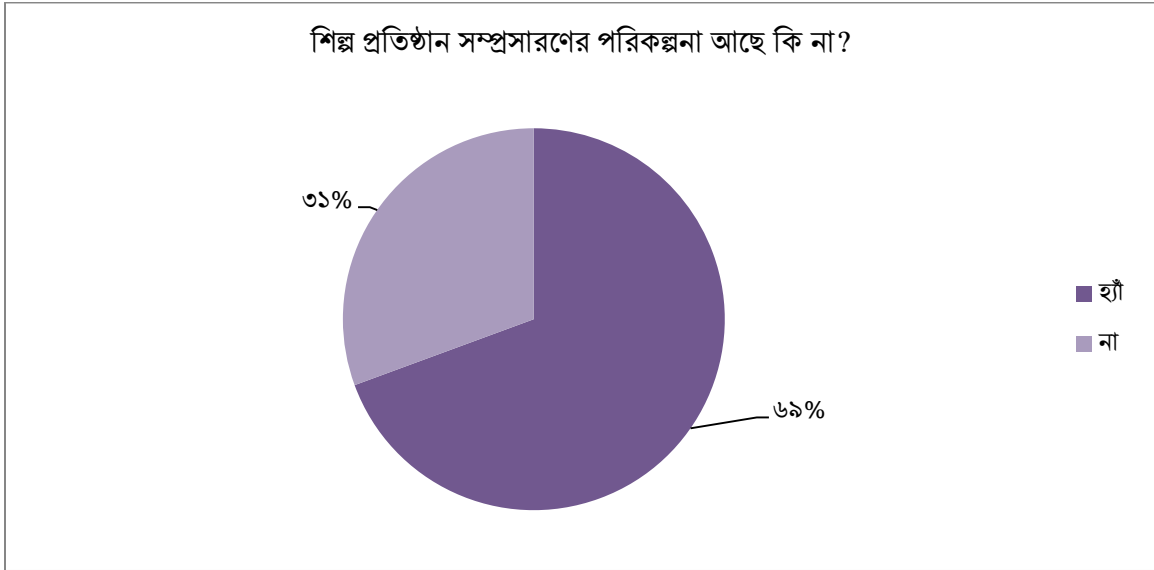
(২৬) শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য (রাজশাহী অঞ্চল)

রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না-এ প্রশ্নে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তর নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২৬

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	১৮	২
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	৫	৩
নাটোর	নাটোর	৮	৭	১
পাবনা	পাবনা	২১	১১	১০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	৭	১
বগুড়া	বগুড়া	১০	১০	০
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	৩	৫
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	৭	১
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	০	৭
মোট		৯৮	৬৮	৩০
শতকরা			৬৯.৩৯%	৩০.৬১%

চার্ট-৪.১৪



উপরিউক্ত সারণি ৪.২৬ ও চার্ট ৪.১৪ হতে দেখা যাচ্ছে, মোট ৯৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৮ জন (৬৯.৩৯%) উদ্যোক্তা বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বাকি ৩০ জন (৩০.৬১%) উদ্যোক্তা বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেই। যেসব উত্তরদাতা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা বলেছেন তারা তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কিছু অন্তরায়ের কথা তুলে ধরেছেন (সারণি ৪.২৭)।

(২৭) শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে অন্তরায়সমূহ

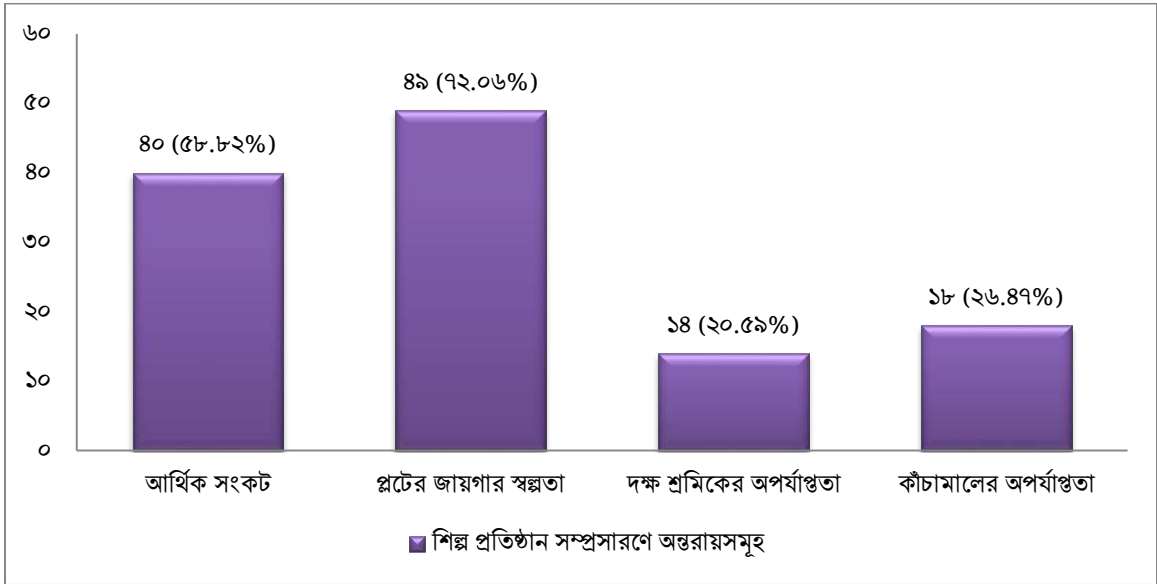
রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে এমন উদ্যোক্তারা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে যেসকল অন্তরায় চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২৭

নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	আর্থিক সংকট	প্লটের জায়গার স্বল্পতা	দক্ষ শ্রমিকের অপরিাপ্ততা	কঁচামালের অপরিাপ্ততা
রাজশাহী	১৮	৯	১১	৫	৫
নওগাঁ	৫	৪	২	০	০
নাটোর	৭	২	৬	২	৫
পাবনা	১১	৭	৮	০	২
ঠাকুরগাঁও	৭	৫	৩	২	০
বগুড়া	১০	৬	৯	৫	৬
গাইবান্ধা	৩	০	৩	০	০
দিনাজপুর	৭	৭	৭	০	০
লালমনিরহাট	০	০	০	০	০
মোট	৬৮	৪০	৪৯	১৪	১৮
শতকরা		৫৮.৮২%	৭২.০৬%	২০.৫৯%	২৬.৪৭%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.১৫



রাজশাহী অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের কাছে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না-এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ৯৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৮ জন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা জানান। উপরিউক্ত সারণি ৪.২৭ ও চার্ট ৪.১৫ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, উক্ত ৬৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৯ জন (৭২.০৬%) প্লটের জায়গার স্বল্পতাকে এবং ৪০ জন (৫৮.৮২%) আর্থিক সংকটকে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের অন্তরায় বলে মনে করেন। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিল্পনগরীর প্লটের জায়গার স্বল্পতাই শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায়।

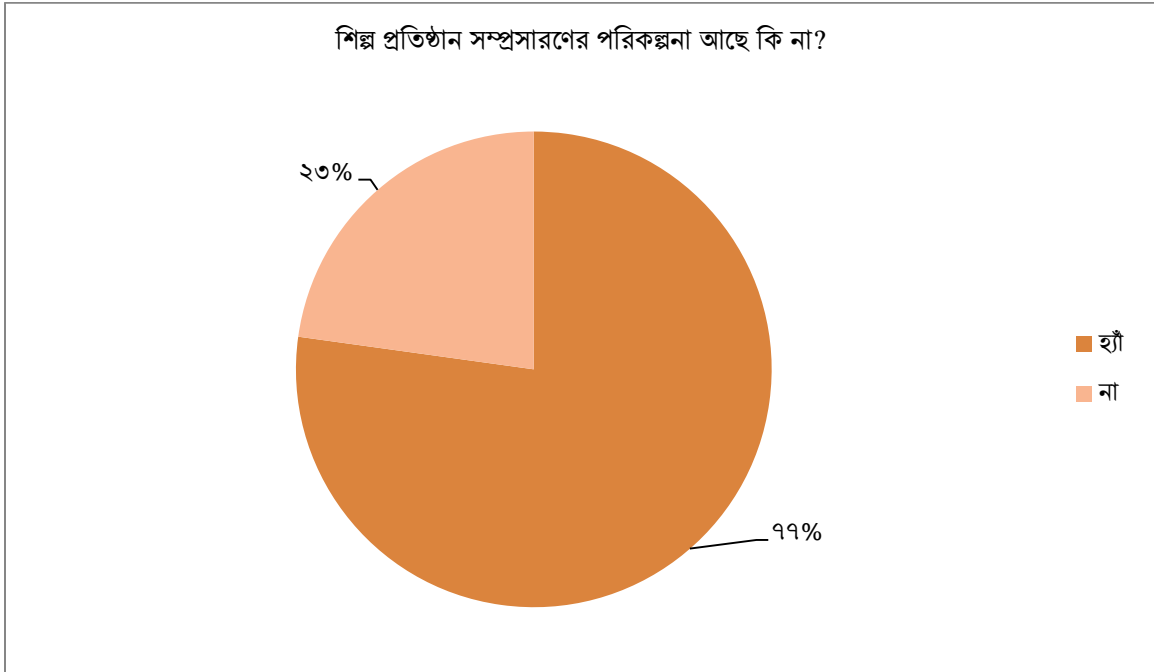
(২৮) শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য (খুলনা অঞ্চল)

খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না-এ প্রশ্নে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তর নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২৮

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	৯	২
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	৬	২
বরিশাল	বরিশাল	১৩	৯	৪
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	৭	১
যশোর	যশোর	১২	৯	৩
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	৪	১
মোট		৫৭	৪৪	১৩
শতকরা			৭৭.১৯%	২২.৮১%

চার্ট-৪.১৬



উপরিউক্ত সারণি ৪.২৮ ও চার্ট ৪.১৬ হতে দেখা যাচ্ছে, মোট ৫৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৪ জন (৭৭.১৯%) উদ্যোক্তা বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বাকি ১৩ জন (২২.৮১%) উদ্যোক্তা বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেই। যেসব উত্তরদাতা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা বলেছেন তারা তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কিছু অন্তরায়ের কথা তুলে ধরেছেন (সারণি ৪.২৯)।

(২৯) শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে অন্তরায়সমূহ

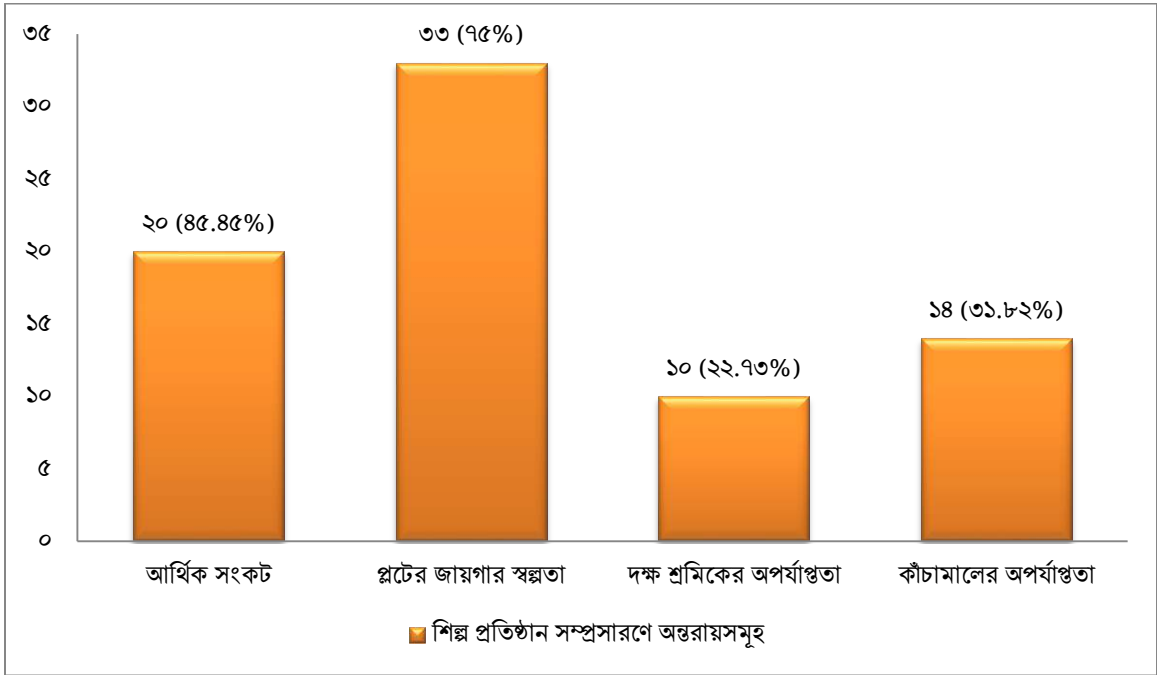
খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে এমন উদ্যোক্তারা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে যেসকল অন্তরায় চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.২৯

নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	আর্থিক সংকট	প্লটের জায়গার স্বল্পতা	দক্ষ শ্রমিকের অপর্যাপ্ততা	কঁচামালের অপর্যাপ্ততা
খুলনা (শিরোমণি)	৯	৬	৬	০	২
বাগেরহাট	৬	৫	৩	২	৪
বরিশাল	৯	২	৬	২	৩
পটুয়াখালী	৭	৩	৬	১	৩
যশোর	৯	৪	৮	৫	১
কুষ্টিয়া	৪	০	৪	০	১
মোট	৪৪	২০	৩৩	১০	১৪
শতকরা		৪৫.৪৫%	৭৫%	২২.৭৩%	৩১.৮২%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.১৭



খুলনা অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের কাছে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কি না-এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ৫৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৪ জন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা জানান। উপরিউক্ত সারণি ৪.২৯ ও চার্ট ৪.১৭ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, উক্ত ৪৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৩ জন (৭৫%) প্লটের জায়গার স্বল্পতাকে এবং ২০ জন (৪৫.৪৫%) আর্থিক সংকটকে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের অন্তরায় বলে মনে করেন। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিল্পনগরীর প্লটের জায়গার স্বল্পতাই শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায়।

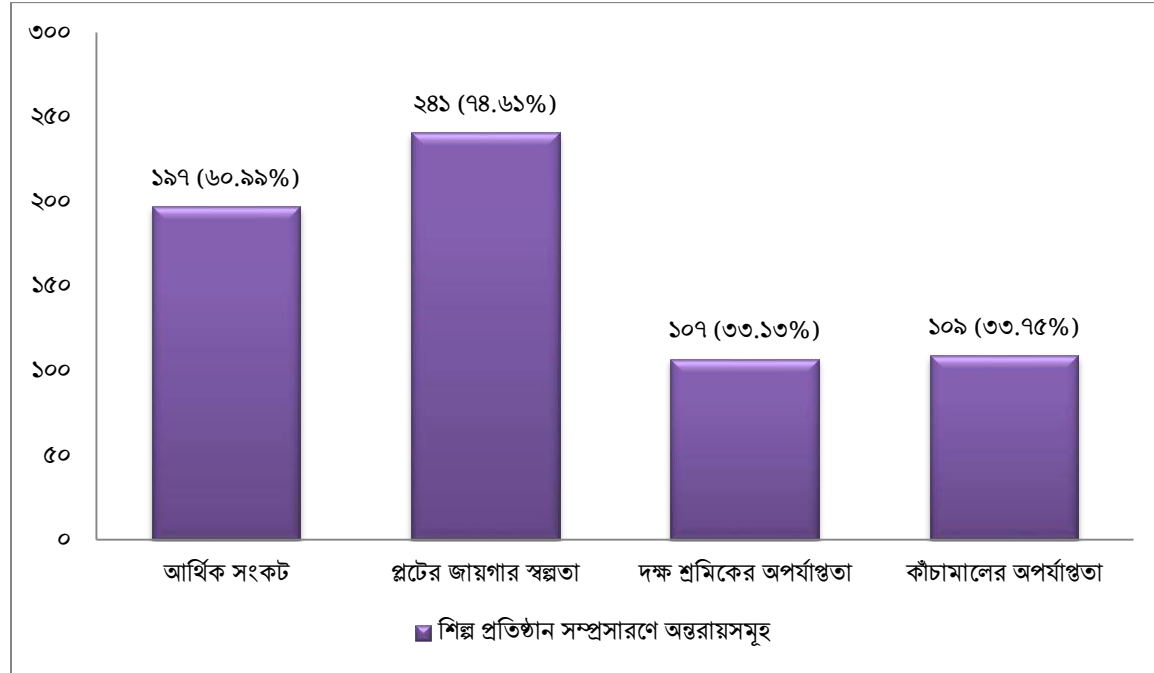
(৩০) শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে অন্তরায়সমূহ (বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের সার্বিক চিত্র)

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর ৪০০ জন উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৩২৩ জন উদ্যোক্তা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান। তারা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে যেসকল অন্তরায় চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি- ৪.৩০

অঞ্চলের নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	আর্থিক সংকট	প্লটের জায়গার স্বল্পতা	দক্ষ শ্রমিকের অপর্যাপ্ততা	কঁচামালের অপর্যাপ্ততা
ঢাকা	১৪৫	৯৯	১১৫	৬২	৫৮
চট্টগ্রাম	৬৬	৩৮	৪৪	২১	১৯
রাজশাহী	৬৮	৪০	৪৯	১৪	১৮
খুলনা	৪৪	২০	৩৩	১০	১৪
মোট	৩২৩	১৯৭	২৪১	১০৭	১০৯
শতকরা		৬০.৯৯%	৭৪.৬১%	৩৩.১৩%	৩৩.৭৫%

চার্ট-৪.১৮



উক্ত গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় যে, অধিকাংশ উদ্যোক্তারই তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু উদ্যোক্তারা শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে কিছু অন্তরায়/বাধার কথা উল্লেখ করেছেন। বিসিকের ৪ অঞ্চলের আওতাধীন শিল্পনগরীসমূহের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে উঠে আসে, মোট ৪০০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩২৩ জন (৮০.৭৫%) উত্তরদাতাই বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৪১ জন (৭৪.৬১%) প্লটের জায়গার স্বল্পতাকে এবং ১৯৭ জন (৬০.৯৯%) আর্থিক সংকটকে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের অন্যতম প্রধান অন্তরায় বলে মনে করেন।

(৩১) বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যা (ঢাকা অঞ্চল)

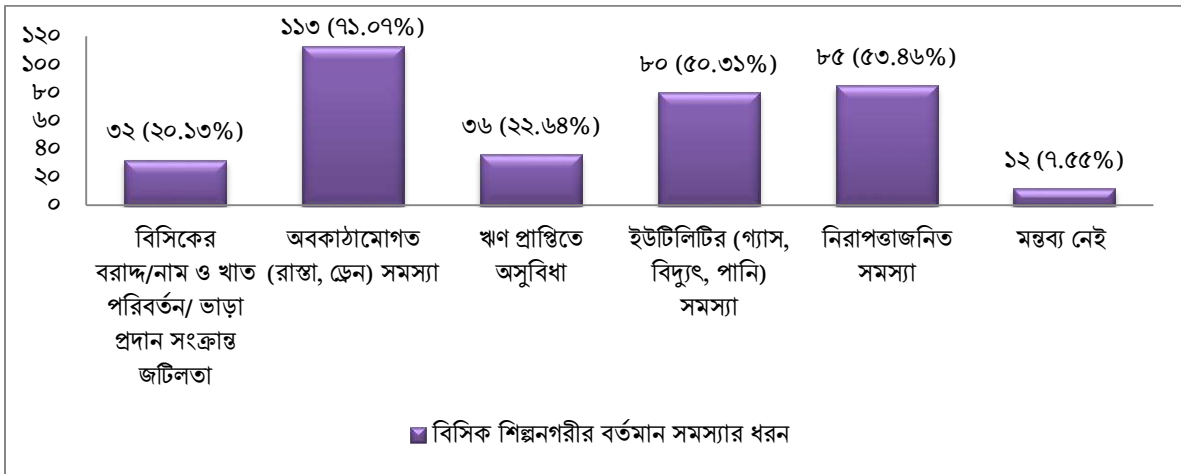
ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীতে বিদ্যমান যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৩১

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যার ধরন					
			বিসিকের বরাদ্দ/নাম ও খাত পরিবর্তন/ ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা	অবকাঠামোগত (রাস্তা, ড্রেন) সমস্যা	ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা	ইউটিলিটির (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সমস্যা	নিরাপত্তা জনিত সমস্যা	মন্তব্য নেই
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	০	১৪	১	৮	৯	০
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ানী	৩০	৬	২৯	৪	১৭	৭	১
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	০	২০	২০	২০	২০	০
গাজীপুর	টঙ্গী	১৭	২	৯	১	২	৮	৫
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	৪	১০	১	১১	১	০
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	০	২	১	১	২	৩
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	০	৬	০	৭	৫	০
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	২	৬	২	৩	৮	০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	৪	৮	২	৪	৬	২
জামালপুর	জামালপুর	৯	৩	৫	৩	৩	৫	১
শেরপুর	শেরপুর	৭	৩	৩	০	১	৬	০
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	৮	১	১	৩	৮	০
মোট		১৫৯	৩২	১১৩	৩৬	৮০	৮৫	১২
শতকরা			২০.১৩%	৭১.০৭%	২২.৬৪%	৫০.৩১%	৫৩.৪৬%	৭.৫৫%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.১৯



বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা একাধিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। উপরিউক্ত সারণি ৪.৩১ ও চার্ট ৪.১৯ এ দেখা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১১৩ জন (৭১.০৭%) অবকাঠামোগত সমস্যা (রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি), ৮৫ জন (৫৩.৪৬%) নিরাপত্তাজনিত সমস্যা এবং ৮০ জন (৫০.৩১%) ইউটিলিটির (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি)

সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এ প্রশ্নে ১২ জন (৭.৫৫%) কোনো মন্তব্য করেন নাই। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অবকাঠামোগত সমস্যাই (রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি) শিল্পনগরীর প্রধান সমস্যা।

(৩২) বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যা (চট্টগ্রাম অঞ্চল)

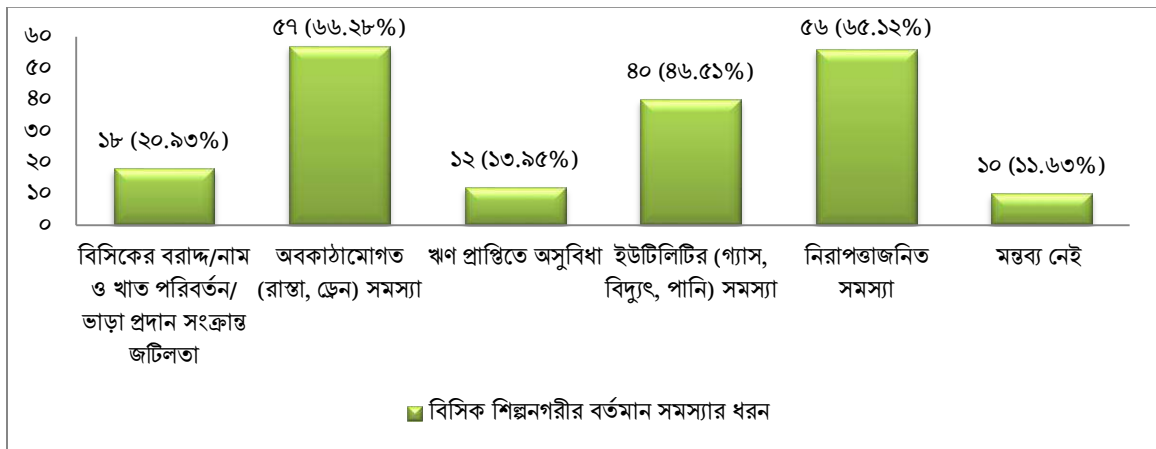
চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীতে বিদ্যমান যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৩২

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যার ধরন					
			বিসিকের বরাদ্দ/নাম ও খাত পরিবর্তন/ ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা	অবকাঠামো গত (রাস্তা, ড্রেন) সমস্যা	ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা	ইউটিলিটির (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সমস্যা	নিরাপত্তা জনিত সমস্যা	মন্তব্য নেই
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	২	২	০	০	১	৪
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	০	৪	০	৫	৫	১
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	২	৬	৩	৬	৬	০
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	০	২	০	০	২	০
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	২	৫	২	৭	১১	০
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	২	৯	০	৩	৮	০
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	০	৮	০	৬	৩	১
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	৮	৮	০	৭	৮	০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	২	৭	০	২	৬	১
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	০	৫	১	২	৬	১
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	০	১	৬	২	০	২
মোট		৮৬	১৮	৫৭	১২	৪০	৫৬	১০
শতকরা			২০.৯৩%	৬৬.২৮%	১৩.৯৫%	৪৬.৫১%	৬৫.১২%	১১.৬৩%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.২০



বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা একাধিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। উপরিউক্ত সারণি ৪.৩২ ও চার্ট ৪.২০ এ দেখা যাচ্ছে, মোট ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৭ জন (৬৬.২৮%) অবকাঠামোগত সমস্যা

(রাস্তা, ডেন ইত্যাদি), ৫৬ জন (৬৫.১২%) নিরাপত্তাজনিত সমস্যা এবং ৪০ জন (৪৬.৫১%) ইউটিলিটি (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সংক্রান্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এ প্রশ্নে ১০ জন (১১.৬৩%) কোনো মন্তব্য করেন নাই। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অবকাঠামোগত সমস্যাই (রাস্তা, ডেন ইত্যাদি) শিল্পনগরীর প্রধান সমস্যা।

(৩৩) বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যা (রাজশাহী অঞ্চল)

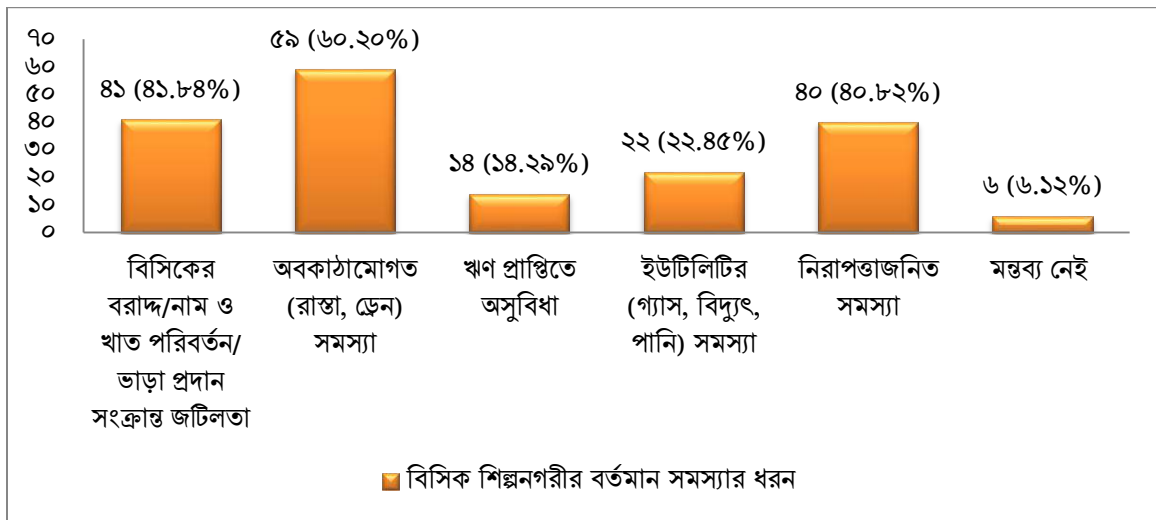
রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীতে বিদ্যমান যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৩৩

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যার ধরন					
			বিসিকের বরাদ্দ/নাম ও খাত পরিবর্তন/ ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা	অবকাঠামোগত (রাস্তা, ডেন) সমস্যা	ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা	ইউটিলিটির (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সমস্যা	নিরাপত্তাজ নিত সমস্যা	মন্তব্য নেই
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	১১	৬	৪	৬	১২	০
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	২	১	৪	৫	১	১
নাটোর	নাটোর	৮	৬	৬	১	৬	০	১
পাবনা	পাবনা	২১	২	২১	০	০	৪	০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	০	৭	০	০	৪	০
বগুড়া	বগুড়া	১০	৭	২	৪	০	৪	০
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	০	৩	০	০	৩	৪
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	৮	৮	১	৩	৬	০
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	৫	৫	০	২	৬	০
মোট		৯৮	৪১	৫৯	১৪	২২	৪০	৬
শতকরা			৪১.৮৪%	৬০.২০%	১৪.২৯%	২২.৪৫%	৪০.৮২%	৬.১২%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.২১



বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা একাধিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। উপরিউক্ত সারণি ৪.৩৩ ও চার্ট ৪.২১ এ দেখা যাচ্ছে, মোট ৯৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৯ জন (৬০.২০%) অবকাঠামোগত সমস্যা

(রাস্তা, ডেন ইত্যাদি), ৪১ জন (৪১.৮৪%) বিসিকের বরাদ্দ/নাম ও খাত পরিবর্তন/ ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা এবং ৪০ জন (৪০.৮২%) নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এ প্রশ্নে ৬ জন (৬.১২%) কোনো মন্তব্য করেন নাই। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অবকাঠামোগত সমস্যা (রাস্তা, ডেন ইত্যাদি) শিল্পনগরীর প্রধান সমস্যা।

(৩৪) বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যা (খুলনা অঞ্চল)

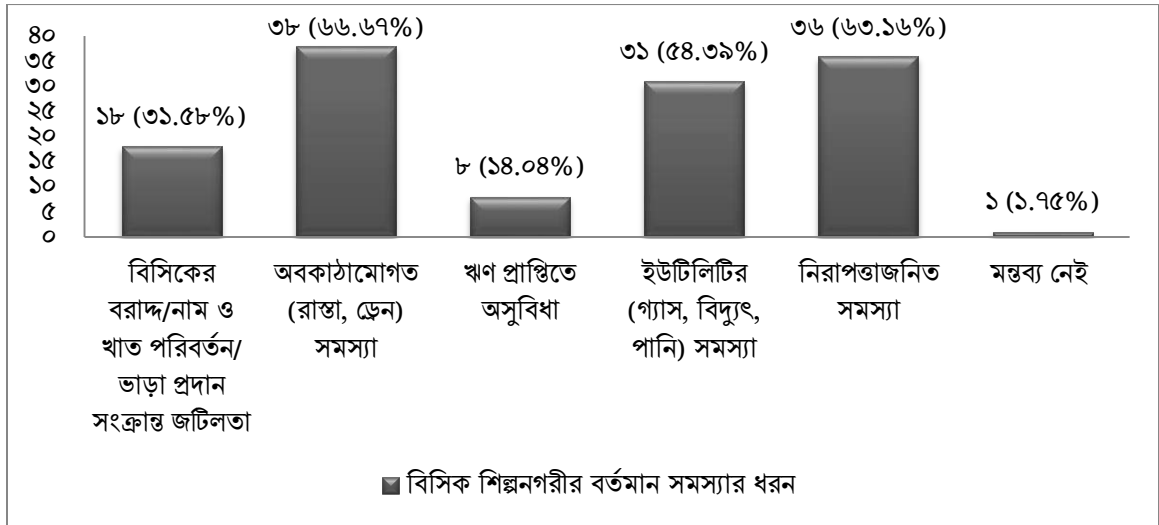
খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীতে বিদ্যমান যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৩৪

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যার ধরন					
			বিসিকের বরাদ্দ/নাম ও খাত পরিবর্তন/ ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা	অবকাঠামো গত (রাস্তা, ডেন) সমস্যা	ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা	ইউটিলিটির (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সমস্যা	নিরাপত্তা জনিত সমস্যা	মন্তব্য নেই
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	০	১০	০	১০	১০	০
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	৩	৬	১	৩	৩	১
বরিশাল	বরিশাল	১৩	১০	০	২	১১	৪	০
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	৪	৬	৪	৬	৭	০
যশোর	যশোর	১২	১	১২	০	০	১১	০
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	০	৪	১	১	১	০
মোট		৫৭	১৮	৩৮	৮	৩১	৩৬	১
শতকরা			৩১.৫৮%	৬৬.৬৭%	১৪.০৪%	৫৪.৩৯%	৬৩.১৬%	১.৭৫%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.২২



বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা একাধিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। উপরিউক্ত সারণি ৪.৩৪ ও চার্ট ৪.২২ এ দেখা যাচ্ছে, মোট ৫৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৮ জন (৬৬.৬৭%) অবকাঠামোগত সমস্যা

(রাস্তা, ডেন ইত্যাদি), ৩৬ জন (৬৩.১৬%) নিরাপত্তাজনিত সমস্যা এবং ৩১ জন (৫১.৩১%) ইউটিলিটি (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সংক্রান্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এ প্রশ্নে ১ জন (১.৬৫%) কোনো মন্তব্য করেন নাই। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অবকাঠামোগত সমস্যাই (রাস্তা, ডেন ইত্যাদি) শিল্পনগরীর প্রধান সমস্যা।

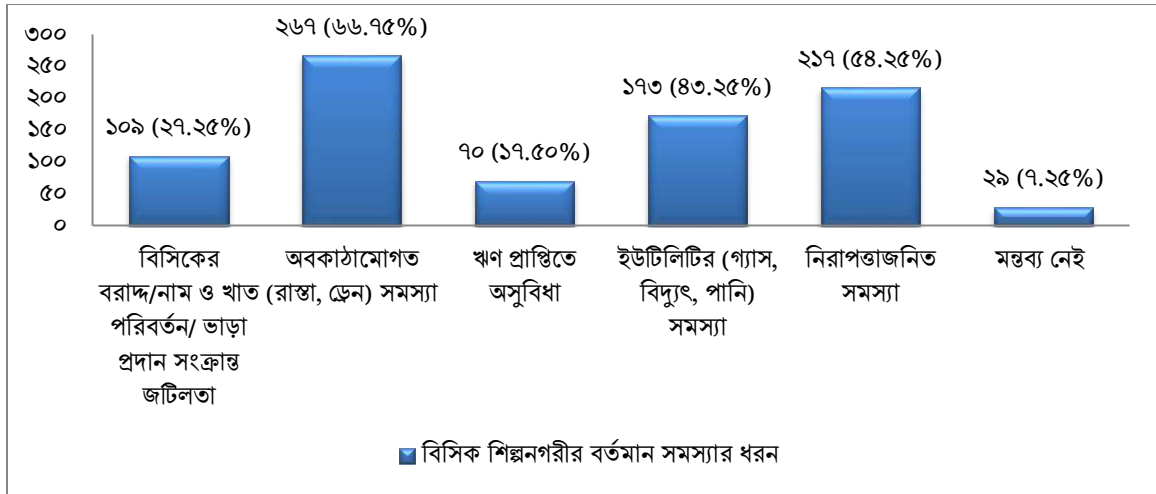
(৩৫) বিসিক শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান সমস্যা ধরন (বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের সার্বিক চিত্র)

বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীতে বিদ্যমান যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৩৫

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যার ধরন					
			বিসিকের বরাদ্দ/নাম ও খাত পরিবর্তন/ ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা	অবকাঠামো গত (রাস্তা, ডেন) সমস্যা	ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা	ইউটিলিটির (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সমস্যা	নিরাপত্তা জনিত সমস্যা	মন্তব্য নেই
ঢাকা	১২	১৫৯	৩২	১১৩	৩৬	৮০	৮৫	১২
চট্টগ্রাম	১১	৮৬	১৮	৫৭	১২	৪০	৫৬	১০
রাজশাহী	৯	৯৮	৪১	৫৯	১৪	২২	৪০	৬
খুলনা	৬	৫৭	১৮	৩৮	৮	৩১	৩৬	১
মোট	৩৮	৪০০	১০৯	২৬৭	৭০	১৭৩	২১৭	২৯
শতকরা			২৭.২৫%	৬৬.৭৫%	১৭.৫০%	৪৩.২৫%	৫৪.২৫%	৭.২৫%

চার্ট-৪.২৩



প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যে বিসিক শিল্পনগরীর বর্তমান সমস্যাগুলো উঠে এসেছে। বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর ৪০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৬৭ জন (৬৬.৭৫%) অবকাঠামোগত (রাস্তা, ডেন) সমস্যাকে, ২১৭ জন (৫৪.২৫%) নিরাপত্তাজনিত সমস্যাকে এবং ১৭৩ জন (৪৩.২৫%) ইউটিলিটির (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সমস্যাকে বিসিক শিল্পনগরীর প্রধান প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

উত্তরদাতাদের মতে, বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তা ও ড্রেন এর অবস্থা খুবই খারাপ। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় পানি জমে যায়। কখনও কখনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পানি ঢুকে পড়ে। এতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্য সরবরাহে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এতে একদিকে যেমন সময়ের অপচয় হয় অন্য দিকে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বিসিক শিল্পনগরীর অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব দেয়া দরকার একই সাথে শিল্পনগরীতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ইউটিলিটি সেবা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আগ্রহী করা যেতে পারে।

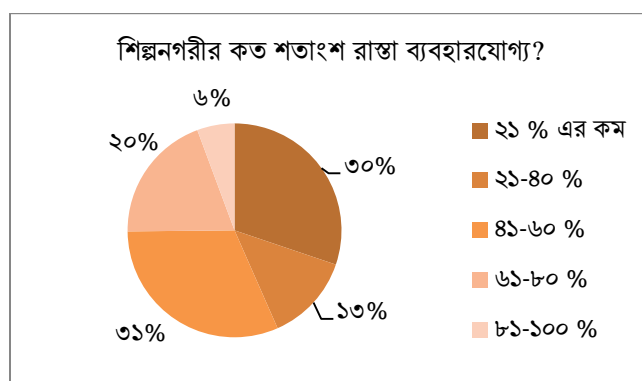
(৩৬) বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তা সংক্রান্ত তথ্য (ঢাকা অঞ্চল)

ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তার বর্তমান যে চিত্র উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৩৬

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর কত শতাংশ রাস্তা ব্যবহারযোগ্য?				
			২১ % এর কম	২১-৪০ %	৪১-৬০ %	৬১-৮০ %	৮১-১০০ %
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	৮	১	৪	১	১
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ানী	৩০	৭	৪	১৬	২	১
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	২০	০	০	০	০
গাজীপুর	টঙ্গী	১৭	৩	০	৭	৭	০
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	২	২	১১	১	০
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	০	১	০	৫	১
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	১	১	১	১	৩
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	২	১	২	৪	০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	১	৮	৫	০	০
জামালপুর	জামালপুর	৯	৪	৩	২	০	০
শেরপুর	শেরপুর	৭	০	০	১	৬	০
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	০	০	১	৪	৩
মোট		১৫৯	৪৮	২১	৫০	৩১	৯
শতকরা			৩০.১৯%	১৩.২১%	৩১.৪৪%	১৯.৫০%	৫.৬৬%

চার্ট-৪.২৪



উপরিউক্ত সারণি ৪.৩৬ ও চার্ট ৪.২৪ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৫০ জন (৩১.৪৪%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ৪১-৬০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য, ৪৮ জন (৩০.১৯%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য এবং ৩১ জন (১৯.৫০%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ৬১-৮০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য। ঢাকা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে জামদানী শিল্পনগরীর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। জামদানীর ২০ জন

উত্তরদাতার মধ্যে ২০ জনই বলেছেন শিল্পনগরীর রাস্তার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য। জামদানী শিল্পনগরীর রাস্তা সংস্কারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

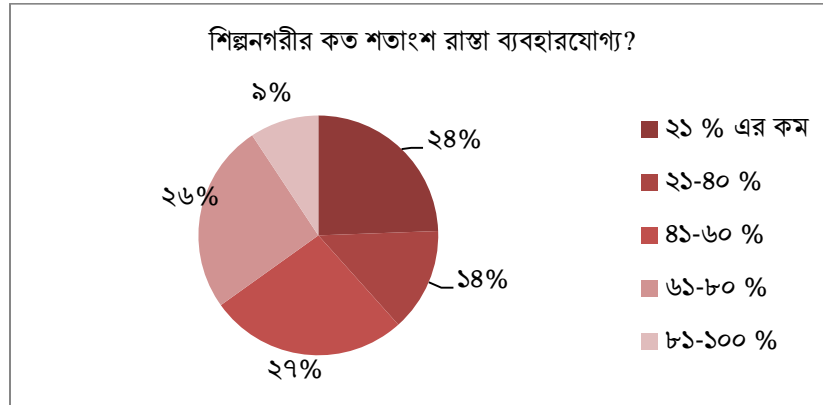
(৩৭) বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তা সংক্রান্ত তথ্য (চট্টগ্রাম অঞ্চল)

চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তার বর্তমান যে চিত্র উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৩৭

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর কত শতাংশ রাস্তা ব্যবহারযোগ্য?				
			২১ % এর কম	২১-৪০ %	৪১-৬০ %	৬১-৮০ %	৮১-১০০ %
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	৩	০	২	২	১
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	৩	১	২	০	১
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	০	০	০	৬	০
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	২	০	০	০	০
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	২	৪	২	৩	০
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	৮	১	০	০	০
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	০	০	৯	০	০
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	০	০	০	৮	০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	০	৫	৩	০	২
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	৩	১	২	১	১
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	০	০	৩	২	৩
মোট		৮৬	২১	১২	২৩	২২	৮
শতকরা			২৪.৪২%	১৩.৯৫%	২৬.৭৫%	২৫.৫৮%	৯.৩০%

চার্ট-৪.২৫



উপরোক্ত সারণি ৪.৩৭ ও চার্ট ৪.২৫ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৮৬ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ২৩ জন (২৬.৭৫%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ৪১-৬০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য, ২২ জন (২৫.৫৮%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ৬১-৮০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য এবং ২১ জন (২৪.৪২%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য। চট্টগ্রাম অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে লক্ষ্মীপুর শিল্পনগরীর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮ জনই বলেছেন শিল্পনগরীর রাস্তার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য। শিল্পনগরীর রাস্তা সংস্কারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

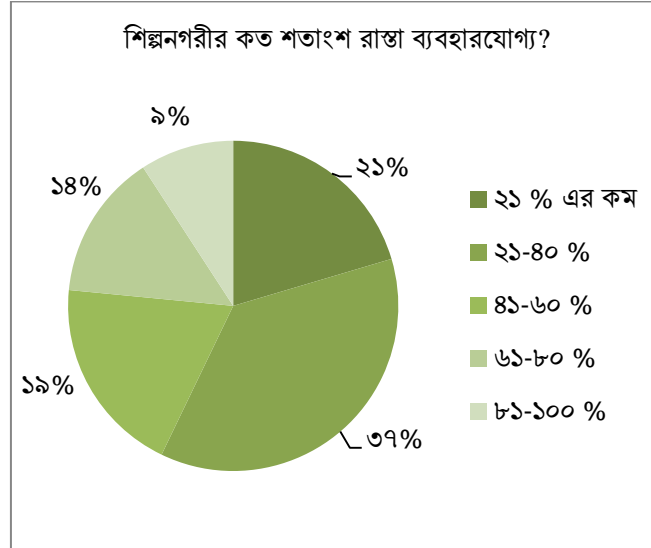
(৩৮) বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তা সংক্রান্ত তথ্য (রাজশাহী অঞ্চল)

রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তার বর্তমান যে চিত্র উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৩৮

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর কত শতাংশ রাস্তা ব্যবহারযোগ্য?				
			২১ % এর কম	২১-৪০ %	৪১-৬০ %	৬১-৮০ %	৮১-১০০ %
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	০	১০	৬	৩	১
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	০	২	০	৩	৩
নাটোর	নাটোর	৮	০	০	২	৪	২
পাবনা	পাবনা	২১	১৫	৬	০	০	০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	৫	৩	০	০	০
বগুড়া	বগুড়া	১০	০	০	৩	৪	৩
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	০	২	৬	০	০
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	০	৮	০	০	০
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	০	৫	২	০	০
মোট		৯৮	২০	৩৬	১৯	১৪	৯
শতকরা			২০.৪১%	৩৬.৭৩%	১৯.৩৯%	১৪.২৯%	৯.১৮%

চার্ট-৪.২৬



উপরিউক্ত সারণি ৪.৩৮ ও চার্ট ৪.২৬ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৯৮ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৩৬ জন (৩৬.৭৩%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ২১-৪০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য, ২০ জন (২০.৪১%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য এবং ১৯ জন (১৯.৩৯%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ৪১-৬০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য। রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে পাবনা শিল্পনগরীর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ২১ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৫ জনই বলেছেন শিল্পনগরীর রাস্তার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য। এ ক্ষেত্রে পাবনা শিল্পনগরীর গুরুত্ব বিবেচনা করে এর আশু সমাধান জরুরি।

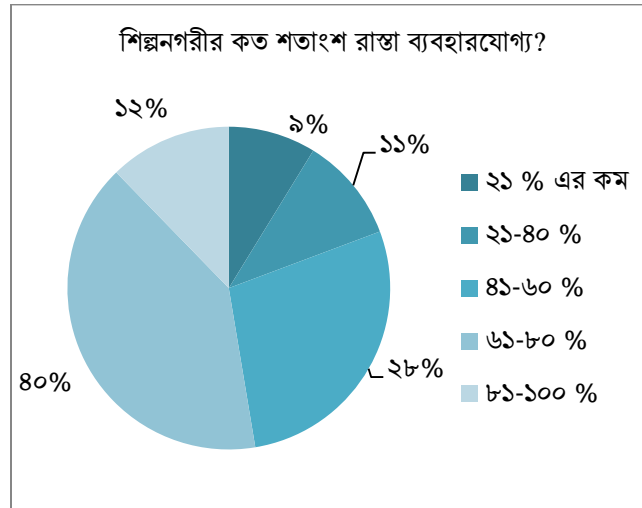
(৩৯) বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তা সংক্রান্ত তথ্য (খুলনা অঞ্চল)

খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তার বর্তমান যে চিত্র উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৩৯

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর কত শতাংশ রাস্তা ব্যবহারযোগ্য?				
			২১ % এর কম	২১-৪০ %	৪১-৬০ %	৬১-৮০ %	৮১-১০০ %
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	০	০	০	১১	০
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	৩	৩	২	০	০
বরিশাল	বরিশাল	১৩	০	০	৪	৩	৬
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	০	২	৫	১	০
যশোর	যশোর	১২	১	১	৩	৭	০
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	১	০	২	১	১
মোট		৫৭	৫	৬	১৬	২৩	৭
শতকরা			৮.৮৭%	১০.৫৩%	২৮.০৭%	৪০.৩৫%	১২.২৮%

চার্ট-৪.২৭



উপরিউক্ত সারণি ৪.৩৯ ও চার্ট ৪.২৭ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৫৭ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ২৩ জন (৪০.৩৫%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ৬১-৮০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য, ১৬ জন (২৮.০৭%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ৪১-৬০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য এবং ০৭ জন (১২.২৮%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ৮১-১০০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য।

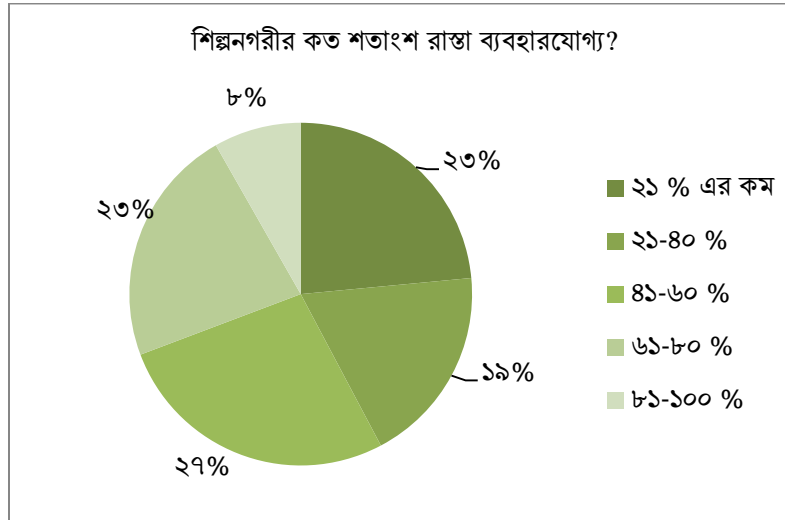
(৪০) বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তা সংক্রান্ত তথ্য (বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের সার্বিক চিত্র)

বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তার বর্তমান যে চিত্র উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪০

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর কত শতাংশ রাস্তা ব্যবহারযোগ্য?				
			২১ % এর কম	২১-৪০ %	৪১-৬০ %	৬১-৮০ %	৮১-১০০ %
ঢাকা	১২	১৫৯	৪৮	২১	৫০	৩১	৯
চট্টগ্রাম	১১	৮৬	২১	১২	২৩	২২	৮
রাজশাহী	৯	৯৮	২০	৩৬	১৯	১৪	৯
খুলনা	৬	৫৭	৫	৬	১৬	২৩	৭
মোট	৩৮	৪০০	৯৪	৭৫	১০৮	৯০	৩৩
শতকরা			২৩.৫০%	১৮.৭৫%	২৭%	২২.৫%	৮.২৫%

চার্ট-৪.২৮



গবেষণার আওতাধীন শিল্পনগরীসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ৪০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১০৮ জন (২৭%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ৪১-৬০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য এবং ৯৪ জন (২৩.৫%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য।

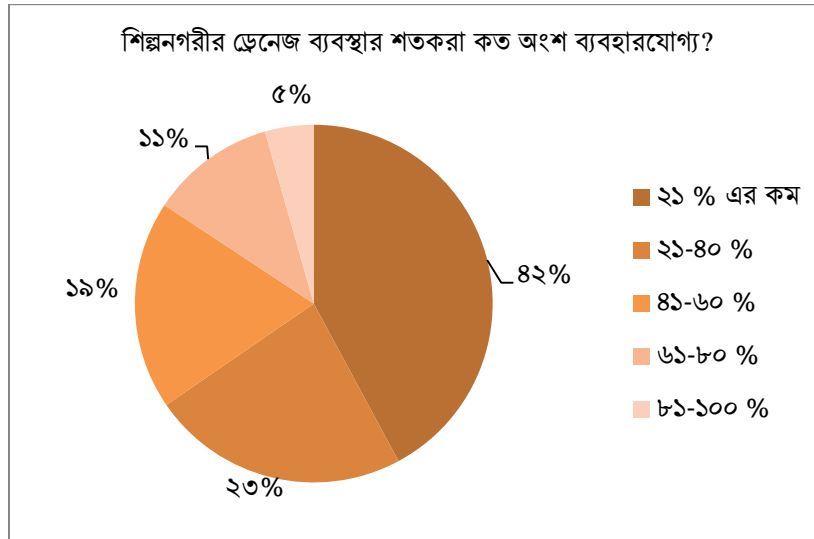
(৪১) বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থা (ঢাকা অঞ্চল)

ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার বর্তমান যে চিত্র উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪১

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার শতকরা কত অংশ ব্যবহারযোগ্য?				
			২১ % এর কম	২১-৪০ %	৪১-৬০ %	৬১-৮০ %	৮১-১০০ %
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	৯	২	২	২	০
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ানী	৩০	১১	২২	৫	২	০
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	২০	০	০	০	০
গাজীপুর	টঙ্কী	১৭	৬	৩	৬	২	০
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	৪	৫	৬	১	০
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	০	১	০	১	৫
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	৪	১	২	০	০
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	৫	১	১	২	০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	০	১০	৪	০	০
জামালপুর	জামালপুর	৯	৭	১	১	০	০
শেরপুর	শেরপুর	৭	০	০	০	৫	২
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	১	১	৩	৩	০
মোট		১৫৯	৬৭	৩৭	৩০	১৮	৭
শতকরা			৪২.১৪%	২৩.২৭%	১৮.৮৭%	১১.৩২%	৪.৪০%

চার্ট-৪.২৯



উপরিউক্ত সারণি ৪.৪১ ও চার্ট ৪.২৯ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৬৭ জন (৪২.১৪%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য, ৩৭ জন (২৩.২৭%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১-৪০% ব্যবহারযোগ্য এবং ৩০ জন (১৮.৮৭%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ৪১-৬০% ব্যবহারযোগ্য।

ঢাকা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে জামদানী শিল্পনগরীর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২০ জনই বলেছেন শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য। এ ক্ষেত্রে জামদানী শিল্পনগরীর গুরুত্ব বিবেচনা করে এর আশু সমাধান জরুরি।

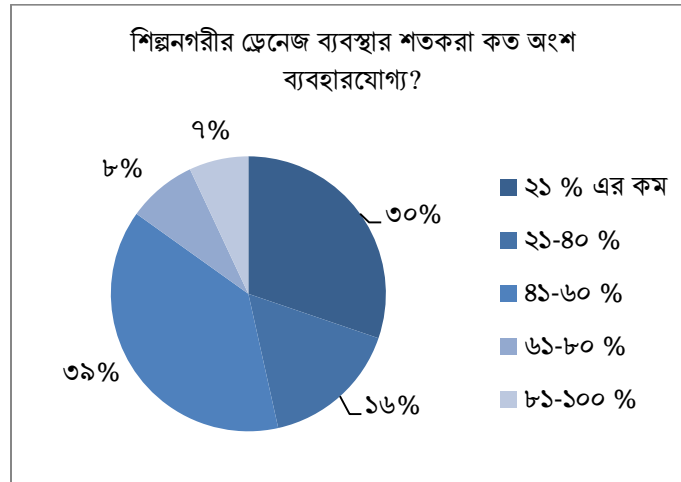
(৪২) বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থা (চট্টগ্রাম অঞ্চল)

চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার বর্তমান যে চিত্র উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪২

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার শতকরা কত অংশ ব্যবহারযোগ্য?				
			২১ % এর কম	২১-৪০ %	৪১-৬০ %	৬১-৮০ %	৮১-১০০ %
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	৪	১	১	১	১
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	৩	১	২	১	০
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	০	০	৬	০	০
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	২	০	০	০	০
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	২	৬	২	১	০
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	৮	১	০	০	০
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	০	০	৯	০	০
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	০	০	৮	০	০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	৪	৩	১	০	২
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	২	১	৩	১	১
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	১	১	১	৩	২
মোট		৮৬	২৬	১৪	৩৩	৭	৬
শতকরা			৩০.২৩%	১৬.২৮%	৩৮.৩৭%	৮.১৪%	৬.৯৮%

চার্ট-৪.৩০



উপরিউক্ত সারণি ৪.৪২ ও চার্ট ৪.৩০ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৮৬ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৩৩ জন (৩৮.৩৭%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ৪১-৬০% ব্যবহারযোগ্য, ২৬ জন (৩০.২৩%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য এবং ১৪ জন (১৬.২৮%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১-৪০% ব্যবহারযোগ্য।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে লক্ষ্মীপুর শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮ জনই বলেছেন শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য। একটু বৃষ্টি হলেই ডেনের ময়লা পানি রাস্তায় এবং কখনও কখনও শিল্প কারখানায় ঢুকে পড়ে। এ অবস্থার উত্তরণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

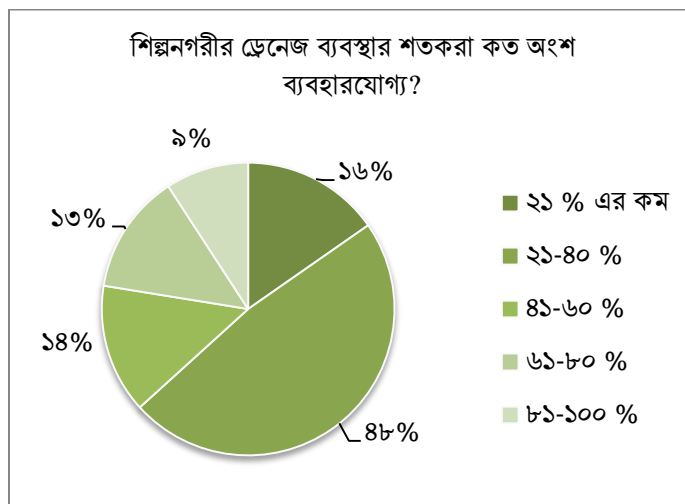
(৪৩) বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থা (রাজশাহী অঞ্চল)

রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার বর্তমান যে চিত্র উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪৩

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার শতকরা কত অংশ ব্যবহারযোগ্য?				
			২১ % এর কম	২১-৪০ %	৪১-৬০ %	৬১-৮০ %	৮১-১০০ %
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	৩	১১	৫	১	০
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	১	০	৩	২	২
নাটোর	নাটোর	৮	০	০	১	৬	১
পাবনা	পাবনা	২১	৯	১২	০	০	০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	২	৫	১	০	০
বগুড়া	বগুড়া	১০	০	০	০	৪	৬
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	০	৪	৪	০	০
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	০	৮	০	০	০
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	০	৭	০	০	০
মোট		৯৮	১৫	৪৭	১৪	১৩	৯
শতকরা			১৫.৩১%	৪৭.৯৬%	১৪.২৯%	১৩.২৬%	৯.১৮%

চার্ট-৪.৩১



উপরিউক্ত সারণি ৪.৪৩ ও চার্ট ৪.৩১ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৯৮ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৪৭ জন (৪৭.৯৬%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১-৪০% ব্যবহারযোগ্য, ১৫ জন (১৫.৩১%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য এবং ১৪ জন (১৪.২৯%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ৪১-৬০% ব্যবহারযোগ্য। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে রাজশাহী অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহের ডেনেজ ব্যবস্থা খুবই খারাপ।

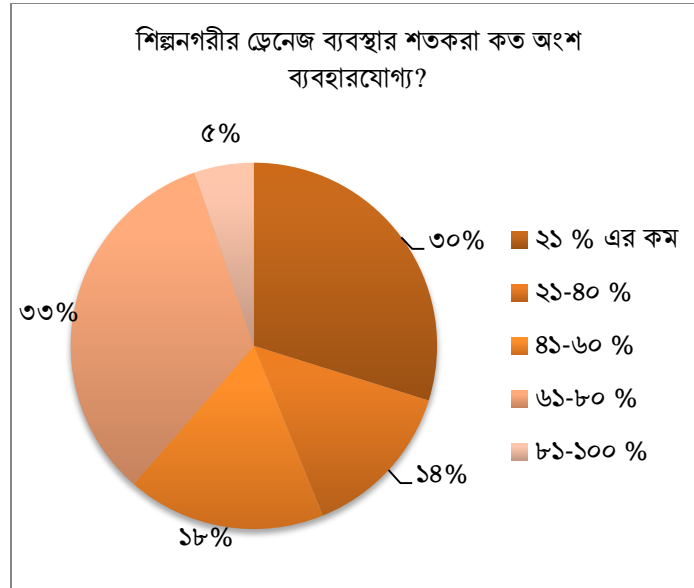
(৪৪) বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থা (খুলনা অঞ্চল)

খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার বর্তমান যে চিত্র উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪৪

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার শতকরা কত অংশ ব্যবহারযোগ্য?				
			২১ % এর কম	২১-৪০ %	৪১-৬০ %	৬১-৮০ %	৮১-১০০ %
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	০	০	০	১১	০
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	৬	১	১	০	০
বরিশাল	বরিশাল	১৩	০	২	৪	৬	১
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	১	৪	৩	০	০
যশোর	যশোর	১২	৯	১	১	১	০
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	১	০	১	১	২
মোট		৫৭	১৭	৮	১০	১৯	৩
শতকরা			২৯.৮২%	১৪.০৪%	১৭.৫৫%	৩৩.৩৩%	৫.২৬%

চার্ট-৪.৩২



উপরিউক্ত সারণি ৪.৪৪ ও চার্ট ৪.৩২ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৫৭ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ১৯ জন (৩৩.৩৩%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ৬১-৮০% ব্যবহারযোগ্য, ১৭ জন (২৯.৮২%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য এবং ১০ জন (১৭.৫৫%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ৪১-৬০% ব্যবহারযোগ্য।

খুলনা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে বাগেরহাট এবং যশোর শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বাগেরহাটের ৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬ জন এবং যশোরের ১২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯ জনই বলেছেন শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য। এ অবস্থার উত্তরণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

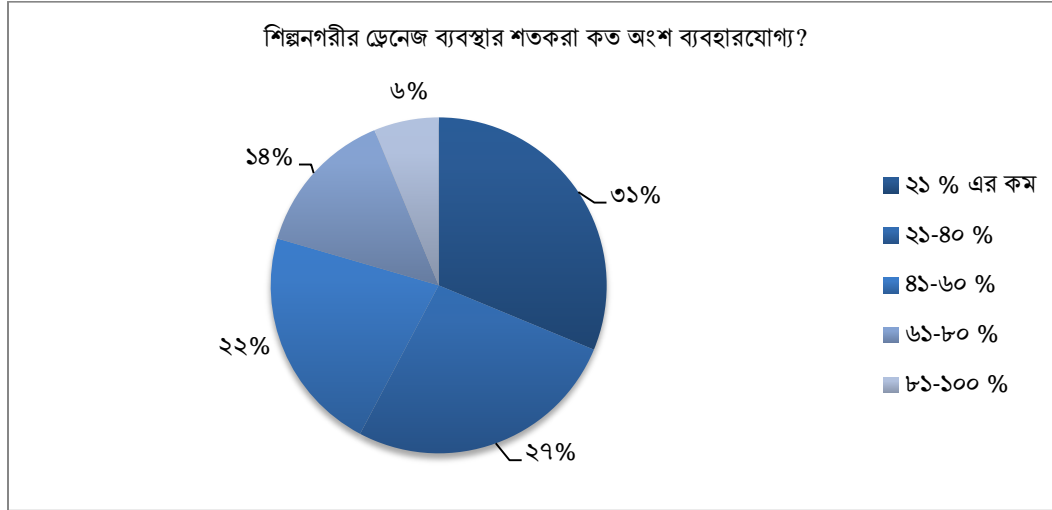
(৪৫) বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থা (বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের সার্বিক চিত্র)

বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার বর্তমান যে চিত্র উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪৫

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার শতকরা কত অংশ ব্যবহারযোগ্য?				
			২১ % এর কম	২১-৪০ %	৪১-৬০ %	৬১-৮০ %	৮১-১০০ %
ঢাকা	১২	১৫৯	৬৭	৩৭	৩০	১৮	৭
চট্টগ্রাম	১১	৮৬	২৬	১৪	৩৩	৭	৬
রাজশাহী	৯	৯৮	১৫	৪৭	১৪	১৩	৯
খুলনা	৬	৫৭	১৭	৮	১০	১৯	৩
মোট	৩৮	৪০০	১২৫	১০৬	৮৭	৫৭	২৫
শতকরা			৩১.২৫%	২৬.৫০%	২১.৭৫%	১৪.২৫%	৬.২৫%

চার্ট-৪.৩৩



শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের ৪০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১২৫ জন (৩১.২৫%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য এবং ১০৬ জন (২৬.৫%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার ৪১-৬০% ব্যবহারযোগ্য। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তা ও ডেনেজ ব্যবস্থার নাজুক অবস্থা ই প্রতীয়মান হয়। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৪ অঞ্চলের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের শিল্পনগরীসমূহের ডেনেজ ব্যবস্থা সবচেয়ে খারাপ। অধিকাংশ শিল্পনগরীর ডেন নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। শিল্পনগরী কার্যালয় থেকে জানানো হয় ডেন পরিষ্কারের জন্য যে বাজেট দেয়া হয় তা একবার পরিষ্কার করতেই শেষ হয়ে যায়। কিছু কিছু শিল্পনগরীর ডেন অনেক আগে নির্মাণ করা হয়েছিল ফলে একটু ভারী যানবাহন চলাচল করলেই ডেনের পাড় ভেঙে পড়ে পানি চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় বিসিকের বাজেট বাড়ানো যেতে পারে, যাতে নিয়মিত ডেনগুলো পরিষ্কার রাখা যায়।

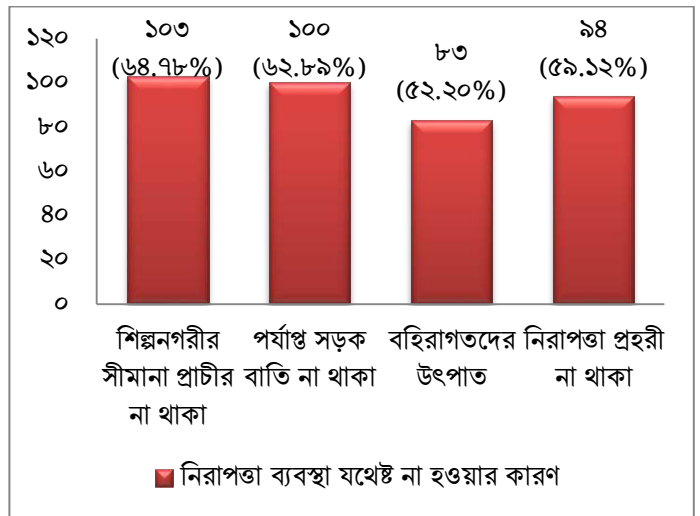
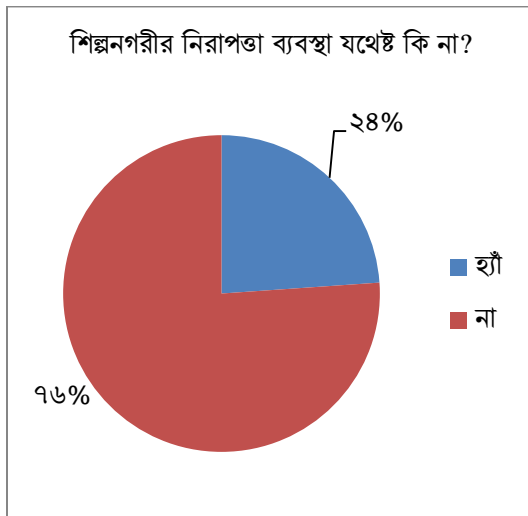
(৪৬) বিসিক শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা (ঢাকা অঞ্চল)

ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিসিক শিল্পনগরীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪৬

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট কি না?		নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না হওয়ার কারণ			
			হ্যাঁ	না	শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকা	পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকা	বহিরাগতদের উৎপাত	নিরাপত্তা প্রহরী না থাকা
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	৪	১১	৬	১১	৫	১১
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ারী	৩০	১৯	১১	৯	৭	৫	২
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	০	২০	২০	২০	২০	২০
গাজীপুর	টঙ্গী	১৭	০	১৭	১০	১২	১২	১২
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	৮	৮	৫	৫	৩	৩
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	৩	৪	৪	৩	৩	৪
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	১	৬	৬	৬	৩	৬
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	১	৮	৮	৭	৮	৮
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	২	১২	১১	১২	৯	১২
জামালপুর	জামালপুর	৯	০	৯	৯	৯	৭	৮
শেরপুর	শেরপুর	৭	০	৭	৭	০	০	০
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	০	৮	৮	৮	৮	৮
মোট		১৫৯	৩৮	১২১	১০৩	১০০	৮৩	৯৪
শতকরা			২৩.৯০%	৭৬.১০%	৬৪.৭৮%	৬২.৮৯%	৫২.২০%	৫৯.১২%

চার্ট-৪.৩৪



শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপরিউক্ত সারণি ৪.৪৬ ও চার্ট ৪.৩৪ এ দেখা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১২১ জন (৭৬.১০%) উত্তরদাতা মনে করেন শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। বাকি ৩৮ জন (২৩.৯০%)

উত্তরদাতা মনে করেন শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না হওয়ার কারণ হিসেবে ১০৩ জন (৬৪.৭৮%) শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকাকে, ১০০ জন (৬২.৮৯%) পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকাকে, ৯৪ জন (৫৯.১২%) নিরাপত্তা প্রহরী না থাকাকে এবং ৮৩ জন (৫২.২০%) বহিরাগতদের উৎপাতকে দায়ী করেছেন।

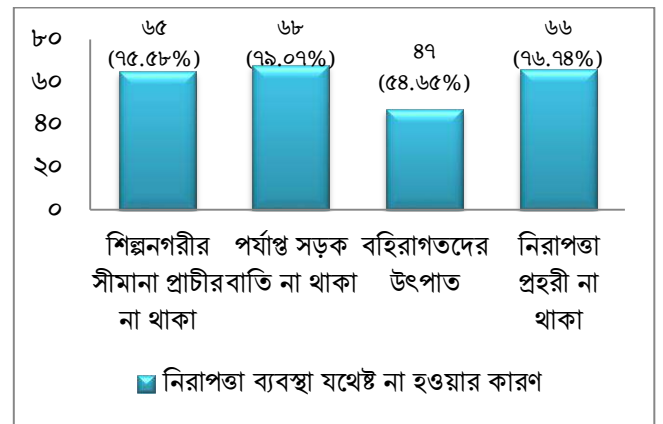
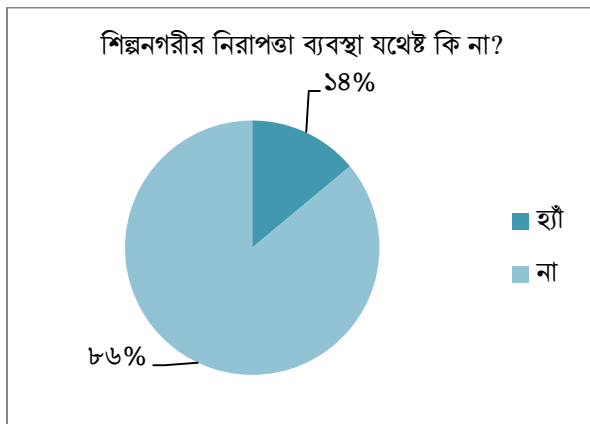
(৪৭) বিসিক শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা (চট্টগ্রাম অঞ্চল)

চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিসিক শিল্পনগরীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪৭

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট কি না?		নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না হওয়ার কারণ			
			হ্যাঁ	না	শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকা	পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকা	বহিরাগতদের উৎপাত	নিরাপত্তা প্রহরী না থাকা
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	২	৬	৪	৪	৫	৫
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	১	৬	৬	৫	৫	৫
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	০	৬	৬	৬	০	৬
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	০	২	২	২	২	২
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	০	১১	১০	৯	১১	৮
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	১	৮	৮	৮	১	৮
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	১	৮	৮	৮	১	৫
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	০	৮	৭	৮	৭	৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	০	১০	৬	১০	৬	১০
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	০	৮	৮	৭	৮	৮
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	৭	১	০	১	১	১
মোট		৮৬	১২	৭৪	৬৫	৬৮	৪৭	৬৬
শতকরা			১৩.৯৫%	৮৬.০৫%	৭৫.৫৮%	৭৯.০৭%	৫৪.৬৫%	৭৬.৭৪%

চার্ট-৪.৩৫



শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপরিউক্ত সারণি ৪.৪৭ ও চার্ট ৪.৩৫ এ দেখা যাচ্ছে মোট ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৪ জন (৮৬.০৫%) উত্তরদাতা মনে করেন শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। বাকি ১২ জন (১৩.৯৫%)

উত্তরদাতা মনে করেন শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না হওয়ার কারণ হিসেবে ৬৮ জন (৭৯.০৭%) পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকাকে, ৬৬ জন (৭৬.৭৪%) নিরাপত্তা প্রহরী না থাকাকে, ৬৫ জন (৭৫.৫৮%) শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকাকে এবং ৪৭ জন (৫৪.৬৫%) বহিরাগতদের উৎপাতকে দায়ী করেছেন।

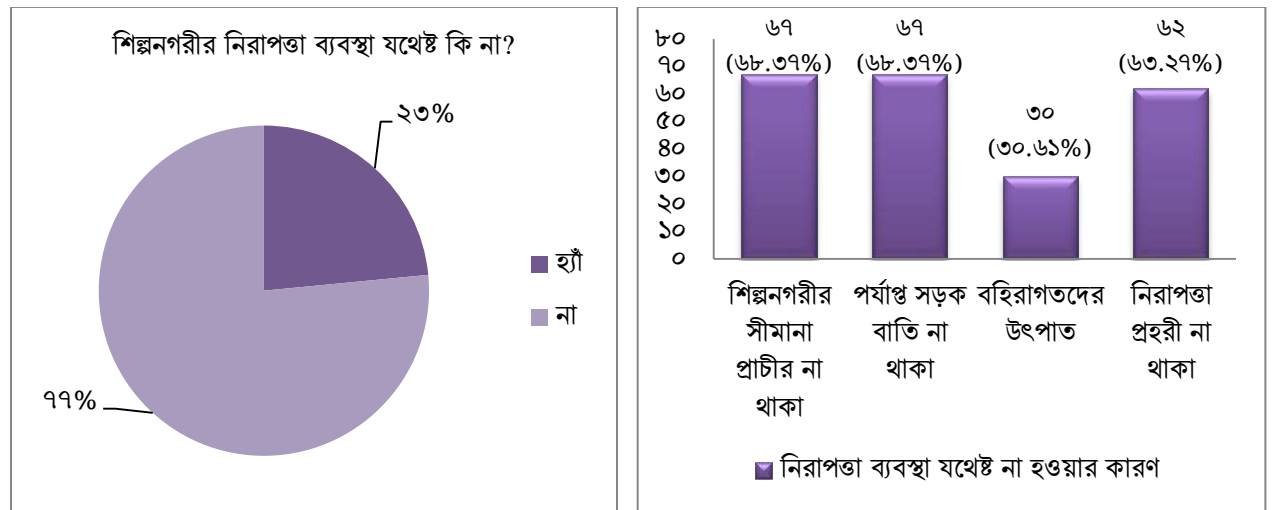
(৪৮) বিসিক শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা (রাজশাহী অঞ্চল)

রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিসিক শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪৮

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট কি না?		নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না হওয়ার কারণ			
			হ্যাঁ	না	শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকা	পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকা	বহিরাগতদের উৎপাত	নিরাপত্তা প্রহরী না থাকা
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	২	১৮	১৪	১২	৯	১৪
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	৪	৪	৩	৩	১	১
নাটোর	নাটোর	৮	৭	১	০	১	১	১
পাবনা	পাবনা	২১	২	১৯	১৯	১৯	১	১৯
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	০	৮	৭	৭	৬	৮
বগুড়া	বগুড়া	১০	৪	৬	৫	৬	৬	০
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	৪	৪	৪	৪	৩	৪
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	০	৮	৮	৮	১	৮
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	০	৭	৭	৭	২	৭
মোট		৯৮	২৩	৭৫	৬৭	৬৭	৩০	৬২
শতকরা			২৩.৪৭%	৭৬.৫৩%	৬৮.৩৭%	৬৮.৩৭%	৩০.৬১%	৬৩.২৭%

চার্ট-৪.৩৬



শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপরিউক্ত সারণি ৪.৪৮ ও চার্ট ৪.৩৬ এ দেখা যাচ্ছে মোট ৯৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৫ জন (৭৬.৫৩%) উত্তরদাতা মনে করেন শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। বাকি ২৩ জন (২৩.৪৭%)

উত্তরদাতা মনে করেন শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না হওয়ার কারণ হিসেবে ৬৭ জন (৬৮.৩৭%) শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকা ও পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকাকে, ৬২ জন (৬৩.২৭%) নিরাপত্তা প্রহরী না থাকাকে এবং ৩০ জন (৩০.৬১%) বহিরাগতদের উৎপাতকে দায়ী করেছেন।

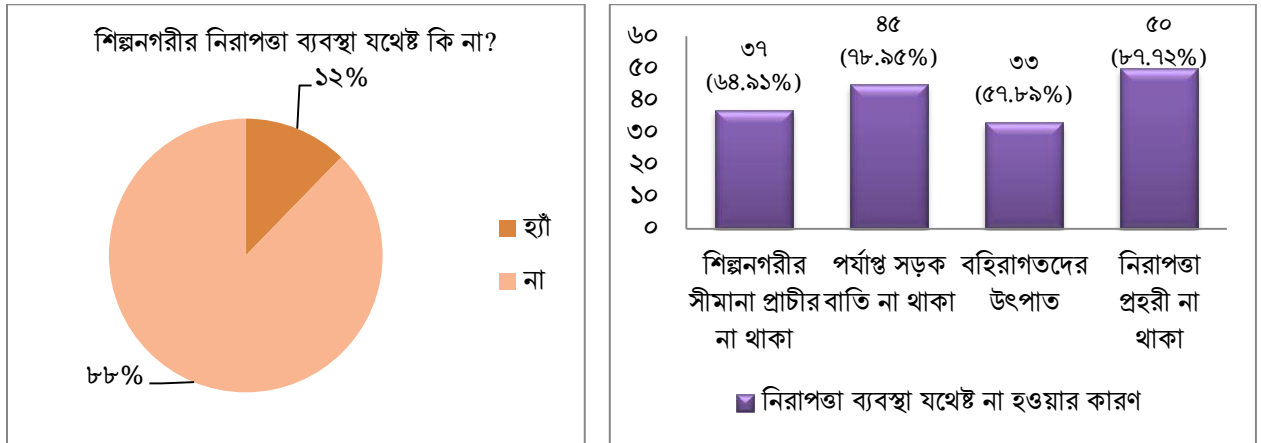
(৪৯) বিসিক শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা (খুলনা অঞ্চল)

খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিসিক শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৪৯

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট কি না?		নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না হওয়ার কারণ			
			হ্যাঁ	না	শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকা	পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকা	বহিরাগতদের উৎপাত	নিরাপত্তা প্রহরী না থাকা
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	০	১১	১	৯	০	১১
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	১	৭	৭	৬	৫	৭
বরিশাল	বরিশাল	১৩	১	১২	১১	১২	১২	১২
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	০	৮	৮	৮	৮	৮
যশোর	যশোর	১২	২	১০	১০	১০	৮	১০
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	৩	২	০	০	০	২
মোট		৫৭	৭	৫০	৩৭	৪৫	৩৩	৫০
শতকরা			১২.২৮%	৮৭.৭২%	৬৪.৯১%	৭৮.৯৫%	৫৭.৮৯%	৮৭.৭২%

চার্ট-৪.৩৭



শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপরিউক্ত সারণি ৪.৪৯ ও চার্ট ৪.৩৭ এ দেখা যাচ্ছে মোট ৫৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫০ জন (৮৭.৭২%) উত্তরদাতা মনে করেন শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। বাকি ৭ জন (১২.২৮%) উত্তরদাতা মনে করেন শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না হওয়ার কারণ হিসেবে ৫০ জন (৮৭.৭২%) নিরাপত্তা প্রহরী না থাকাকে, ৪৫ জন (৭৮.৯৫%) পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকাকে, ৩৭ জন (৬৪.৯১%) শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকাকে এবং ৩৩ জন (৫৭.৮৯%) বহিরাগতদের উৎপাতকে দায়ী করেছেন।

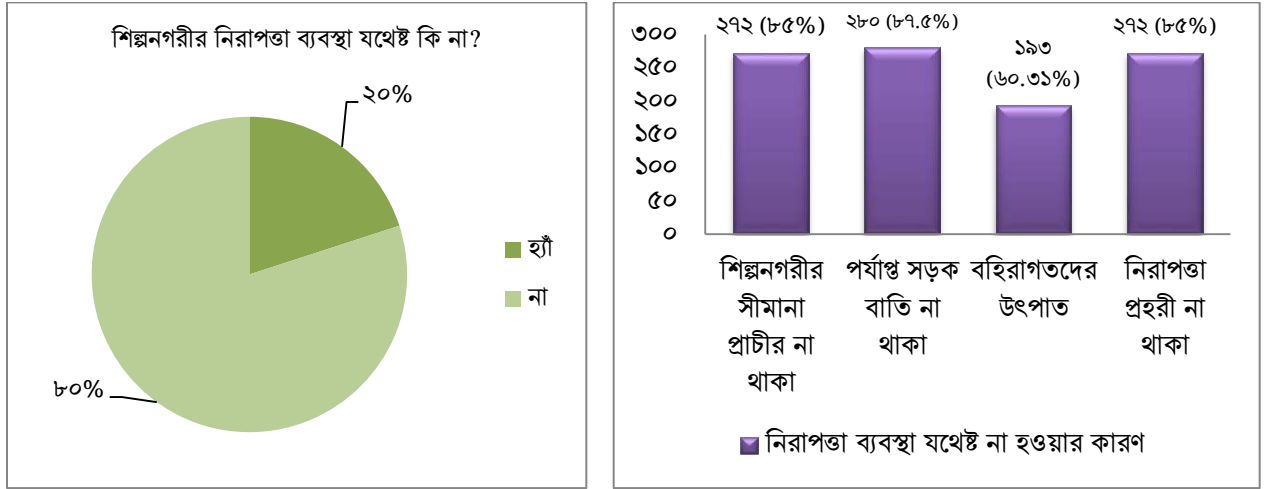
(৫০) বিসিক শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা (বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের সার্বিক চিত্র)

বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিসিক শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫০

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট কি না?		নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না হওয়ার কারণ			
			হ্যাঁ	না	শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকা	পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকা	বহিরাগতদের উৎপাত	নিরাপত্তা প্রহরী না থাকা
ঢাকা	১২	১৫৯	৩৮	১২১	১০৩	১০০	৮৩	৯৪
চট্টগ্রাম	১১	৮৬	১২	৭৪	৬৫	৬৮	৪৭	৬৬
রাজশাহী	৯	৯৮	২৩	৭৫	৬৭	৬৭	৩০	৬২
খুলনা	৬	৫৭	৭	৫০	৩৭	৪৫	৩৩	৫০
মোট		৪০০	৮০	৩২০	২৭২	২৮০	১৯৩	২৭২
শতকরা			২০%	৮০%	৮৫%	৮৭.৫%	৬০.৩১%	৮৫%

চার্ট-৪.৩৮



শিল্পনগরীর একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা। বিসিকের ৪ অঞ্চলের আওতাধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর ৪০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ৮০ জন (২০%) মনে করেন শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট। বাকি ৩২০ জন (৮০%) এর মতে শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না হওয়ার কারণ হিসেবে ৩২০ জন উত্তরদাতার ২৮০ জন (৮৭.৫০%) পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকাকে এবং ২৭২ জন (৮৫%) শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকা ও নিরাপত্তা প্রহরী না থাকা উভয়কেই দায়ী করেছেন। বিসিকের পুরাতন শিল্পনগরীসমূহে অধিকাংশে পর্যাপ্ত সড়ক বাতি নেই। একই সাথে অধিকাংশে সীমানা প্রাচীর এবং নিরাপত্তা প্রহরীও নেই। এটি শিল্পনগরীর জন্য হুমকিস্বরূপ। এক্ষেত্রে পুরাতন শিল্পনগরীসমূহের পর্যাপ্ত সড়ক বাতি, সীমানা প্রাচীর এবং নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করতে হবে এবং নতুন শিল্প পার্ক স্থাপনের সময় বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে।

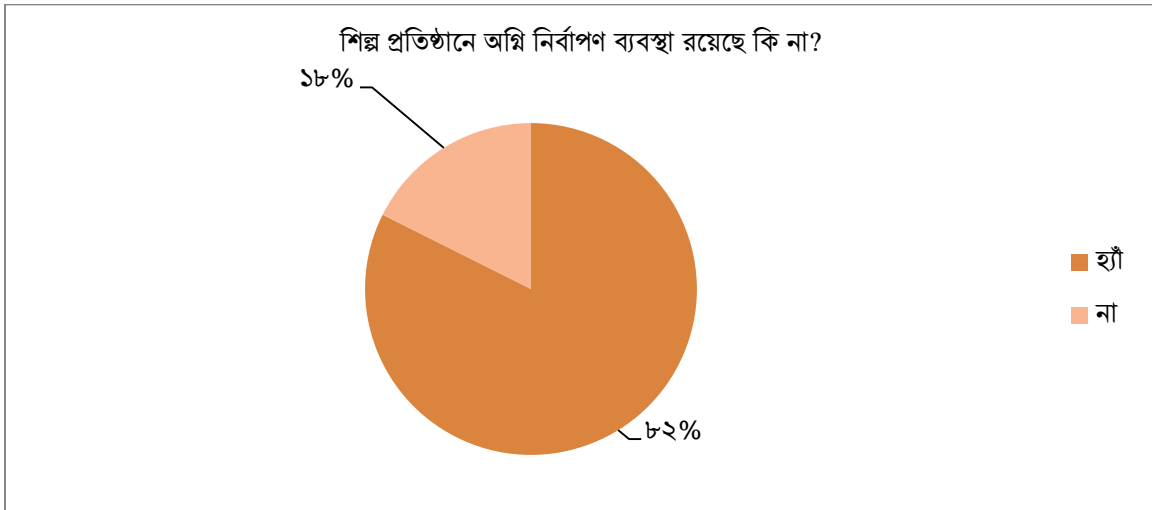
(৫১) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (ঢাকা অঞ্চল)

ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে কি না-এ প্রশ্নে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫১

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	১৫	০
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ান	৩০	২৮	২
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	০	২০
গাজীপুর	টঙ্গী	১৭	১৭	০
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	১৬	০
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	৬	১
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	৭	০
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	৭	২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	১২	২
জামালপুর	জামালপুর	৯	৮	১
শেরপুর	শেরপুর	৭	৭	০
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	৮	০
মোট		১৫৯	১৩১	২৮
শতকরা			৮২.৩৯%	১৭.৬১%

চার্ট-৪.৩৯



উপরিউক্ত সারণি ৪.৫১ ও চার্ট ৪.৩৯ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ১৩১ জন (৮২.৩৯%) উদ্যোক্তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে। আর ২৮ জন (১৭.৬১%) উদ্যোক্তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ ঢাকা অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে। জামদানী শিল্পনগরীর ২০ জন উত্তরদাতার ২০ জনই বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নেই, যা শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

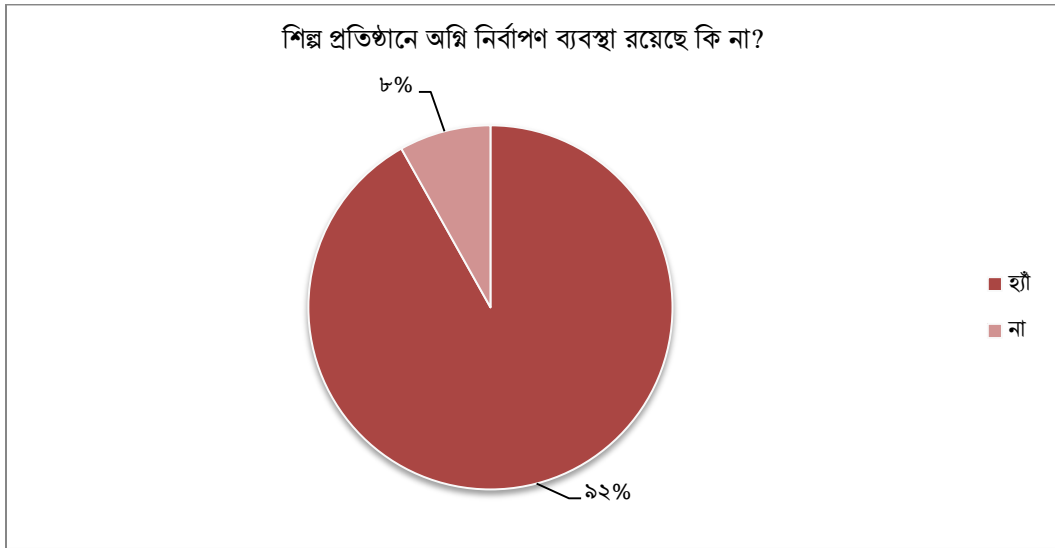
(৫২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (চট্টগ্রাম অঞ্চল)

চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে কি না-এ প্রশ্নে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫২

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	৮	০
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	৭	০
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	৪	২
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	২	০
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	৯	২
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	৯	০
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	৯	০
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	৬	২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	৯	১
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	৮	০
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	৮	০
মোট		৮৬	৭৯	৭
শতকরা			৯১.৮৬%	৮.১৪%

চার্ট-৪.৪০



উপরিউক্ত সারণি ৪.৫২ ও চার্ট ৪.৪০ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৮৬ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৭৯ জন (৯১.৮৬%) উদ্যোক্তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে। আর ৭ জন (৮.১৪%) উদ্যোক্তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ চট্টগ্রাম অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে।

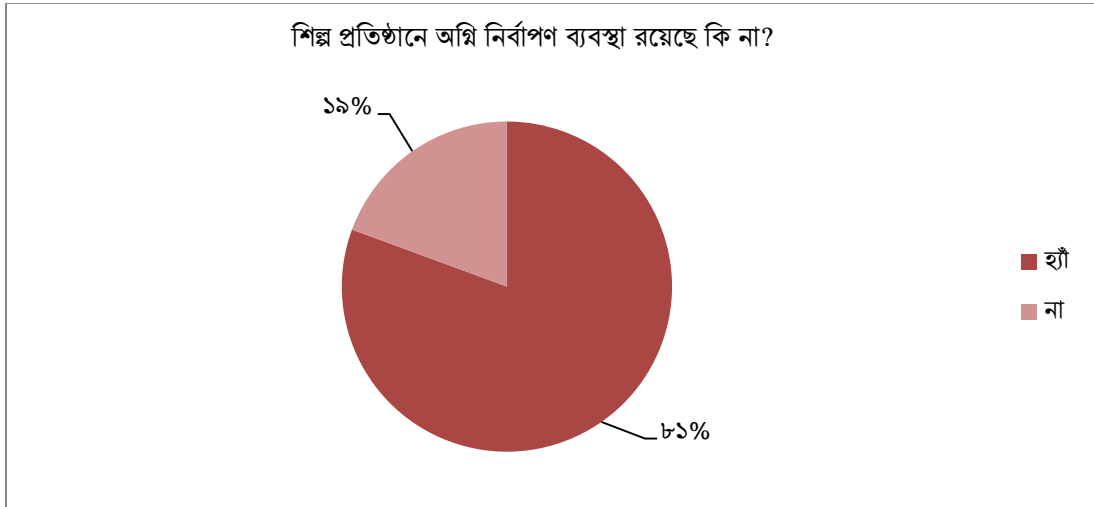
(৫৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নির্বাণ ব্যবস্থা (রাজশাহী অঞ্চল)

রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাণ ব্যবস্থা রয়েছে কি না-এ প্রশ্নে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫৩

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাণ ব্যবস্থা রয়েছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	১৯	১
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	৭	১
নাটোর	নাটোর	৮	৮	০
পাবনা	পাবনা	২১	১৬	৫
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	৭	১
বগুড়া	বগুড়া	১০	১০	০
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	৫	৩
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	০	৮
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	৭	০
মোট		৯৮	৭৯	১৯
শতকরা			৮০.৬১%	১৯.৩৯%

চার্ট-৪.৪১



উপরিউক্ত সারণি ৪.৫৩ ও চার্ট ৪.৪১ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৯৮ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৭৯ জন (৮০.৬১%) উদ্যোক্তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাণ ব্যবস্থা রয়েছে। আর ১৯ জন (১৯.৩৯%) উদ্যোক্তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাণ ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ রাজশাহী অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাণ ব্যবস্থা রয়েছে। দিনাজপুর শিল্পনগরীর ৮ জন উত্তরদাতার ৮ জনই বলেছেন তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাণ ব্যবস্থা নেই, যা শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

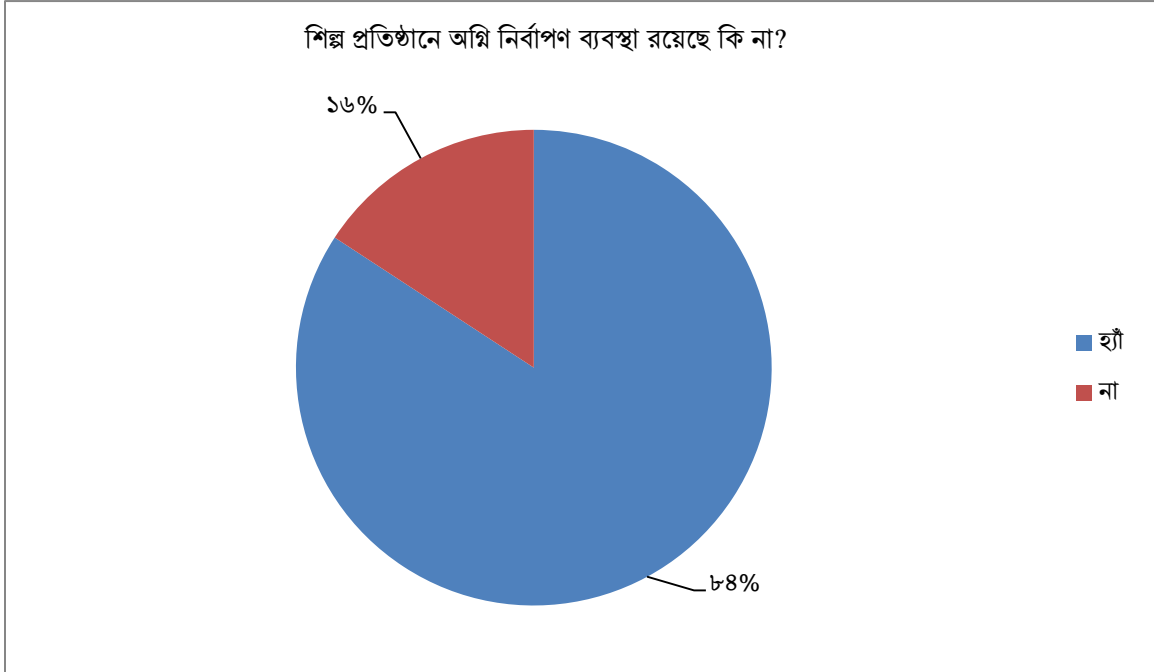
(৫৪) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (খুলনা অঞ্চল)

খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে কি না-এ প্রশ্নে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫৪

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে কি না?	
			হ্যাঁ	না
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	১১	০
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	৭	১
বরিশাল	বরিশাল	১৩	৭	৬
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	৮	০
যশোর	যশোর	১২	১১	১
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	৪	১
মোট		৫৭	৪৮	৯
শতকরা			৮৩.২১%	১৫.৭৯%

চার্ট-৪.৪২



উপরিউক্ত সারণি ৪.৫৪ ও চার্ট ৪.৪২ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৫৭ জন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তার মধ্যে ৪৮ জন (৮৩.২১%) উদ্যোক্তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে। আর ৯ জন (১৫.৭৯%) উদ্যোক্তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ খুলনা অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে।

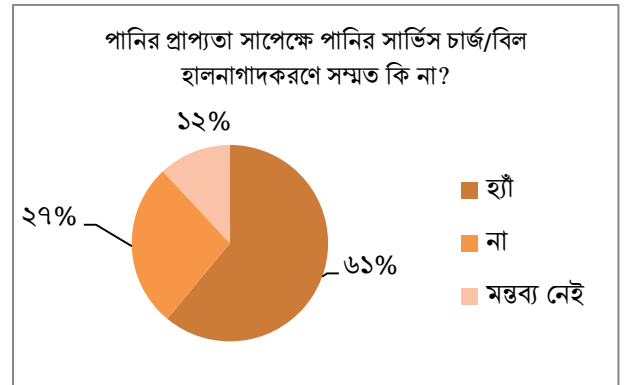
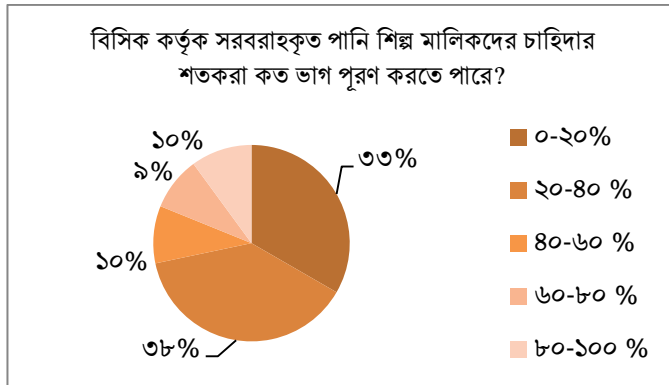
(৫৫) বিসিক শিল্পনগরীতে পানির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য (ঢাকা অঞ্চল)

ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) নির্বাচিত ১২টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা এবং পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সার্ভিস চার্জ হালনাগাদকরণ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫৫

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি শিল্প মালিকদের চাহিদার শতকরা কত ভাগ পূরণ করতে পারে?					পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পানির সার্ভিস চার্জ/বিল হালনাগাদকরণে সম্মত কি না?		
			০-২০%	২০-৪০ %	৪০-৬০ %	৬০-৮০ %	৮০- ১০০ %	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	৪	৯	২	০	০	১৩	২	০
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ানারী	৩০	৩	২৩	২	১	১	৭	২১	২
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	২০	০	০	০	০	১৯	০	১
গাজীপুর	টঙ্গী	১৭	৭	৮	০	২	০	৮	৫	৪
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	৮	৬	১	১	০	৬	৩	৭
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	২	০	০	০	৫	৬	১	০
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	৬	১	০	০	০	০	৬	১
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	২	৩	১	২	১	৫	০	৪
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	০	৯	৪	১	০	১১	৩	০
জামালপুর	জামালপুর	৯	১	২	৩	১	২	৭	২	০
শেরপুর	শেরপুর	৭	০	০	১	৪	২	৭	০	০
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	০	০	১	২	৫	৮	০	০
মোট		১৫৯	৫৩	৬১	১৫	১৪	১৬	৯৭	৪৩	১৯
শতকরা			৩৩.৩৩ %	৩৮.৩৭ %	৯.৪৩%	৮.৮১%	১০.০৬ %	৬১.০১ %	২৭.০৪ %	১১.৯৫ %

চার্ট-৪.৪৩



উপরিউক্ত সারণি ৪.৫৫ ও চার্ট ৪.৪৩ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬১ জন (৩৮.৩৭%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ২০-৪০%, ৫৩ জন (৩৩.৩৩%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ০-২০% এবং ১৬ জন (১০.০৬%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ৮০-১০০% পূরণ করতে

পারে। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পানির সার্ভিস চার্জ/বিল হালনাগাদকরণে তারা সম্মত কি না? এর উত্তরে ৯৭ জন (৬১.০১%) হ্যাঁ, ৪৩ জন (২৭.০৪%) না উত্তর দিয়েছেন এবং ১৯ জনের (১১.৯৫%) কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নাই। ঢাকা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে জামদানী, মানিকগঞ্জ, টঙ্গী ও জয়দেবপুর শিল্পনগরীতে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। শিল্পনগরীতে কথা বলে জানা যায়, জামদানী শিল্পনগরীতে ২০১০ সাল থেকে পানি সরবরাহ লাইন অকেজো। মানিকগঞ্জ শিল্পনগরীতে অনেক দিন থেকে পানি সরবরাহ বন্ধ। টঙ্গী শিল্পনগরীতে ২০১৭ সাল থেকে বিসিকের পানি সরবরাহ বন্ধ। জয়দেবপুর শিল্পনগরীতে পানির পাইপ লাইন অকেজো হয়ে যাওয়ায় অনেক দিন থেকে পানি সরবরাহ বন্ধ। এ সব শিল্পনগরী ছাড়াও বেশিরভাগ শিল্পনগরীতে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিক থেকে পানি সরবরাহ পায় না। তারা তাদের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানে পানির ব্যবস্থা করে থাকেন। এমতাবস্থায় এ সমস্যা সমাধানে বিসিক কর্তৃক দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

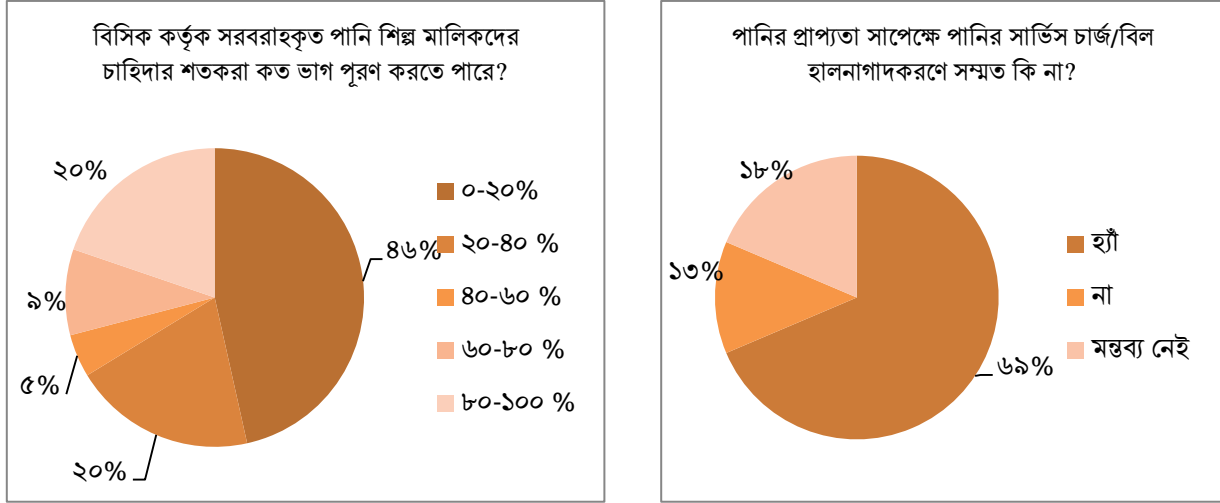
(৫৬) বিসিক শিল্পনগরীতে পানির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য (চট্টগ্রাম অঞ্চল)

চট্টগ্রাম অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) নির্বাচিত ১১টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা এবং পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সার্ভিস চার্জ হালনাগাদকরণ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫৬

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদা তার সংখ্যা	বিসিক কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি শিল্প মালিকদের চাহিদার শতকরা কত ভাগ পূরণ করতে পারে?					পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পানির সার্ভিস চার্জ/বিল হালনাগাদকরণে সম্মত কি না?		
			০-২০%	২০-৪০ %	৪০-৬০ %	৬০-৮০ %	৮০- ১০০ %	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	৬	০	০	১	১	০	১	৭
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	০	৭	০	০	০	০	০	৭
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	৬	০	০	০	০	৬	০	০
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	০	০	০	০	২	০	২	০
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	০	৬	১	৩	১	৫	৬	০
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	৯	০	০	০	০	৭	২	০
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	০	০	০	০	৯	৯	০	০
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	৮	০	০	০	০	৮	০	০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	১০	০	০	০	০	৯	০	১
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	১	৩	৩	০	১	৭	০	১
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	০	১	০	৪	৩	৮	০	০
মোট		৮৬	৪০	১৭	৪	৮	১৭	৫৯	১১	১৬
শতকরা			৪৬.৫১ %	১৯.৭৭ %	৪.৬৫%	৯.৩০%	১৯.৭৭ %	৬৮.৬১ %	১২.৭৯ %	১৮.৬০ %

চার্ট-৪.৪৪



উপরিউক্ত সারণি ৪.৫৬ ও চার্ট ৪.৪৪ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪০ জন (৪৬.৫১%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ০-২০%, ১৭ জন (১৯.৭৭%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ২০-৪০% এবং ১৭ জন (১৯.৭৭%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ৮০-১০০% পূরণ করতে পারে। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পানির সার্ভিস চার্জ/বিল হালনাগাদকরণে তারা সম্মত কি না? এর উত্তরে ৫৯ জন (৬৮.৬১%) হ্যাঁ, ১১ জন (১২.৭৯%) না উত্তর দিয়েছেন এবং ১৬ জনের (১৮.৬০%) কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নাই।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, রাজশাহী শিল্পনগরীতে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। শিল্পনগরীতে কথা বলে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ফেনী শিল্পনগরীতে পানি সরবরাহ পাম্প নষ্ট। লক্ষ্মীপুর শিল্পনগরীতে অনেক দিন থেকে পানি সরবরাহ বন্ধ। রাজশাহী শিল্পনগরীতে ২০১৭ সালে পাহাড় ধসের কারণে পানি সরবরাহ লাইন নষ্ট হয়ে যায়। এর পর থেকে বিসিকের পানি সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। এ সব শিল্পনগরী ছাড়াও বেশিরভাগ শিল্পনগরীতে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিক থেকে পানি সরবরাহ পায় না। তারা তাদের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানে পানির ব্যবস্থা করে থাকেন। এমতাবস্থায় এ সমস্যা সমাধানে বিসিক কর্তৃক দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

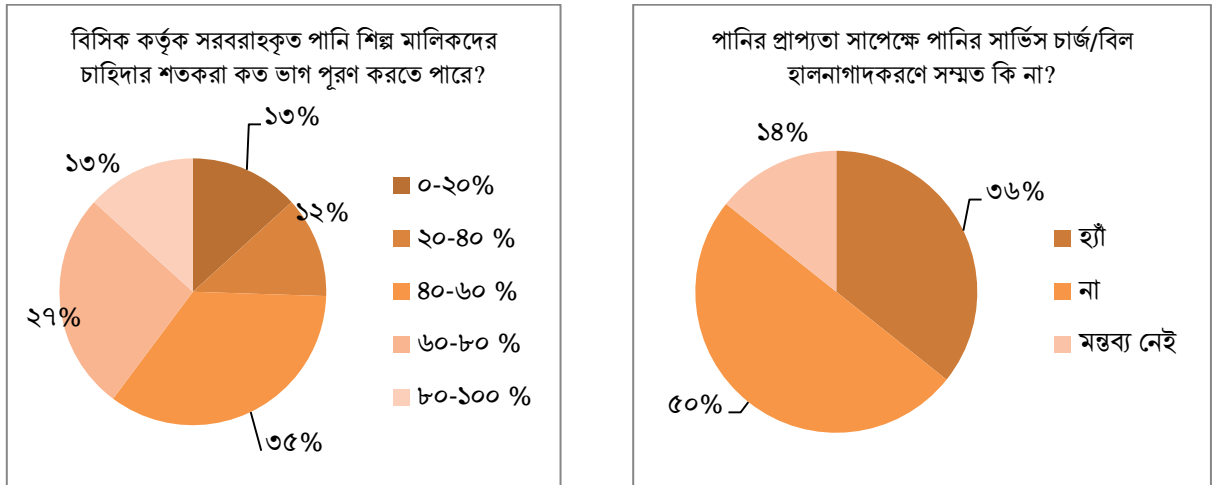
(৫৭) বিসিক শিল্পনগরীতে পানির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য (রাজশাহী অঞ্চল)

রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) নির্বাচিত ৯টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা এবং পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সার্ভিস চার্জ হালনাগাদকরণ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫৭

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদা তার সংখ্যা	বিসিক কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি শিল্প মালিকদের চাহিদার শতকরা কত ভাগ পূরণ করতে পারে?					পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পানির সার্ভিস চার্জ/বিল হালনাগাদকরণে সম্মত কি না?		
			০-২০%	২০-৪০ %	৪০-৬০ %	৬০-৮০ %	৮০-১০০ %	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	২	২	১৩	৩	০	১৭	১	২
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	০	১	৩	৪	০	৩	৫	০
নাটোর	নাটোর	৮	১	১	৬	১	০	৩	৪	১
পাবনা	পাবনা	২১	০	০	৯	১১	১	১	২০	০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	০	০	১	৩	৪	৭	১	০
বগুড়া	বগুড়া	১০	১০	০	০	০	০	০	০	১০
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	০	০	০	০	৮	১	৭	০
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	০	৮	০	০	০	০	৮	০
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	০	০	৩	৪	০	৩	৩	১
মোট		৯৮	১৩	১২	৩৪	২৬	১৩	৩৫	৪৯	১৪
শতকরা			১৩.২৭ %	১২.২৪ %	৩৪.৬৯ %	২৬.৫৩ %	১৩.২৭ %	৩৫.৭১ %	৫০%	১৪.২৯ %

চার্ট-৪.৪৫



উপরিউক্ত সারণি ৪.৫৭ ও চার্ট ৪.৪৫ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৯৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৪ জন (৩৪.৬৯%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ৪০-৬০%, ২৬ জন (২৬.৫৩%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ৬০-৮০% এবং ১৩ জন (১৩.২৭%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ০-২০% পূরণ করতে পারে। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পানির সার্ভিস চার্জ/বিল হালনাগাদকরণে তারা সম্মত কি না?

এর উত্তরে ৩৫ জন (৩৫.৭১%) হ্যাঁ, ৪৯ জন (৫০%) না উত্তর দিয়েছেন এবং ১৪ জনের (১৪.২৯%) কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নাই। রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে বগুড়া শিল্পনগরীতে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। শিল্পনগরীতে কথা বলে জানা যায়, বগুড়া শিল্পনগরীতে পানি সরবরাহ পাম্প নষ্ট। এ শিল্পনগরী ছাড়াও বেশিরভাগ শিল্পনগরীতে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিক থেকে পানি সরবরাহ পায় না। তারা তাদের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানে পানির ব্যবস্থা করে থাকেন। এমতাবস্থায় এ সমস্যা সমাধানে বিসিক কর্তৃক দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

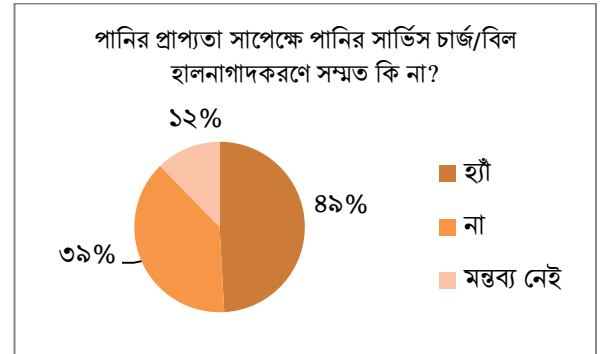
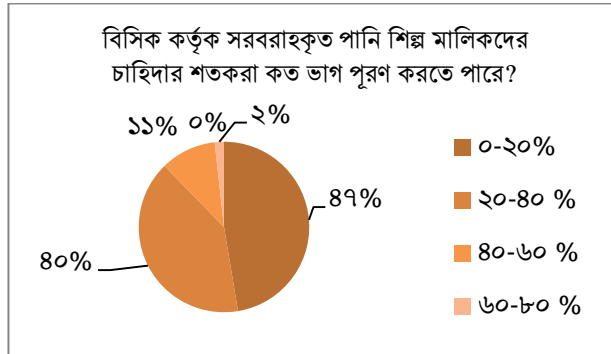
(৫৮) বিসিক শিল্পনগরীতে পানির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য (খুলনা অঞ্চল)

খুলনা অঞ্চলের (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) নির্বাচিত ৬টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা এবং পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সার্ভিস চার্জ হালনাগাদকরণ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫৮

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদা তার সংখ্যা	বিসিক কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি শিল্প মালিকদের চাহিদার শতকরা কত ভাগ পূরণ করতে পারে?					পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পানির সার্ভিস চার্জ/বিল হালনাগাদকরণে সম্মত কি না?		
			০-২০%	২০-৪০ %	৪০-৬০ %	৬০-৮০ %	৮০- ১০০ %	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	১১	০	০	০	০	১০	০	১
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	৪	২	২	০	০	৩	৩	২
বরিশাল	বরিশাল	১৩	৯	৪	০	০	০	৫	৮	০
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	০	৫	৩	০	০	৭	১	০
যশোর	যশোর	১২	০	১১	০	১	০	৩	৯	০
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	৩	১	১	০	০	০	১	৪
মোট		৫৭	২৭	২৩	৬	১	০	২৮	২২	৭
শতকরা			৪৭.৩৭ %	৪০.৩৫ %	১০.৫৩ %	১.৭৫% %	০% %	৪৯.১২ %	৩৮.৬ ০%	১২.২৮ %

চার্ট-৪.৪৬



উপরিউক্ত সারণি ৪.৫৮ ও চার্ট ৪.৪৬ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৫৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৭ জন (৪৭.৩৭%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ০-২০%, ২৩ জন (৪০.৩৫%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ২০-৪০% এবং ৬ জন (১০.৫৩%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ৪০-৬০% পূরণ করতে পারে।

তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পানির সার্ভিস চার্জ/বিল হালনাগাদকরণে তারা সম্মত কি না? এর উত্তরে ২৮ জন (৪৯.১২%) হ্যাঁ, ২২ জন (৩৮.৬০%) না উত্তর দিয়েছেন এবং ৭ জনের (১২.২৮%) কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নাই। খুলনা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে খুলনা, বরিশাল ও কুষ্টিয়া শিল্পনগরীতে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। শিল্পনগরীতে কথা বলে জানা যায়, খুলনা ও বরিশাল শিল্পনগরীতে পানি সরবরাহ পাম্প নষ্ট। কুষ্টিয়া শিল্পনগরীতে অনেক দিন থেকে পানি সরবরাহ বন্ধ। এ সব শিল্পনগরী ছাড়াও বেশিরভাগ শিল্পনগরীতে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিক থেকে পানি সরবরাহ পায় না। তারা তাদের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানে পানির ব্যবস্থা করে থাকেন। এমতাবস্থায় এ সমস্যা সমাধানে বিসিক কর্তৃক দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

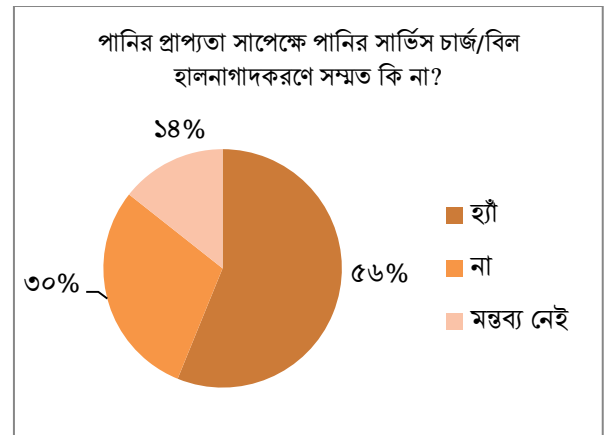
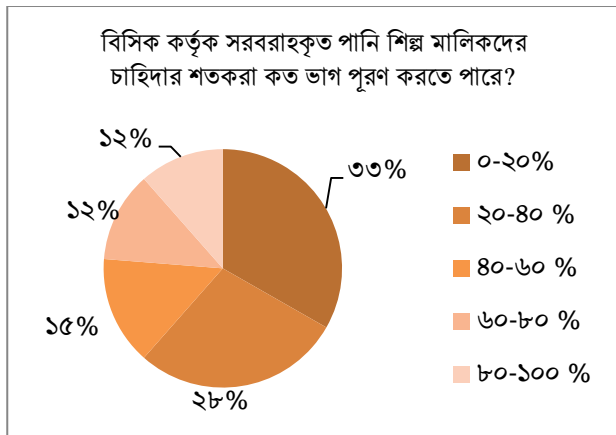
(৫৯) বিসিক শিল্পনগরীতে পানির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য (বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের সার্বিক চিত্র)

বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা এবং পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সার্ভিস চার্জ হালনাগাদকরণ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৫৯

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদা তার সংখ্যা	বিসিক কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি শিল্প মালিকদের চাহিদার শতকরা কত ভাগ পূরণ করতে পারে?					পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পানির সার্ভিস চার্জ/বিল হালনাগাদকরণে সম্মত কি না?		
			০-২০%	২০-৪০%	৪০-৬০%	৬০-৮০%	৮০-১০০%	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
ঢাকা	১২	১৫৯	৫৩	৬১	১৫	১৪	১৬	৯৭	৪৩	১৯
চট্টগ্রাম	১১	৮৬	৪০	১৭	৪	৮	১৭	৫৯	১১	১৬
রাজশাহী	৯	৯৮	১৩	১২	৩৪	২৬	১৩	৩৫	৪৯	১৪
খুলনা	৬	৫৭	২৭	২৩	৬	১	০	২৮	২২	৭
মোট	৩৮	৪০০	১৩৩	১১৩	৫৯	৪৯	৪৬	২১৯	১২৫	৫৬
শতকরা			৩৩.২৫%	২৮.২৫%	১৪.৭৫%	১২.২৫%	১১.৫০%	৫৪.৭৫%	৩১.২৫%	১৪%

চার্ট-৪.৪৭



বিসিকের ৪ অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরী থেকে পাণ্ড তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৪০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৩৩ জন (৩৩.২৫%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ০-২০%, ১১৩ জন (২৮.২৫ %) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ২০-৪০% এবং ৫৯ জন (১৪.৭৫%) মনে করেন বিসিক তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানির চাহিদার ৪০-৬০% পূরণ করতে পারে।

ঢাকা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে জামদানী, মানিকগঞ্জ, টঙ্গী ও জয়দেবপুর শিল্পনগরীতে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। শিল্পনগরীতে কথা বলে জানা যায়, জামদানী শিল্পনগরীতে ২০১০ সাল থেকে পানি সরবরাহ লাইন অকেজো। মানিকগঞ্জ শিল্পনগরীতে অনেক দিন থেকে পানি সরবরাহ বন্ধ। টঙ্গী শিল্পনগরীতে ২০১৭ সাল থেকে বিসিকের পানি সরবরাহ বন্ধ। জয়দেবপুর শিল্পনগরীতে পানির পাইপ লাইন অকেজো হয়ে যাওয়ায় অনেক দিন থেকে পানি সরবরাহ বন্ধ।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, রাজশাহী শিল্পনগরীতে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। শিল্পনগরীতে কথা বলে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ফেনী শিল্পনগরীতে পানি সরবরাহ পাম্প নষ্ট। লক্ষ্মীপুর শিল্পনগরীতে অনেক দিন থেকে পানি সরবরাহ বন্ধ। রাজশাহী শিল্পনগরীতে ২০১৭ সালে পাহাড় ধসের কারণে পানি সরবরাহ লাইন নষ্ট হয়ে যায়। এর পর থেকে বিসিকের পানি সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে বগুড়া শিল্পনগরীতে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। শিল্পনগরীতে কথা বলে জানা যায়, বগুড়া শিল্পনগরীতে পানি সরবরাহ পাম্প নষ্ট।

খুলনা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে খুলনা, বরিশাল ও কুষ্টিয়া শিল্পনগরীতে বিসিক কর্তৃক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। শিল্পনগরীতে কথা বলে জানা যায়, খুলনা ও বরিশাল শিল্পনগরীতে পানি সরবরাহ পাম্প নষ্ট। কুষ্টিয়া শিল্পনগরীতে অনেক দিন থেকে পানি সরবরাহ বন্ধ। এ সব শিল্পনগরী ছাড়াও বেশিরভাগ শিল্পনগরীতে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিক থেকে পানি সরবরাহ পায় না। তারা তাদের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানে পানির ব্যবস্থা করে থাকেন। এমতাবস্থায় এ সমস্যা সমাধানে বিসিক কর্তৃক দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

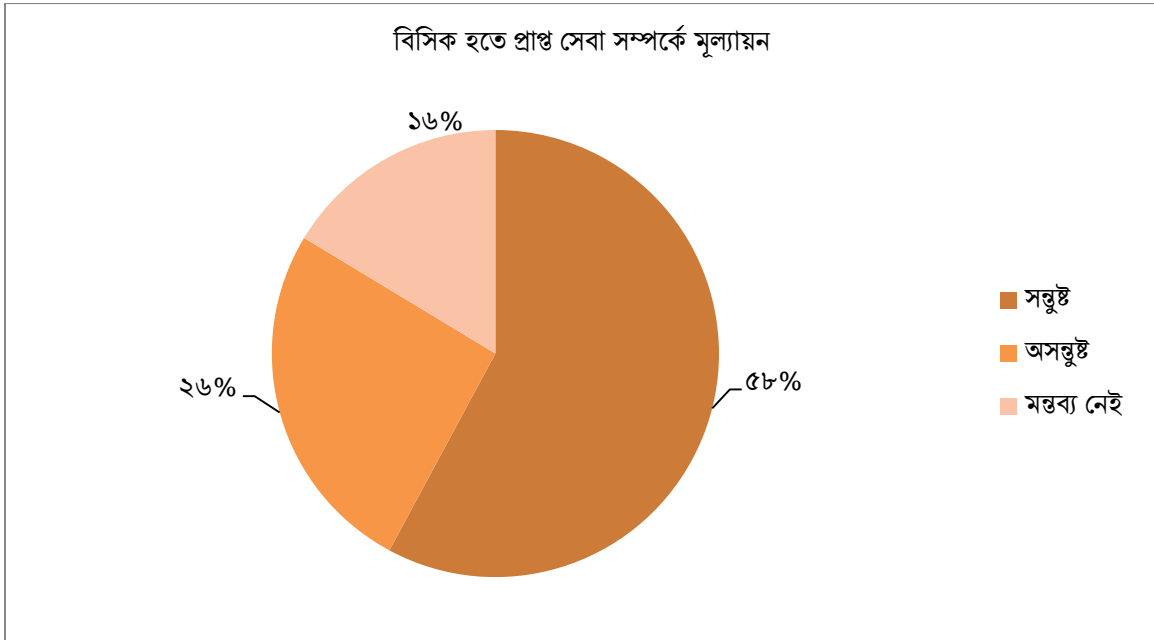
(৬০) বিসিক সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন (ঢাকা অঞ্চল)

বিসিক হতে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬০

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক হতে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে মূল্যায়ন		
			সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট	মন্তব্য নেই
ঢাকা	কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা	১৫	১০	৩	২
নারায়ণগঞ্জ	হোসিয়ানী	৩০	১৬	৭	৭
নারায়ণগঞ্জ	জামদানী	২০	০	২০	০
গাজীপুর	টঙ্গী	১৭	৮	৫	৪
গাজীপুর	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৬	১০	০	৬
নরসিংদী	নরসিংদী	৭	৬	১	০
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭	৬	০	১
রাজবাড়ি	রাজবাড়ি	৯	৩	৩	৩
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	১২	০	২
জামালপুর	জামালপুর	৯	৭	২	০
শেরপুর	শেরপুর	৭	৭	০	০
শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	৮	৭	০	১
মোট		১৫৯	৯২	৪১	২৬
শতকরা			৫৭.৮৬%	২৫.৭৯%	১৬.৩৫%

চার্ট-৪.৪৮



বিসিকের প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে বিসিক সম্পর্কে কেউ তাদের সন্তুষ্টি, কেউ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং কেউ কেউ এ প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করেন নাই। উপরিউক্ত সারণি ৪.৬০ ও চার্ট ৪.৪৮ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ১৫৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯২ জন (৫৭.৮৬%) সন্তুষ্টি, ৪১ জন (২৫.৭৯%) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ২৬ জন (১৬.৩৫%) মন্তব্য নেই বলে উল্লেখ করেন।

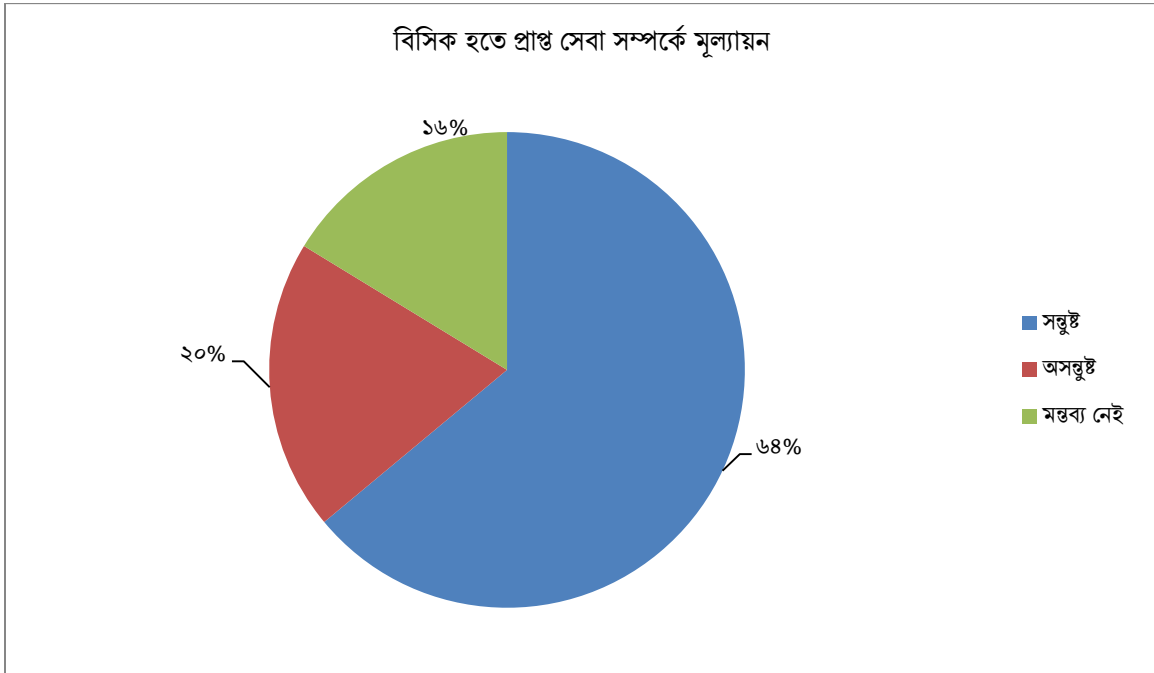
(৬১) বিসিক সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন (চট্টগ্রাম অঞ্চল)

বিসিক হতে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬১

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক হতে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে মূল্যায়ন		
			সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট	মন্তব্য নেই
চট্টগ্রাম	ফৌজদারহাট	৮	৭	০	১
কক্সবাজার	কক্সবাজার	৭	৪	০	৩
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	৬	৩	৩	০
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	২	০	১	১
নোয়াখালী	নোয়াখালী	১১	৩	৫	৩
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	৯	৩	৪	২
কুমিল্লা	কুমিল্লা	৯	৯	০	০
ফেনী	ফেনী (চাড়িপুর)	৮	৫	৩	০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	১০	০	০
সিলেট	সিলেট (খাদিমনগর)	৮	৭	১	০
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৮	৪	০	৪
মোট		৮৬	৫৫	১৭	১৪
শতকরা			৬৩.৯৫%	১৯.৭৭%	১৬.২৮%

চার্ট-৪.৪৯



বিসিকের প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে বিসিক সম্পর্কে কেউ তাদের সন্তুষ্টি, কেউ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং কেউ কেউ এ প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করেন নাই। উপরিউক্ত সারণি ৪.৬১ ও চার্ট ৪.৪৯ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৫ জন (৬৩.৯৫%) সন্তুষ্টি, ১৭ জন (১৯.৭৭%) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ১৪ জন (১৬.২৮%) মন্তব্য নেই বলে উল্লেখ করেন।

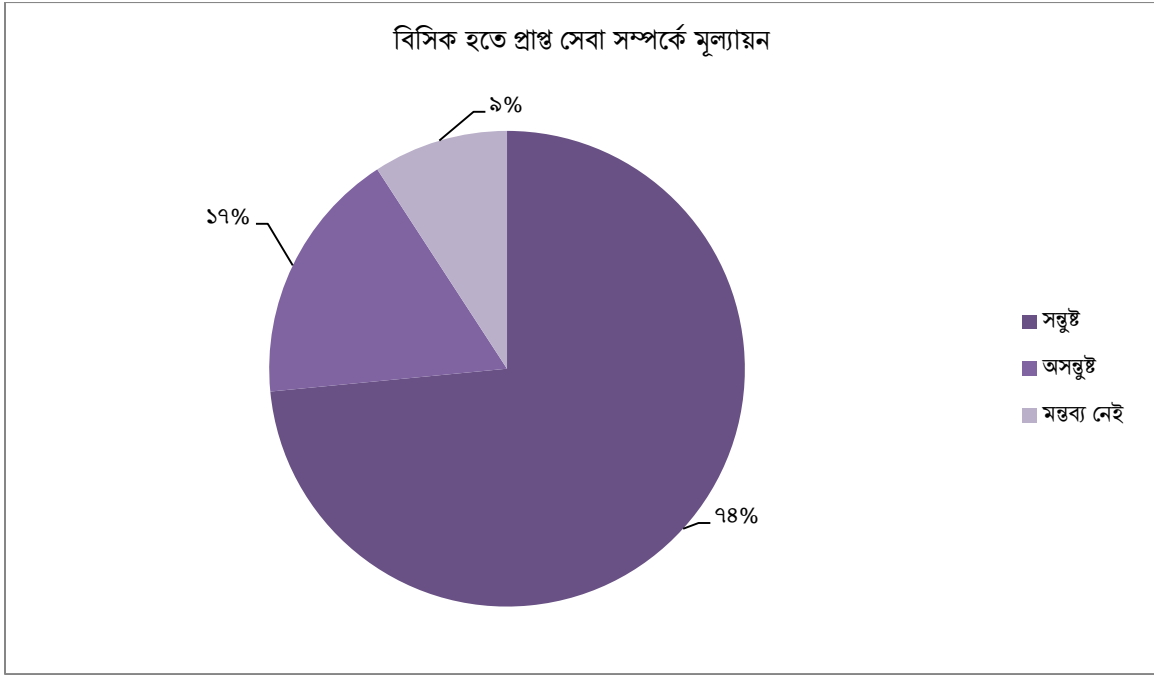
(৬২) বিসিক সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন (রাজশাহী অঞ্চল)

বিসিক হতে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬২

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক হতে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে মূল্যায়ন		
			সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট	মন্তব্য নেই
রাজশাহী	রাজশাহী	২০	১৬	১	৩
নওগাঁ	নওগাঁ	৮	৪	২	২
নাটোর	নাটোর	৮	৫	২	১
পাবনা	পাবনা	২১	১৭	১	৩
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	৮	৭	১	০
বগুড়া	বগুড়া	১০	১০	০	০
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৮	৮	০	০
দিনাজপুর	দিনাজপুর	৮	০	৮	০
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৭	৫	২	০
মোট		৯৮	৭২	১৭	৯
শতকরা			৭৩.৪৭%	১৭.৩৫%	৯.১৮%

চার্ট-৪.৫০



বিসিকের প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে বিসিক সম্পর্কে কেউ তাদের সন্তুষ্টি, কেউ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং কেউ কেউ এ প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করেন নাই। উপরিউক্ত সারণি ৪.৬২ ও চার্ট ৪.৫০ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৯৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭২ জন (৭৩.৪৭%) সন্তুষ্টি, ১৭ জন (১৭.৩৫%) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ৯ জন (৯.১৮%) মন্তব্য নেই বলে উল্লেখ করেন।

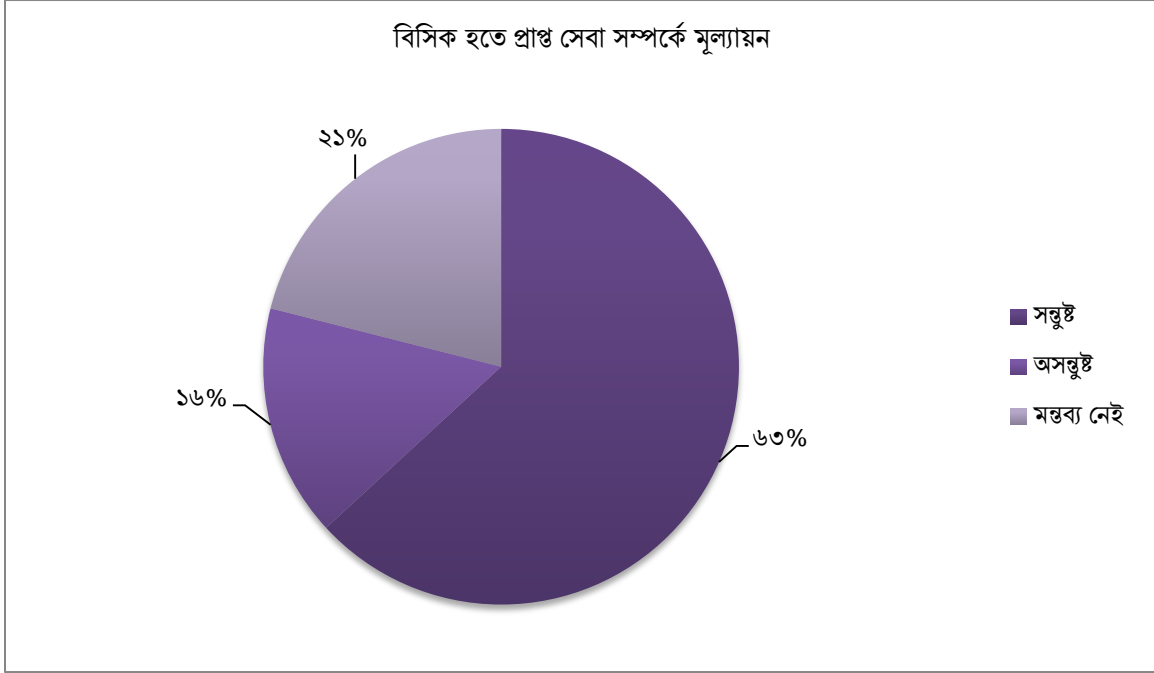
(৬৩) বিসিক সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন (খুলনা অঞ্চল)

বিসিক হতে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬৩

অঞ্চল ওয়ারী জেলার নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	বিসিক হতে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে মূল্যায়ন		
			সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট	মন্তব্য নেই
খুলনা	খুলনা (শিরোমণি)	১১	১১	০	০
বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮	২	২	৪
বরিশাল	বরিশাল	১৩	৮	২	৩
পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৮	৫	২	১
যশোর	যশোর	১২	৭	৩	২
কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৫	৩	০	২
মোট		৫৭	৩৬	৯	১২
শতকরা			৬৩.১৬%	১৫.৭৯%	২১.০৫%

চার্ট-৪.৫১



বিসিকের প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে বিসিক সম্পর্কে কেউ তাদের সন্তুষ্টি, কেউ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং কেউ কেউ এ প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করেন নাই। উপরিউক্ত সারণি ৪.৬৩ ও চার্ট ৪.৫১ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, মোট ৫৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৬ জন (৬৩.১৬%) সন্তুষ্টি, ৯ জন (১৫.৭৯%) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ১২ জন (২১.০৫%) মন্তব্য নেই বলে উল্লেখ করেন।

**“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের
উপায়” শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় থেকে
সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল ও পর্যালোচনা**

(প্রশ্নমালা-০২ এর মাধ্যমে ৩৬টি জেলায় বিসিকের ৩৮টি শিল্পনগরী থেকে মোট ৫৪ জন
বিসিক জেলা প্রধান/শিল্পনগরী কর্মকর্তা/শিল্পনগরী মালিক সমিতির সদস্য/নাসিব
সদস্যের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে)

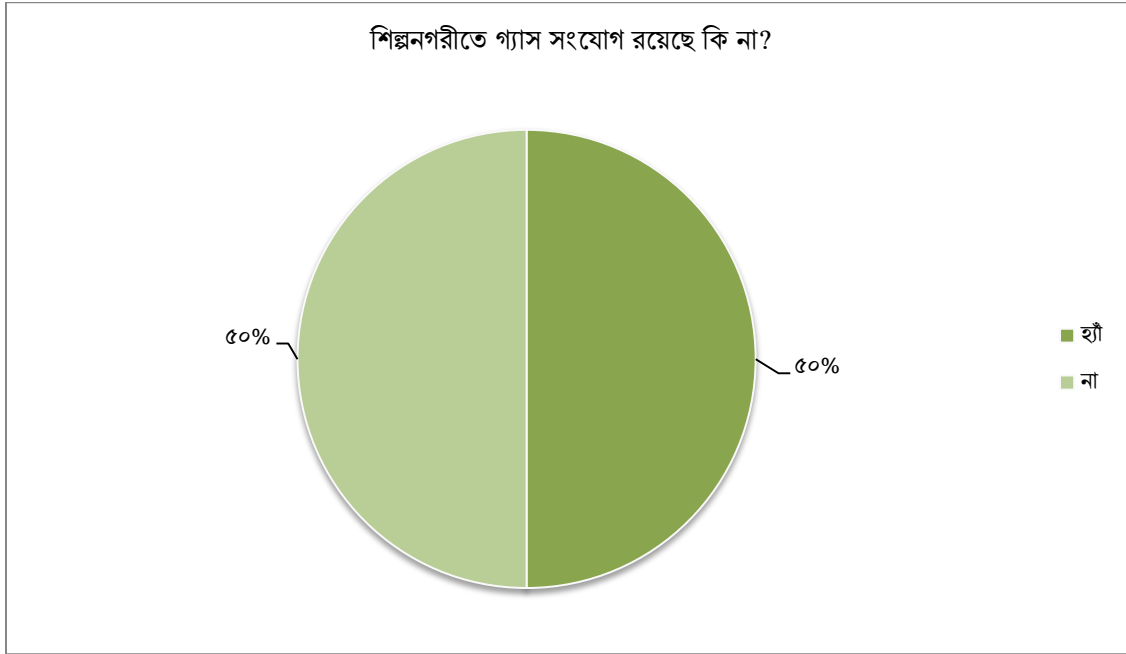
(১) বিসিক শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ সম্পর্কিত তথ্য

গবেষণার জন্য নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর গ্যাস সংযোগের সার্বিক চিত্র সম্পর্কে বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান/শিল্পনগরী কর্মকর্তা/জেলা নাসিবের সভাপতি/শিল্পনগরীর শিল্প মালিক সমিতির সভাপতির নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬৪

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ রয়েছে কি না?	
		হ্যাঁ	না
ঢাকা	১২	৯	৩
চট্টগ্রাম	১১	৮	৩
রাজশাহী	৯	২	৭
খুলনা	৬	০	৬
মোট	৩৮	১৯	১৯
শতকরা		৫০%	৫০%

চার্ট-৪.৫২



উপরিউক্ত সারণি ৪.৬৪ ও চার্ট ৪.৫২ হতে দেখা যাচ্ছে, ৪ টি অঞ্চলের অধীন নির্বাচিত মোট ৩৮ টি শিল্পনগরীর মধ্যে ১৯ টি (৫০%) শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ রয়েছে এবং বাকি ১৯ টি (৫০%) শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ নাই। উত্তর বিশ্লেষণে দেখা যায়, নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে মোটামুটি সবগুলোতেই গ্যাস সংযোগ রয়েছে। কিন্তু রাজশাহীতে মাত্র ২ টি শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ রয়েছে। আর খুলনা অঞ্চলের কোনো শিল্পনগরীতেই গ্যাস সংযোগ নেই। যেসব শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ রয়েছে এদের বেশিরভাগেরই গ্যাসের চাপ কম বলে উদ্যোক্তারা জানান। এ অবস্থায় শিল্পায়নের স্বার্থে জরুরি গ্যাস সংযোগের ব্যবস্থা করা দরকার।

(২) বিসিক শিল্পনগরীতে বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগে আগ্রহী হওয়ার কারণসমূহ

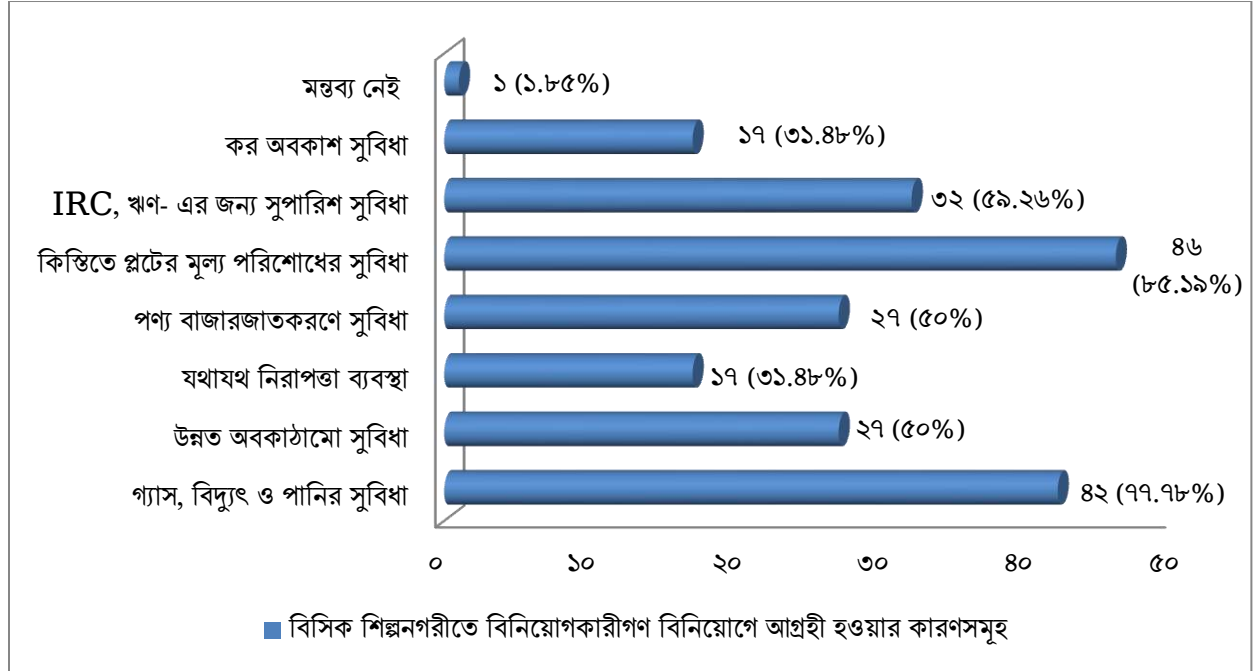
বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান/শিল্পনগরী কর্মকর্তা/জেলা নাসিবের সভাপতি/শিল্পনগরীর শিল্প মালিক সমিতির সভাপতির মতে, বিসিক শিল্পনগরীতে বিনিয়োগকারীগণ যেসব কারণে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছেন-এ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬৫

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সুবিধা	উন্নত অবকাঠামো সুবিধা	যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা	পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা	কিস্তিতে প্লটের মূল্য পরিশোধের সুবিধা	IRC, ঋণ- এর জন্য সুপারিশ সুবিধা	কর অবকাশ সুবিধা	মন্তব্য নেই
ঢাকা	১২	১৭	১৪	৯	৬	৭	১৫	৯	৪	০
চট্টগ্রাম	১১	১৬	১১	৮	২	৮	১১	৬	৫	১
রাজশাহী	৯	১৩	১২	৩	৮	৮	১৩	১০	৪	০
খুলনা	৬	৮	৫	৭	১	৪	৭	৭	৪	০
মোট	৩৮	৫৪	৪২	২৭	১৭	২৭	৪৬	৩২	১৭	১
শতকরা			৭৭.৭৮%	৫০%	৩১.৪৮%	৫০%	৮৫.১৯%	৫৯.২৬%	৩১.৪৮%	১.৮৫%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৫৩



বিসিক শিল্পনগরীতে উদ্যোক্তাগণ কী কী কারণে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, উপরিউক্ত সারণি ৪.৬৫ ও চার্ট ৪.৫৩ হতে দেখা যাচ্ছে, মোট ৫৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৬ জন (৮৫.১৯%) কিস্তিতে প্লটের মূল্য পরিশোধের সুবিধাকে, ৪২ জন (৭৭.৭৮%) গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সুবিধাকে এবং ৩২ জন (৫৯.২৬%) IRC, ঋণ- এর জন্য সুপারিশ সুবিধাকে বিসিক শিল্পনগরীতে বিনিয়োগকারীগণের বিনিয়োগে আগ্রহী হওয়ার প্রধান কারণ বলে মনে করেন।

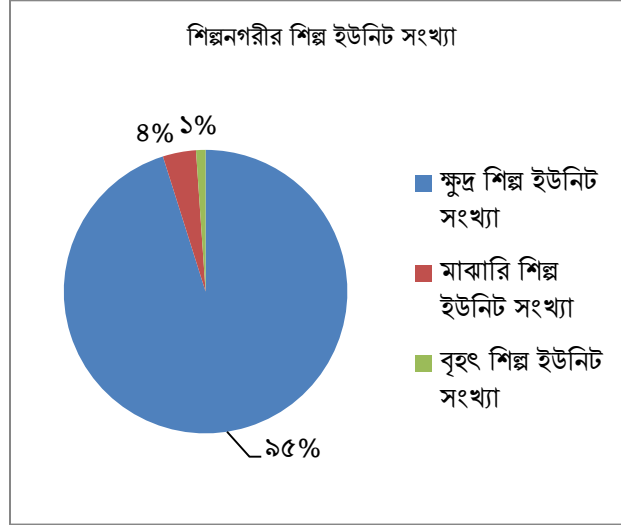
(৩) শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিট সংখ্যা

গবেষণার জন্য বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা এবং এগুলোর বিভাজন নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬৬

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা	ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট সংখ্যা	মাঝারি শিল্প ইউনিট সংখ্যা	বৃহৎ শিল্প ইউনিট সংখ্যা
ঢাকা	১২	১৮৬৮	১৭৮৫	৬৬	১৭
চট্টগ্রাম	১১	৫৬৯	৫০৭	৪৫	১৭
রাজশাহী	৯	৭৮২	৭৭১	১১	০
খুলনা	৬	৪৭৮	৪৫৪	১৮	৬
মোট	৩৮	৩৬৯৭	৩৫১৭	১৪০	৪০
শতকরা			৯৫.১৩%	৩.৭৯%	১.০৮%

চার্ট-৪.৫৪



উপরিউক্ত সারণি ৪.৬৬ ও চার্ট ৪.৫৪ হতে দেখা যাচ্ছে, নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীতে শিল্প ইউনিট সংখ্যা ৩৬৯৭টি। এর মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট সংখ্যা ৩৫১৭টি, মাঝারি শিল্প ইউনিট সংখ্যা ১৪০টি এবং বৃহৎ শিল্প ইউনিট সংখ্যা ৪০টি। যা মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যার যথাক্রমে ৯৫.১৩%, ৩.৭৯% এবং ১.০৮%।

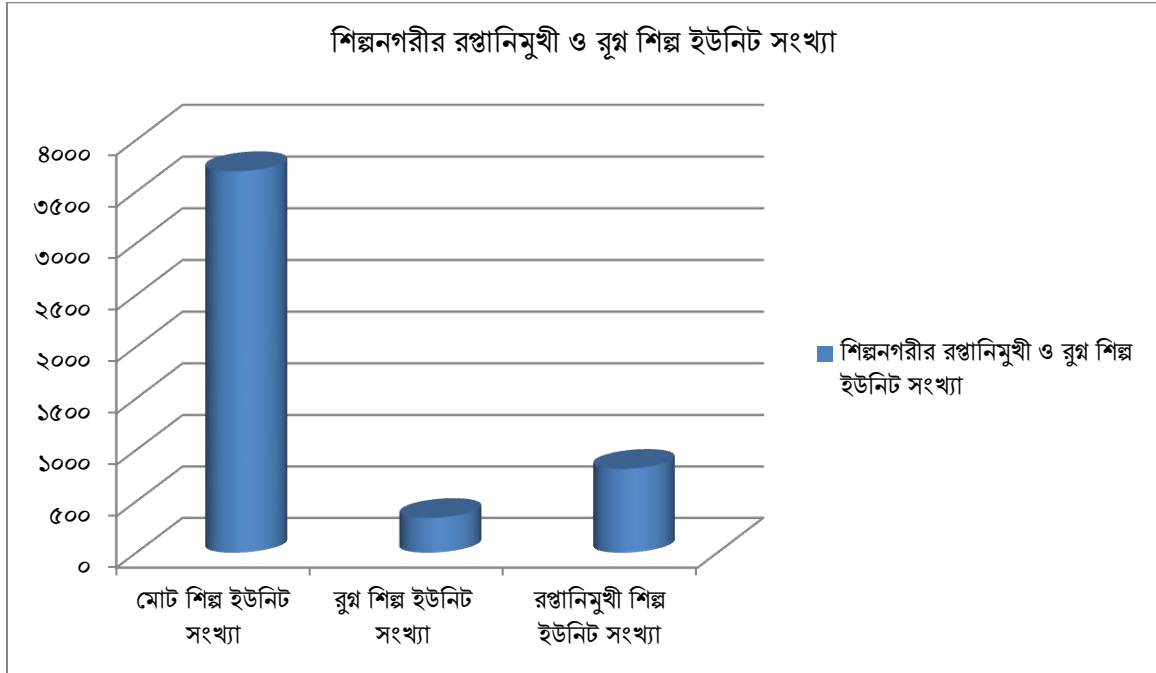
(৪) শিল্পনগরীর রপ্তানিমুখী ও রুগ্ম শিল্প ইউনিট সংখ্যা

গবেষণার জন্য বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর রপ্তানিমুখী ও রুগ্ম শিল্প ইউনিটের সংখ্যা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬৭

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা	রুগ্ম শিল্প ইউনিট সংখ্যা	রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা
ঢাকা	১২	১৮৬৮	১৬৭	৭৩১
চট্টগ্রাম	১১	৫৬৯	৮৪	৩১
রাজশাহী	৯	৭৮২	৪২	৪৫
খুলনা	৬	৪৭৮	৪৫	৯
মোট	৩৮	৩৬৯৭	৩৩৮	৮১৬
শতকরা			৯.১৪%	২২.০৭%

চার্ট-৪.৫৫



উপরিউক্ত সারণি ৪.৬৭ ও চার্ট ৪.৫৫ হতে দেখা যাচ্ছে, নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীতে রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা ৮১৬টি এবং রুগ্ম শিল্প ইউনিট সংখ্যা ৩৩৮টি। যা মোট শিল্প ইউনিটের যথাক্রমে ২২.০৭% ও ৯.১৪%। গবেষণায় প্রাপ্ত রুগ্ম শিল্প ইউনিট সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিসিকের ৪ অঞ্চলের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে রুগ্ম শিল্প ইউনিট সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (প্রায় ১৫%) এবং সবচেয়ে কম রাজশাহী অঞ্চলে (প্রায় ৫%)।

ঢাকা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট সংখ্যা সবচেয়ে বেশি নরসিংদী, রাজবাড়ী, কেরানীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও জামদানী শিল্পনগরীতে। নরসিংদী শিল্পনগরীতে মোট ৩৬টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ৯টি (২৫%), রাজবাড়ী শিল্পনগরীতে মোট ৫৩টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ১২টি (প্রায় ২৩%), কেরানীগঞ্জ শিল্পনগরীতে মোট ১১৮টি শিল্প

ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ২০টি (প্রায় ১৭%), মানিকগঞ্জ শিল্পনগরীতে মোট ২৪টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ৪টি (প্রায় ১৭%) এবং জামদানী শিল্পনগরীতে মোট ৪০৭টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ৫৭টি (১৪%)।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট সংখ্যা সবচেয়ে বেশি খাগড়াছড়ি, ফেনী, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার ও ফৌজদারহাট শিল্পনগরীতে। খাগড়াছড়ি শিল্পনগরীতে মোট ৫টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ৩টি (৬০%), ফেনী শিল্পনগরীতে মোট ৪৬টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ১২টি (প্রায় ২৬%), কুমিল্লা শিল্পনগরীতে মোট ৬৮টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ১৬টি (প্রায় ২৪%), মৌলভীবাজার শিল্পনগরীতে মোট ৬২টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ১৩টি (প্রায় ২১%) এবং ফৌজদারহাট শিল্পনগরীতে মোট ৬৫টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ১১টি (প্রায় ১৭%)।

রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট সংখ্যা সবচেয়ে বেশি গাইবান্ধা, নাটোর ও রাজশাহী শিল্পনগরীতে। গাইবান্ধা শিল্পনগরীতে মোট ৫৩টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ১০টি (প্রায় ১৯%), নাটোর শিল্পনগরীতে মোট ৩৮টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ৩টি (প্রায় ৮%) এবং রাজশাহী শিল্পনগরীতে মোট ২০৪টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ১৫টি (প্রায় ৭%)।

খুলনা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কুষ্টিয়া, খুলনা ও পটুয়াখালী শিল্পনগরীতে। কুষ্টিয়া শিল্পনগরীতে মোট ১১টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ৪টি (প্রায় ৩৬%), খুলনা শিল্পনগরীতে মোট ৮৬টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ১৮টি (প্রায় ২১%) এবং পটুয়াখালী শিল্পনগরীতে মোট ৪২টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে রুগ্ম শিল্প ইউনিট ৭টি (প্রায় ১৭%)।

(৫) শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার কারণসমূহ

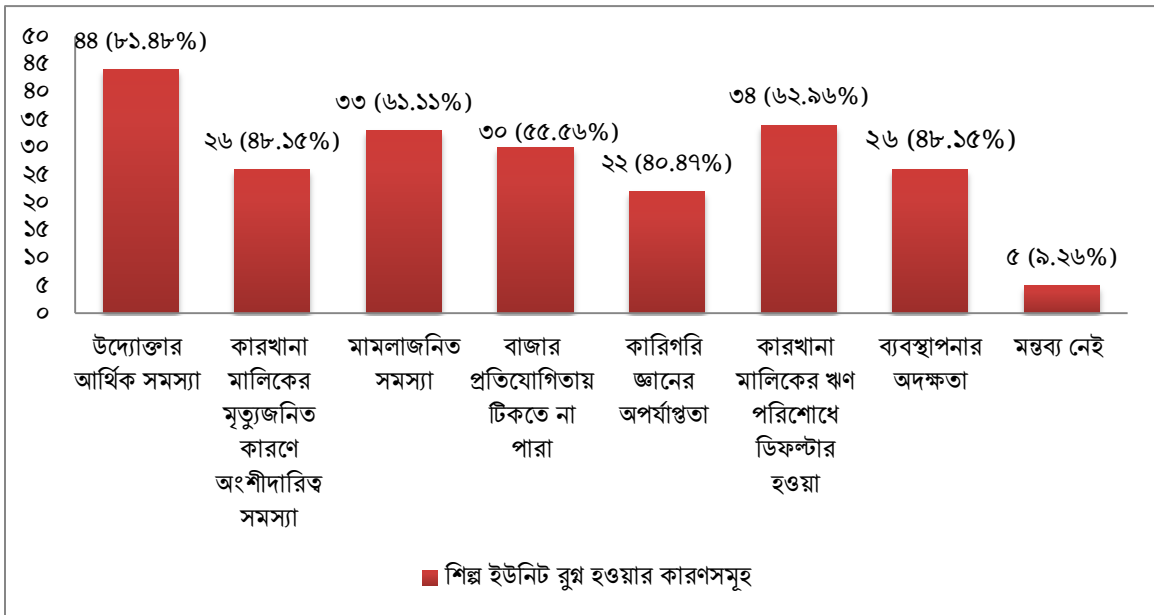
বিসিকের অনেক শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ায় এর কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। উক্ত গবেষণায় নির্বাচিত উত্তরদাতাগণ শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার জন্য যেসব বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬৮

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উদ্যোক্তার আর্থিক সমস্যা	কারখানা মালিকের মৃত্যুজনিত কারণে অংশীদারিত্ব সমস্যা	মামলাজ নিত সমস্যা	বাজার প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা	কারিগরি জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা	কারখানা মালিকের ঋণ পরিশোধে ডিফল্টার হওয়া	ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা	মন্তব্য নেই
ঢাকা	১২	১৭	১৬	১১	১২	১১	৮	১৩	৮	০
চট্টগ্রাম	১১	১৬	১০	৭	৮	৭	৩	৬	৭	৪
রাজশাহী	৯	১৩	১১	৪	৯	৭	৭	৮	৫	১
খুলনা	৬	৮	৭	৪	৪	৫	৪	৭	৬	০
মোট	৩৮	৫৪	৪৪	২৬	৩৩	৩০	২২	৩৪	২৬	৫
শতকরা			৮১.৪৮%	৪৮.১৫%	৬১.১১%	৫৫.৫৬%	৪০.৪৭%	৬২.৯৬%	৪৮.১৫%	৯.২৬%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৫৬



বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার কারণ কী, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, উপরিউক্ত সারণি ৪.৬৮ ও চার্ট ৪.৫৬ হতে দেখা যাচ্ছে, মোট ৫৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৪ জন (৮১.৪৮%) উদ্যোক্তার আর্থিক সমস্যাকে, ৩৪ জন (৬২.৯৬%) কারখানা মালিকের ঋণ পরিশোধে ডিফল্টার হওয়াকে এবং ৩৩ জন (৬১.১১%) মামলাজ নিত সমস্যাকে প্লট রুগ্ন হওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ প্রশ্নে ৫ জন (৯.২৬%) কোনো মন্তব্য করেন নাই। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, প্লট রুগ্ন হওয়ার প্রধান কারণ উদ্যোক্তার আর্থিক সমস্যা। যেসব উদ্যোক্তা আর্থিক সংকটের কারণে তাদের রুগ্ন শিল্প ইউনিট চালু করতে পারছেন না, তাদেরকে বিসিক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা ব্যাংক ঋণ পেতে সুপারিশ করা যেতে পারে। বিসিক শিল্পনগরীর রুগ্ন শিল্প ইউনিটগুলো গবেষণা করে রুগ্ন শিল্প ইউনিট চালুর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

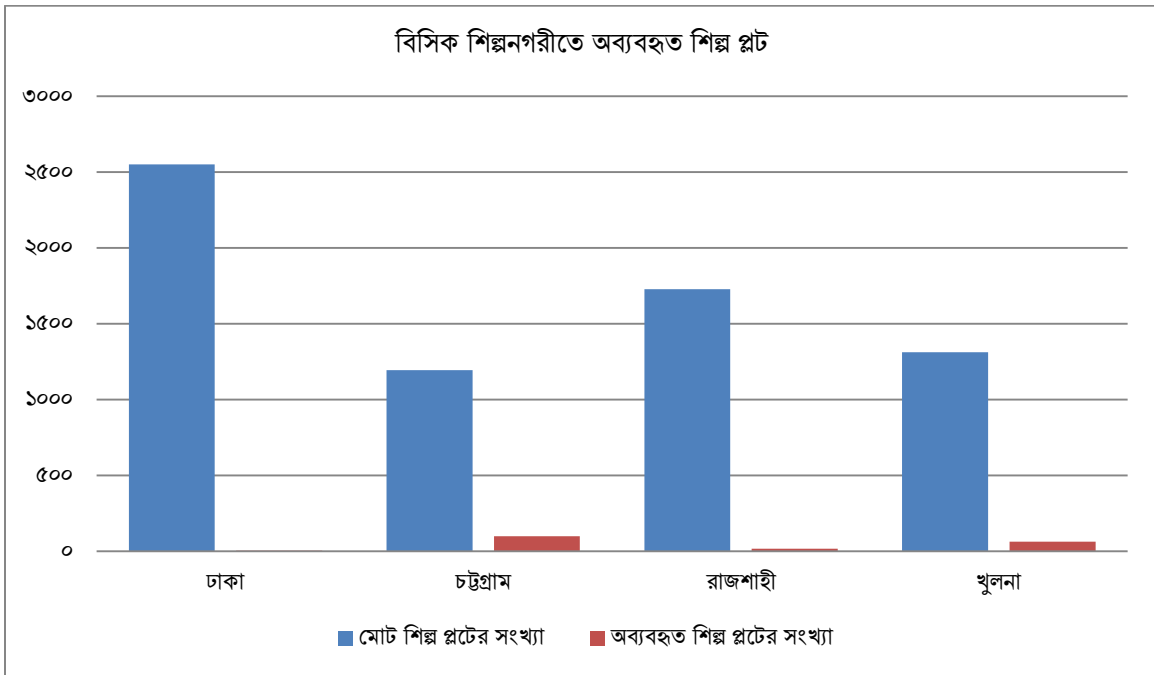
(৬) বিসিক শিল্পনগরীতে অব্যবহৃত শিল্প প্লট

গবেষণার জন্য বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৬৯

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	মোট শিল্প প্লটের সংখ্যা	অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা
ঢাকা	১২	২৫৫২	৩
চট্টগ্রাম	১১	১১৯৩	৯৯
রাজশাহী	৯	১৭২৮	১৭
খুলনা	৬	১৩১২	৬৩
মোট	৩৮	৬৭৮৫	১৮২
শতকরা			২.৬৮%

চার্ট-৪.৫৭



উপরিউক্ত সারণি ৪.৬৯ ও চার্ট ৪.৫৭ হতে দেখা যাচ্ছে, নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীতে মোট প্লটের সংখ্যা ৬৭৮৫ টি এর মধ্যে ১৮২টি প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে যা মোট শিল্প প্লটের ২.৬৮%। গবেষণায় প্রাপ্ত অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিসিকের ৪ অঞ্চলের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৮.৩%) এবং সবচেয়ে কম ঢাকা অঞ্চলে (০.১২%)। চট্টগ্রাম অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি রাজশাহী, খাগড়াছড়ি ও ফেনী শিল্পনগরীতে। রাজশাহী শিল্পনগরীতে মোট ৮৬টি শিল্প প্লটের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লট ৪৮টি (৫৬%), খাগড়াছড়ি শিল্পনগরীতে মোট ৭১টি শিল্প প্লটের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লট ৩৩টি (প্রায় ৪৭%) এবং ফেনী শিল্পনগরীতে মোট ১৪২টি শিল্প প্লটের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লট ১২টি (প্রায় ৯%)। পার্বত্য এলাকায় শিল্প প্লটের চাহিদা কম থাকায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে এসব প্লটের বরাদ্দের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি লালমনিরহাট শিল্পনগরীতে। লালমনিরহাট শিল্পনগরীতে মোট ১০৭টি শিল্প প্লটের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লট ৯টি (প্রায় ৯%)। খুলনা অঞ্চলের নির্বাচিত শিল্পনগরীসমূহের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বরিশাল শিল্পনগরীতে। বরিশাল শিল্পনগরীতে মোট ৪৭০টি শিল্প প্লটের মধ্যে অব্যবহৃত শিল্প প্লট ৬১টি (প্রায় ১৩%)। বরিশাল শিল্পনগরীতে গ্যাস এবং পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

(৭) বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট অব্যবহৃত পড়ে থাকার কারণসমূহ

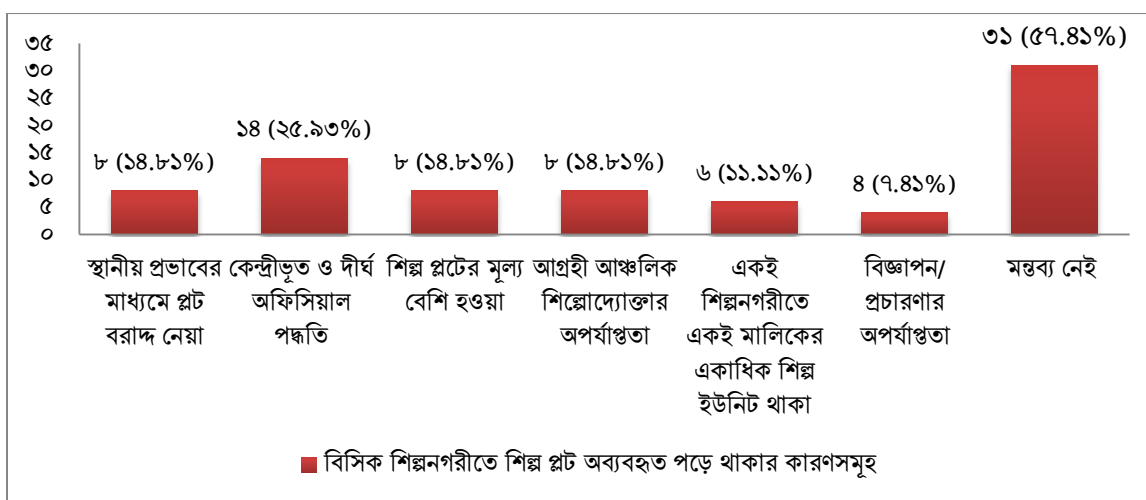
বিসিকের অনেক শিল্প প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। উক্ত গবেষণায় নির্বাচিত উত্তরদাতাগণ শিল্প প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার জন্য যেসব বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৭০

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	স্থানীয় প্রভাবের মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ নেয়া	কেন্দ্রীভূত ও দীর্ঘ অফিসিয়াল পদ্ধতি (অনুমতি/নাম পরিবর্তন/ব্যবসাপরিবর্তন/মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি)	শিল্প প্লটের মূল্য বেশি হওয়া	আগ্রহী আঞ্চলিক শিল্পোদ্যোক্তার অপরিপািততা	একই শিল্পনগরীতে একই মালিকের একাধিক শিল্প ইউনিট থাকা	বিজ্ঞাপন/প্রচারণার অপরিপািততা	মন্তব্য নেই
ঢাকা	১২	১৭	৩	৬	৩	২	১	২	১০
চট্টগ্রাম	১১	১৬	৩	৪	৪	৫	৩	২	৬
রাজশাহী	৯	১৩	০	৩	১	১	১	০	৯
খুলনা	৬	৮	২	১	০	০	১	০	৬
মোট	৩৮	৫৪	৮	১৪	৮	৮	৬	৪	৩১
শতকরা			১৪.৮১%	২৫.৯৩%	১৪.৮১%	১৪.৮১%	১১.১১%	৭.৪১%	৫৭.৪১%

ঢাকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৫৮



বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট অব্যবহৃত পড়ে থাকার কারণ কী, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, উপরিউক্ত সারণি ৪.৭০ ও চার্ট ৪.৫৮ হতে দেখা যাচ্ছে, মোট ৫৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৪ জন (২৫.৯৩%) কেন্দ্রীভূত ও দীর্ঘ অফিসিয়াল পদ্ধতি (অনুমতি/নাম পরিবর্তন/ব্যবসাপরিবর্তন/মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি) কে এবং ৮ জন (১৪.৮১%) স্থানীয় প্রভাবের মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ নেয়া, শিল্প প্লটের মূল্য বেশি হওয়া ও আগ্রহী আঞ্চলিক শিল্পোদ্যোক্তার অপরিপািততাকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রশ্নে ৩১ জন

(৫৭.৪১%) কোনো মন্তব্য করেন নাই। অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা কমিয়ে আনতে বিসিকের কেন্দ্রীভূত ও দীর্ঘ অফিসিয়াল পদ্ধতি (অনুমতি/নাম পরিবর্তন/ব্যবসা পরিবর্তন/মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি) সহজ করতে হবে। রাজনৈতিক বা স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে যাতে প্রকৃত উদ্যোক্তা নয় এমন ব্যক্তি প্লট নিতে না পারে এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং যেখানে আগ্রহী আঞ্চলিক শিল্পোদ্যোক্তার অপরিপূর্ণতা রয়েছে এমন জায়গায় রাজনৈতিক/স্থানীয় চাপের কারণে নতুন শিল্প পার্ক স্থাপন করা যাবে না।

(৮) বিসিক শিল্পনগরীতে বিনিয়োগের খাতসমূহ

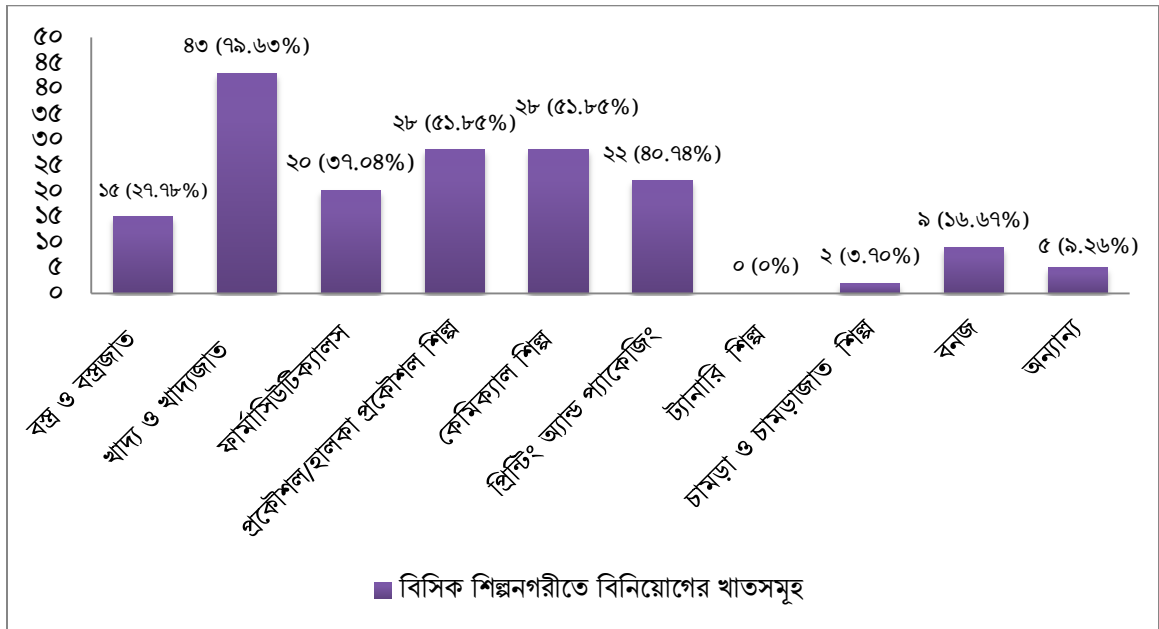
বিসিকের সকল শিল্পনগরীতে বিনিয়োগের খাত একই রকম নয়। কোনো শিল্পনগরীতে খাদ্য ও খাদ্যজাত খাতে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে আবার কোনো শিল্পনগরীতে বস্ত্র খাতে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে। গবেষণার জন্য বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৭১

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	বস্ত্র ও বস্ত্রজাত	খাদ্য ও খাদ্যজাত	ফার্মাসিউটিক্যালস	প্রকৌশল/হালকা প্রকৌশল শিল্প	কেমিক্যাল শিল্প	প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং	ট্যানারি শিল্প	চামড়া ও চামড়া জাত শিল্প	বনজ	অন্যান্য
ঢাকা	১২	১৭	৯	১০	৭	৭	৮	৭	০	১	০	২
চট্টগ্রাম	১১	১৬	২	১৪	৪	৭	৬	৬	০	০	৫	৩
রাজশাহী	৯	১৩	৩	১৩	৫	৭	৯	৫	০	০	২	০
খুলনা	৬	৮	১	৬	৪	৭	৫	৪	০	১	২	০
মোট	৩৮	৫৪	১৫	৪৩	২০	২৮	২৮	২২	০	২	৯	৫
শতকরা			২৭.৭৮%	৭৯.৬৩%	৩৭.০৪%	৫১.৮৫%	৫১.৮৫%	৪০.৭৪%	০%	৩.৭০%	১৬.৬৭%	৯.২৬%

টাকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৫৯



উপরিউক্ত সারণি ৪.৭১ ও চার্ট ৪.৫৯ হতে দেখা যাচ্ছে, মোট ৫৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৩ জন (৭৯.৬৩%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীতে বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে খাদ্য ও খাদ্যজাত খাতে, ২৮ জন (৫১.৮৫%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীতে বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে প্রকৌশল/হালকা প্রকৌশল শিল্প ও কেমিক্যাল শিল্প খাতে এবং ২২ জন (৪০.৭৪%) মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীতে বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং খাতে। উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে বিসিক শিল্পনগরীতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে খাদ্য ও খাদ্যজাত খাতে।

(৯) বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

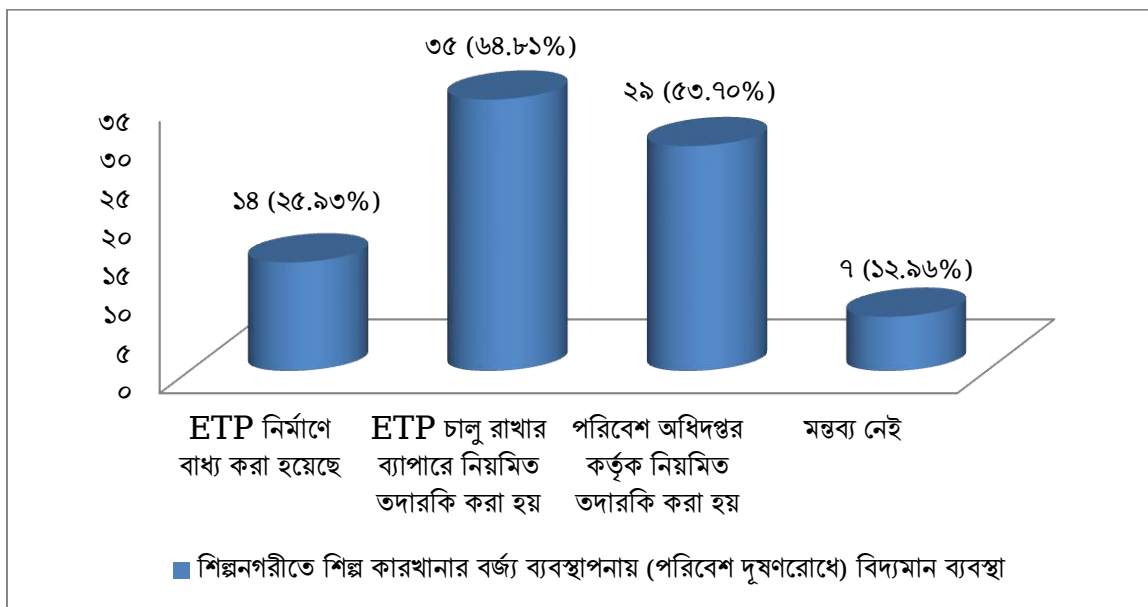
শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সৃষ্ট শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা। শিল্প বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে এটি পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে। বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান চিত্র নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৭২

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শিল্পনগরীতে শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় (পরিবেশ দূষণরোধে) বিদ্যমান ব্যবস্থা			
			ETP নির্মাণে বাধ্য করা হয়েছে	ETP চালু রাখার ব্যাপারে নিয়মিত তদারকি করা হয়	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হয়	মন্তব্য নেই
ঢাকা	১২	১৭	৭	১০	১০	৩
চট্টগ্রাম	১১	১৬	৪	১২	৬	৩
রাজশাহী	৯	১৩	০	৬	৮	১
খুলনা	৬	৮	৩	৭	৫	০
মোট	৩৮	৫৪	১৪	৩৫	২৯	৭
শতকরা			২৫.৯৩%	৬৪.৮১%	৫৩.৭০%	১২.৯৬%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৬০



বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কী ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উপরিউক্ত সারণি ৪.৭২ ও চার্ট ৪.৬০ হতে দেখা যাচ্ছে, মোট ৫৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৫ জন (৬৪.৮১%) জানান; বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ETP চালু রাখার ব্যাপারে নিয়মিত তদারকি করা হয়, ২৯ জন (৫৩.৭০%) বলেন; বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত

তদারকি করা হয় এবং ১৪ জন (২৫.৯৩) বলেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ETP নির্মাণে বাধ্য করা হচ্ছে। এ প্রশ্নে ৭ জন (১২.৯৬%) কোনো মন্তব্য করেন নাই।

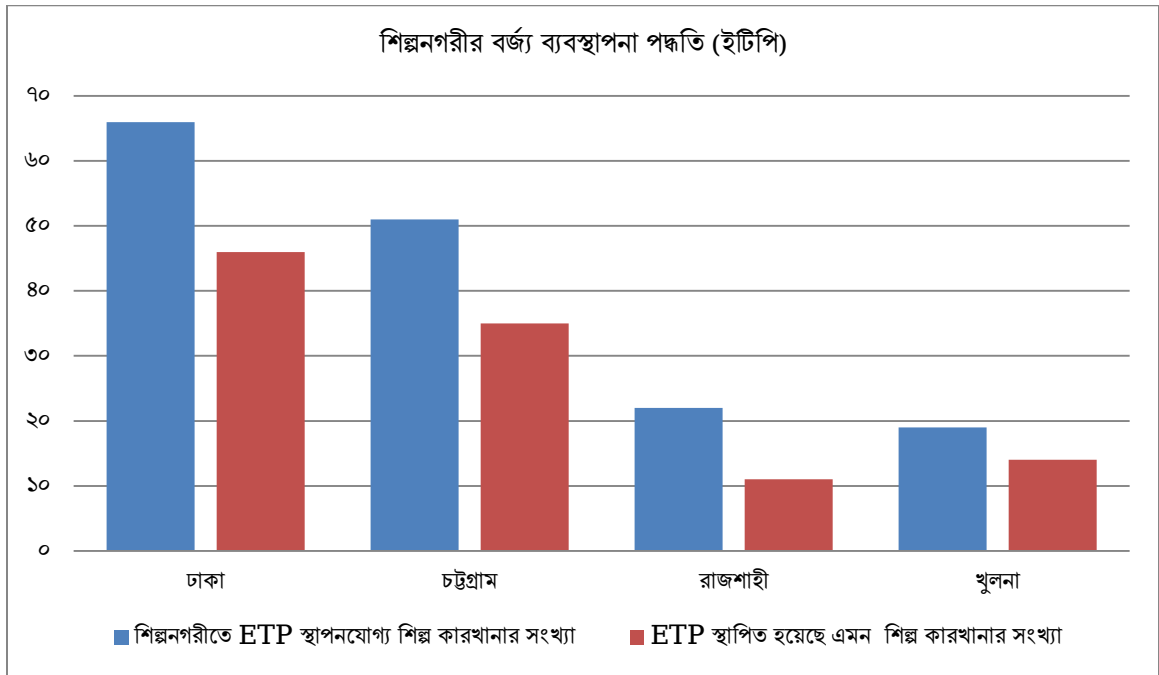
(১০) শিল্পনগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (ইটিপি)

বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ETP সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৭৩

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	শিল্পনগরীতে ETP স্থাপনযোগ্য শিল্প কারখানার সংখ্যা	ETP স্থাপিত হয়েছে এমন শিল্প কারখানার সংখ্যা
ঢাকা	১২	৬৬	৪৬
চট্টগ্রাম	১১	৫১	৩৫
রাজশাহী	৯	২২	১১
খুলনা	৬	১৯	১৪
মোট	৩৮	১৫৮	১০৬
শতকরা			৬৭.০৯%

চার্ট-৪.৬১



উপরিউক্ত সারণি ৪.৭৩ ও চার্ট ৪.৬১ হতে দেখা যাচ্ছে, নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীতে ETP স্থাপনযোগ্য শিল্প কারখানার সংখ্যা ১৫৮টি এবং ETP স্থাপিত হয়েছে এমন শিল্প কারখানার সংখ্যা ১০৬টি। যা ETP স্থাপনযোগ্য শিল্প কারখানার ৬৭.০৯%। যেসব ETP স্থাপনযোগ্য শিল্প কারখানায় ETP স্থাপিত হয় নাই সেসব কারখানার জন্য ETP স্থাপনে বিসিক সহায়তা প্রদান করতে পারে এবং এ সব ETP চালু রাখার ব্যাপারে বিসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। শিল্প কারখানায় স্থাপিত ETP নিয়মিত চালু রাখা কিনা তা বিসিক কর্তৃক তদারকি করা প্রয়োজন।

(১১) প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য

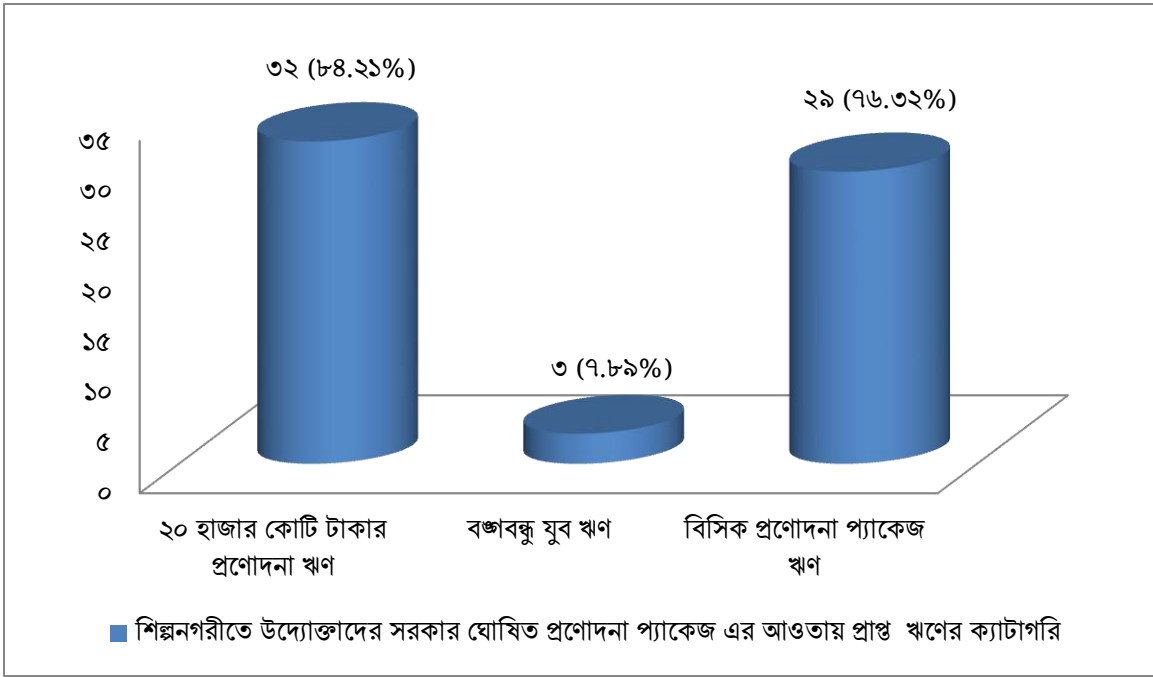
কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৭৪

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	শিল্পনগরীতে উদ্যোক্তাদের সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ এর আওতায় প্রাপ্ত ঋণের ক্যাটাগরি		
		২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঋণ	বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ	বিসিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ
ঢাকা	১২	১০	০	৭
চট্টগ্রাম	১১	৯	০	৭
রাজশাহী	৯	৯	৩	৯
খুলনা	৬	৪	০	৬
মোট	৩৮	৩২	৩	২৯
শতকরা		৮৪.২১%	৭.৮৯%	৭৬.৩২%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৬২



উপরিউক্ত সারণি ৪.৭৪ ও চার্ট ৪.৬২ হতে দেখা যাচ্ছে, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ এর আওতায় নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীর মধ্যে ৩২টি (৮৪.২১%) শিল্পনগরীতে উদ্যোক্তাগণ ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঋণ, ২৯টি (৭৬.৩২%) শিল্পনগরীতে উদ্যোক্তাগণ বিসিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ এবং ৩টি (৭.৮৯%) শিল্পনগরীতে উদ্যোক্তাগণ বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ সহায়তা পেয়েছেন।

(১২) বিসিক শিল্পনগরীসমূহে নারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে

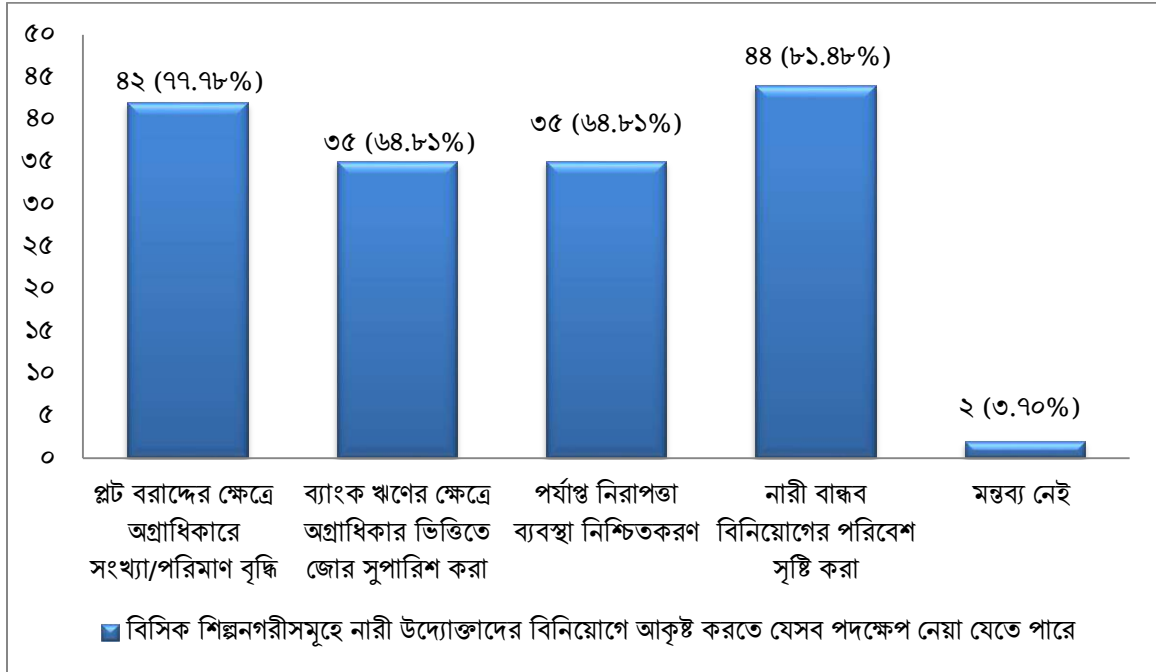
নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করতে এবং নারী উদ্যোক্তাদের বিসিক শিল্পনগরীতে বিনিয়োগে আগ্রহী করতে বিসিক যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে সে সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৭৫

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারে সংখ্যা/পরিমাণ বৃদ্ধি	ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জোর সুপারিশ করা	পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	নারীবান্ধব বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা	মন্তব্য নেই
ঢাকা	১২	১৭	১৩	৭	৯	১৩	১
চট্টগ্রাম	১১	১৬	১২	১১	৯	১২	১
রাজশাহী	৯	১৩	১১	১০	৯	১২	০
খুলনা	৬	৮	৬	৭	৮	৭	০
মোট	৩৮	৫৪	৪২	৩৫	৩৫	৪৪	২
শতকরা			৭৭.৭৮%	৬৪.৮১%	৬৪.৮১%	৮১.৮৮%	৩.৭০%

টীকাঃ একের অধিক উত্তর হওয়ার কারণে মোট ১০০ হবে না।

চার্ট-৪.৬৩



উপরিউক্ত সারণি ৪.৭৫ ও চার্ট ৪.৬৩ হতে দেখা যাচ্ছে, বিসিক শিল্পনগরীসমূহে নারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে এমন প্রশ্নে মোট ৫৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৪ জন (৮১.৮৮%) নারীবান্ধব বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা, ৪২ জন (৭৭.৭৮%) প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারে সংখ্যা/পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ৩৫ জন (৬৪.৮১%) ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জোর সুপারিশ করা ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ করার কথা উল্লেখ করেন।

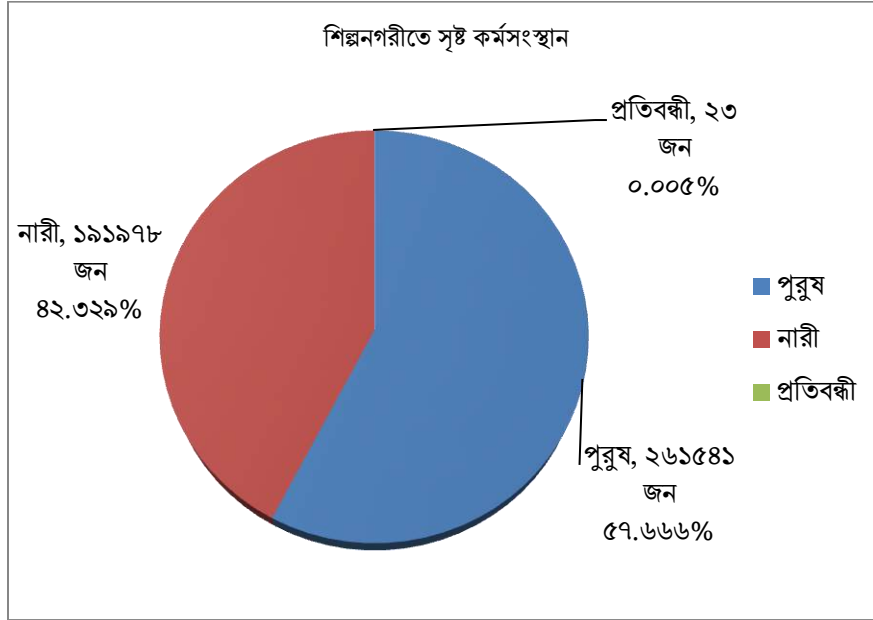
(১৩) শিল্পনগরীতে সৃষ্ট কর্মসংস্থান

বিসিকের ৭৯টি শিল্পনগরীতে প্রায় ৮.৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গবেষণার জন্য বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীতে সৃষ্ট কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৪.৭৬

অঞ্চলের নাম	নির্বাচিত শিল্পনগরীর সংখ্যা	মোট কর্মসংস্থান (জন)	পুরুষ (জন)	নারী (জন)	৩য় লিঙ্গ	প্রতিবন্ধী (জন)
ঢাকা	১২	৩৪৬৮৯৪	১৮৭৫০১	১৫৯৩৯৩	০	০
চট্টগ্রাম	১১	৪৬৫৭৮	৩২৩৬০	১৪২১৮	০	০
রাজশাহী	৯	৩৬৯৯৩	২৪৪৫৪	১২৫১৭	০	২২
খুলনা	৬	২৩০৭৭	১৭২২৬	৫৮৫০	০	১
মোট	৩৮	৪৫৩৫৪২	২৬১৫৪১	১৯১৯৭৮	০	২৩
শতকরা			৫৭.৬৬৬%	৪২.৩২৯%	০%	০.০০৫%

চার্ট-৪.৬৪



উপরিউক্ত সারণি ৪.৭৬ ও চার্ট ৪.৬৪ হতে দেখা যাচ্ছে, নির্বাচিত ৩৮টি শিল্পনগরীতে মোট ৪৫৩৫৪২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ২৬১৫৪১ জন (৫৭.৬৬৬%), নারী ১৯১৯৭৮ জন (৪২.৩২৯%) এবং প্রতিবন্ধী ২৩ জন (০.০০৫%)।

পঞ্চম অধ্যায়

“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং গবেষণা কমিটির পর্যবেক্ষণের আলোকে চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ/সমস্যাসমূহঃ

১। অবকাঠামোগত সমস্যাঃ

অবকাঠামোগত সমস্যা বিসিক শিল্পনগরীর প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ গবেষণায় দেখা যায় প্রায় ৬৭% উত্তরদাতা মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর প্রধান সমস্যাগুলোর একটি হলো অবকাঠামোগত সমস্যা। বিসিক শিল্পনগরীর অধিকাংশ রাস্তা গর্ত ও খানাখন্দে ভরা, একটু বৃষ্টি হলেই অনেক রাস্তা পানিতে তলিয়ে যায় এবং রাস্তায় কাদা জমে যায়। এর ফলে উদ্যোক্তাদের পণ্য পরিবহনে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এতে একদিকে যেমন সময় অপচয় হয় অন্য দিকে পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় প্রায় ২৭% উত্তরদাতা মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ৪১-৬০% রাস্তা ব্যবহারযোগ্য এবং প্রায় ২৪% উত্তরদাতা মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ২১% এরও কম অংশ রাস্তা ব্যবহারযোগ্য। বিসিক শিল্পনগরীর অধিকাংশ ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না এবং অনেক ড্রেনের পাড় ভেঙে ড্রেনের পানি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত গবেষণার প্রায় ৩২% উত্তরদাতা মনে করেন বিসিক শিল্পনগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থার ২১% এরও কম অংশ ব্যবহারযোগ্য।

২। ইউটিলিটি সমস্যাঃ

বিসিক শিল্পনগরীর আর একটি সমস্যা হলো ইউটিলিটি সমস্যা। বিসিকের অধিকাংশ শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ নেই, ফলে উদ্যোক্তারা বিকল্প ব্যবস্থায় তাদের পণ্য উৎপাদন করে থাকেন। যেসব শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ রয়েছে সেসব শিল্পনগরীর অনেকগুলোতে গ্যাসের চাপ অনেক কম, ফলে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ জন্য তাদের পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। শিল্পনগরীগুলোতে পানির পাম্প থাকলেও বিসিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদামতো পানি সরবরাহ করতে পারছে না। কিছু কিছু শিল্পনগরীতে পানির লেয়ার অনেক নিচে নেমে যাওয়ায় শিল্পনগরীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোনো পানিই সরবরাহ করতে পারছেন। শিল্প মালিকেরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাদের পানির চাহিদা পূরণ করেন। উত্তরদাতাদের প্রায় ৩৪% মনে করেন বিসিক তাদের পানির চাহিদার শতকরা (০-২০) ভাগ পূরণ করতে পারছে। অনেক শিল্পনগরীতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য উৎপাদনে বাধার সম্মুখীন হন।

৩। নিরাপত্তাজনিত সমস্যাঃ

বিসিকের অধিকাংশ শিল্পনগরীতে সীমানা প্রাচীর এবং কোনো নিরাপত্তা গেইট নেই। এর ফলে যে কেউ যেকোনো সময় শিল্পনগরীর ভিতর ঢুকতে পারে। এতে করে শিল্পনগরীতে বহিরাগতদের উৎপাত বেড়ে যায় এবং অনেক সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানে এসে চাঁদা দাবী করে। নিরাপত্তা প্রহরী না থাকায় এটি তদারকি করাও কষ্টকর। অধিকাংশ শিল্পনগরীর রাস্তায় কোনো সড়ক বাতি না থাকায় সন্ধ্যার পর শিল্পনগরীতে ভুতুড়ে অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৪। দীর্ঘ অফিসিয়াল পদ্ধতিঃ

দীর্ঘ অফিসিয়াল পদ্ধতির (অনুমতি/নাম পরিবর্তন/ব্যবসা পরিবর্তন/মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি) কারণে অনেক সময় শিল্পনগরীর রুগ্ম শিল্প ইউনিট বা অব্যবহৃত শিল্প প্লট নতুন উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ বা হস্তান্তর করা সম্ভব হয় না। ফলে একদিকে যেমন শিল্প প্লট দিনের পর দিন অব্যবহৃত পড়ে থাকছে অন্য দিকে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৫। প্লটের স্বল্পতাঃ

অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক তাদের ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করতে চাইলেও শিল্পনগরীসমূহে পর্যাপ্ত প্লট না পাওয়ার কারণে তারা তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ করতে পারে না।

৬। শিল্পনগরীর রুগ্ন/ অব্যবহৃত শিল্প প্লটঃ

অনেক সময় উদ্যোক্তারা স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট বরাদ্দ নিয়ে সেখানে কারখানা স্থাপন না করে দিনের পর দিন ফেলে রাখে, ফলে শিল্প প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। এ ছাড়া অনেক শিল্প মালিক প্লট ব্যাংকে আবদ্ধ রেখে ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করে না, ঋণের অর্থ অন্য কোন খাতে ব্যয় করছে, যে কারণে রুগ্ন/পরিত্যক্ত প্লটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্লট আবদ্ধ রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া প্লট বাতিল করতে আইনি জটিলতা দেখা দেয় প্রেক্ষিতে প্লট বাতিল করা যাচ্ছেনা।

৭। শিল্পনগরীর জায়গা নির্বাচনঃ

অনেক শিল্পনগরীর অবস্থান এমন জায়গায় যেখানে শিল্প স্থাপনে তেমন আগ্রহী উদ্যোক্তা পাওয়া যায় না। ফলে শিল্পনগরীর অধিকাংশ প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

৮। শিল্পনগরীর জনবল কাঠামোঃ

অধিকাংশ শিল্পনগরীতে অনুমোদিত জনবল থেকে কর্মরত জনবল অনেক কম থাকার কারণে শিল্পনগরী ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম পরিচালনাসহ শিল্প মালিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ আদায় বাধাগ্রস্ত হয়। এ জন্য অনেক জায়গায় আদায়যোগ্য সার্ভিস চার্জ থেকে আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ অনেক কম।

৯। ভূমিকরঃ

উদ্যোক্তাদের মতে তাদের শিল্পনগরীর ভূমিকর বিসিক এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা উভয়কে দিতে হয়। এই দ্বৈত কর প্রদান তাদের জন্য বাড়তি বোঝা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) ও Key Informant Interview (KII)

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা সম্পাদনের জন্য বিসিকের চারটি অঞ্চলের মধ্যে ঢাকা ও রাজশাহী অঞ্চলের শিল্প উদ্যোক্তাদের নিয়ে দুটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) করা হয়। এই ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)-র মাধ্যমে বিসিকের বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বিভিন্ন সমস্যা এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় উঠে আসে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) (ঢাকা অঞ্চল)

বিসিকের ঢাকা অঞ্চলের অধীন বিসিক শিল্পনগরী জয়দেবপুর, কোনাবাড়ি, গাজীপুরে একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) অনুষ্ঠিত হয়। এই FGD তে বিসিক শিল্পনগরী, জয়দেবপুর, কোনাবাড়ি, গাজীপুরের শিল্পোদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এই FGD তে শিল্পনগরীর মূল সমস্যাসমূহ, রাস্তা ও ড্রেন সম্পর্কিত, পানি সম্পর্কিত, প্লট খালি থাকার কারণ, শিল্প ইউনিট রুগ্ন থাকার কারণ এবং বিসিকের সেবায় শিল্প মালিকদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। শিল্প মালিকেরা শিল্পনগরীর বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায় বিষয়ে খোলা-মেলা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

FGD তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	শিল্পোদ্যোক্তার নাম	পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব নাসির উদ্দিন মোল্লা	কাউন্সিলর, ০৯ নং ওয়ার্ড, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
২।	জনাব মোঃ ফারহান হোসেন	মহাব্যবস্থাপক, ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রিজ
৩।	জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন	স্বত্বাধিকারী, সিনহা নীটওয়ার।
৪।	জনাব আলী আহমেদ রাজু	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওমর শ্রেট এন্ড প্যাকেজিং।
৫।	জনাব মোঃ মোস্তাক আহম্মদ	ব্যবস্থাপক (এডমিন), কানিজ ফ্যাশনস লিঃ
৬।	জনাব আনোয়ার হোসেন	স্বত্বাধিকারী, গালিব নীটওয়ার।
৭।	জনাব মুহাম্মদ আকবর হোসেন	এডমিন ম্যানেজার, লাইফ টেক্সটাইল (প্রাঃ) লিঃ
৮।	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান	ব্যবস্থাপক, নেপচুন ল্যাবরেটরীজ
৯।	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন	উপব্যবস্থাপক, কানিজ ফ্যাশনস লিঃ
১০।	জনাব মোঃ সামছুল আলম	স্বত্বাধিকারী, তমিজউদ্দিন টেক্সঃ মিঃ লিঃ
১১।	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান	স্বত্বাধিকারী, সায়মন শাইনিং ফেব্রিক্স
১২।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহ-সভাপতি, বিসিক শিল্পনগরী সমবায় সমিতি
১৩।	জনাব আজিজুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক, মালিক সমিতি

বিসিক শিল্পনগরীসমূহের মূল সমস্যাগুলো কি এ বিষয়ে আলোচনা করা হলে জনাব জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, স্বত্বাধিকারী, সায়মন শাইনিং ফেব্রিক্স বলেন, শিল্পনগরীতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না, ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। পল্লী বিদ্যুৎ থেকে ১২-১৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে শিল্পনগরীর জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক REB কে ডিও লেটার প্রদানের বিষয়ে বিসিক কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারে। শিল্পনগরীর ভূমিকর বিসিক এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা উভয়কে দিতে হয়। এই দ্বৈত কর প্রদান তাদের জন্য বাড়তি বোঝা বলে তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেন।

বিসিক শিল্পনগরী সমবায় সমিতির সহ-সভাপতি জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, শিল্পনগরীর রাস্তায় কোন লাইট না থাকায় রাতের বেলায় প্রায় চুরি ও হিনতাই এর মত ঘটনা ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিসিকের মাধ্যমে রাস্তায় লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে বলে তিনি অভিমত দেন।

জনাব আলী আহমেদ রাজু, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওমর থ্রেট এন্ড প্যাকেজিং বলেন, শিল্পনগরীতে আলাদাভাবে কোন ডাম্পিং ইয়ার্ড না থাকার কারণে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। অধিকাংশ সময় শিল্পনগরীর পুকুর পাড়ে ময়লা ফেলা হয়, ফলে সেগুলো পুকুরে পরে পুকুরে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রত্যেক শিল্পনগরীতে একটি করে ডাম্পিং ইয়ার্ড স্থাপন করা দরকার।

শিল্পনগরীর রাস্তা ও ড্রেন নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার করা হয় কিনা এ বিষয়ে আলোচনায় নেপচুন ল্যাবরেটরীজ এর ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বলেন, বিসিক শিল্পনগরী, গাজীপুরের রাস্তা ও ড্রেন নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার করা হয় না মাঝে মাঝে করা হয়। তিনি বলেন এখন রাস্তা ও ড্রেন এর যেটুকু কাজ হয় সেগুলো ভালো হয় কিন্তু আগে যে কাজ করা হয়েছে সেগুলো সঠিক ভাবে করা হয় নি। শিল্পনগরী, কোনাবাড়ি, গাজীপুরের রাস্তার উচ্চতা কিছুটা কম করলে ভালো হয় কারণ কারখানার থেকে রাস্তা উঁচু হওয়াতে সহজেই কারখানায় পানি ঢুকে পরে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

জনাব আজিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, মালিক সমিতি বলেন শিল্পনগরীর কিছু প্লট আছে, যারা উৎপাদন না করে ওয়ারহাউজ হিসেবে ব্যবহার করে এতে বাড়তি ও ভাড়ি গাড়ির চাপ বাড়ে একইসাথে রাস্তা ও ড্রেনের ক্ষতি সাধন করে। এ ব্যাপারে তিনি বিসিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পনগরীর রাস্তা নির্মাণের সময় আর সি সি রাস্তা এবং স্টোন চিপ দ্বারা ড্রেন নির্মাণ করা হলে রাস্তা ও ড্রেন টিকসই হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

শিল্পনগরীতে বিদ্যমান কারখানাগুলোর ব্যবহৃত পানির উৎস সম্পর্কে আলোচনায় জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সহসভাপতি, বিসিক শিল্পনগরী সমবায় সমিতি, কোনাবাড়ি, গাজীপুর বলেন, বিসিক শিল্পনগরী কোনাবাড়ি, গাজীপুরের সকল শিল্প কারখানার মালিক তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কারখানার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে থাকে। বিসিক থেকে কোনো পানি সরবরাহ করা হয় না। শিল্পনগরীর পানির পাম্প নষ্ট এবং পানি সঞ্চালন লাইন অনেক পুরাতন হওয়ায় এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা যায় না। তিনি বলেন, বিসিক কোনো প্রকার পানি সরবরাহ করে না কিন্তু প্রতি মাসে পানির জন্য চার্জ আদায় করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য অবশ্যই বিসিক থেকে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিল্পনগরীর পানির চাহিদা নিরূপণ করে অধিক ক্ষমতার পাম্প স্থাপন এবং পানি সঞ্চালনের জন্য পানির লাইন মেরামত (ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপনসহ) করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিনহা নীটওয়ার এর স্বত্বাধিকারী জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন বলেন, বিসিকের শিল্প প্লট খালি থাকার মূল কারণ প্রচার-প্রচারণার অভাব, প্লটের মূল্য বেশি এবং এমন স্থানে শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ততটা ভালো না এবং সেখানে শিল্পোদ্যোক্তার সংখ্যা অনেক কম। যদি প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি করা যায় এবং প্লটের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায় তাহলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব একই সাথে যেখানে শিল্পনগরীর প্লট খালি রয়েছে সেখানে কিছু প্রগোদনা বা সাবসিডি়র ব্যবস্থা করা যেতে পারে মর্মে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার কারণ কি এ সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব আজিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, মালিক সমিতি কোনাবাড়ি গাজীপুর বলেন, সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করে উদ্যোক্তা নির্বাচন করে প্লট বরাদ্দ দেয়া, উদ্যোক্তাদের কারখানা চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা, একই উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্লট বরাদ্দ দেয়া এবং প্লট হস্তান্তর ফি বেশি হওয়া এবং দীর্ঘ সূত্রতাই শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার মূল কারণ। এ থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে শিল্প প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিক উদ্যোক্তা বাছাই করতে হবে এবং শিল্প ইউনিট চালুর পরেও যদি কোন শিল্প ইউনিট রুগ্ন হয়ে যায় তাহলে সেসব প্লট

বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে দ্রুত সময়ে বরাদ্দের ব্যবস্থার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্লট হস্তান্তরের ক্ষমতা বিসিকের আঞ্চলিক অফিসকে দেয়া যেতে পারে মর্মে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিসিক শিল্পনগরী সমবায় সমিতি কোনাবাড়ি গাজীপুরের সহ-সভাপতি, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার মূল কারণ উদ্যোক্তাদের কারখানা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ খেলাপি হওয়া, পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়া, মালিক মারা যাওয়া এবং মালিকানার দ্বন্দ্ব নিয়ে মামলা থাকা। এ থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে তিনি মনে করেন, ব্যাংক ঋণ খেলাপির জন্য বন্ধ বা রুগ্ন শিল্প ইউনিটের মালিক এবং ব্যাংক একসাথে বসে সমঝোতার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

উদ্যোক্তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে বিসিক সামগ্রিকভাবে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, এ বিষয়ক আলোচনায় জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি, বিসিক শিল্পনগরী সমবায় সমিতি, কোনাবাড়ি, গাজীপুর বলেন, বিসিকের সেবায় উদ্যোক্তাদের সন্তুষ্টি বাড়াতে বিসিকের তদারকি আরও বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, শিল্পনগরীর ভূমি কর বিসিক এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা উভয়কে দিতে হয়। এই দ্বৈত কর প্রদান তাদের জন্য বাড়তি বোঝা। এক্ষেত্রে বিসিক, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সাথে সমঝোতার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। শিল্পনগরীর রাস্তা ও ড্রেন দ্রুত মেরামত/পুনর্নির্মাণ করতে হবে এবং শিল্পনগরীতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে হলে একইসাথে শিল্পনগরীর ভিতরে চুরি ও ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা রোধকল্পে বিসিকের মাধ্যমে শিল্পনগরীর রাস্তায় লাইটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে মর্মে তিনি তার মতামত দেন।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) (রাজশাহী অঞ্চল)

বিসিকের রাজশাহী অঞ্চলের অধীন বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহীতে একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) অনুষ্ঠিত হয়। এই FGD তে বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহীর শিল্পোদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এতে শিল্পনগরীর মূল সমস্যাসমূহ, রাস্তা ও ড্রেন সম্পর্কিত, পানি সম্পর্কিত, প্লট খালি থাকার কারণ, শিল্প ইউনিট রুগ্ন থাকার কারণ এবং বিসিকের সেবায় শিল্প মালিকদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। শিল্প মালিকেরা শিল্পনগরীর বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন।

FGD তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	শিল্পোদ্যোক্তার নাম	পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব মোছা: নিলুফা ইয়াসমিন	পরিচালক, নীলাঞ্জনা সিল্ক
২।	জনাব মোঃ শাহানশাহ সুমন	ম্যানেজার, রাজশাহী সিল্ক ফ্যাশান
৩।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	মেসার্স জিয়া টিম্বার
৪।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	এডমিন অফিসার নিলয় ওসমান মটর ইন্ডাঃ লিঃ
৫।	জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান	প্রোপাইটর, এস আর নন ওভেন ব্যাগ
৬।	জনাব মোঃ আবদুল গনি	এজি প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ
৭।	জনাব আশরাফ আলী	সপুরা সিল্ক মিলস লিঃ
৮।	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী	আধুনিক সিল্ক মিলস
৯।	জনাব মোঃ আবু জাফর	মেসার্স ঢালাই কারখানা

বিসিক শিল্পনগরীসমূহের মূল সমস্যা কি এ বিষয় আলোচনায় জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, সভাপতি, বিসিক শিল্প মালিক সমিতি, রাজশাহী বলেন, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহীর রাস্তা নির্মাণের সময় ৬০ ভাগ কাজ হয়েছিলো কিন্তু বাকী ৪০ ভাগ কাজ আর করা হয়

নি। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বিসিক শিল্পনগরীর মোট রাস্তার কাজের প্রায় ৭০-৮০ ভাগ করে দিয়েছে। শিল্পনগরীতে কোন বাউন্ডারি ওয়াল নেই ফলে যে কেউ শিল্পনগরীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং অনেকেই চলাচলের জন্য শিল্পনগরীর রাস্তা ব্যবহার করে এতে শিল্পনগরী অরক্ষিত থাকে একই সাথে শিল্পনগরীগুলোর রাস্তায় কোন লাইট না থাকায় রাতের বেলায় প্রায়ই চুরি ও ছিনতাই এর মত ঘটনা ঘটে থাকে। শিল্পনগরীতে আলাদাভাবে কোন ডাম্পিং ইয়ার্ড না থাকার কারণে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। তিনি আরও বলেন, শিল্পনগরীর ভূমি কর বিসিক এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা উভয়কে দিতে হয়। এই দ্বৈত কর প্রদান তাদের জন্য বাড়তি বোঝা।

এজি প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ-এর কর্ণধার জনাব আব্দুল গনি বলেন, ফায়ার সার্ভিস, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর ইত্যাদির লাইসেন্স পেতে অনেক সময়ের সমস্যা সম্মুখীন হতে হয়। তিনি বলেন, শিল্পনগরীর প্লটের সাইজ ছোট কিন্তু মূল্য অনেক বেশি একই সাথে শিল্পনগরীতে মালিকানা হস্তান্তর প্রক্রিয়া অনেক জটিল। শিল্পনগরীতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না, ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। বিদ্যুৎ বিল ফ্লাট রেট দেয়া দরকার, পিক অফ-পিক না রাখলে উদ্যোক্তাদের জন্য সুবিধা হয়। বিদ্যুতের জন্য বিসিকের রেট আলাদা হলে ভালো হয়। প্রি-পেইড মিটার দেয়ার জন্য বিদ্যুত বিলের ক্ষেত্রে বিসিকে আগে যে সুবিধা পাওয়া যেতো সেটা আর পাওয়া যাচ্ছে না মর্মে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেন।

রাজশাহী সিদ্ধ ফ্যাশান-এর ম্যানেজার জনাব মোঃ শাহানশাহ সুমন বলেন, অধিকাংশ সময় শিল্পনগরীর পুকুর পাড়ে ময়লা ফেলা হয়, ফলে পুকুরের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রত্যেক শিল্পনগরীতে একটি করে ডাম্পিং ইয়ার্ড স্থাপন করা দরকার এবং বর্জ্য পরিবহনের ব্যবস্থা বিসিক ও শিল্পমালিক যৌথ ভাবে করা যায় কিনা এ বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। এ বিষয়ে বিসিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে মর্মে মতামত প্রকাশ করেন।

শিল্পনগরীর রাস্তা ও ড্রেন নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার করা হয় কিনা এ বিষয় আলোচনায় নীলাঞ্জনা সিদ্ধ এর পরিচালক জনাব মোছা: নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহীর রাস্তা ও ড্রেন নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার করা হয় না। রাস্তা ও ড্রেন মেরামত ও সংস্কার জন্য বার বার শিল্পনগরী কার্যালয়ে আবেদন জানানো হলেও কার্যালয় থেকে জানানো হয় অর্থ বরাদ্দ নেই। ফলে বছরে যে পরিমাণ বরাদ্দ আসে তাতে শিল্পনগরীর রাস্তা ও ড্রেনের একটি ছোট অংশ মেরামত ও সংস্কার করা যায় বাকী রাস্তা ও ড্রেন মেরামত ও সংস্কার করা হয় না ফলে তা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বিসিকের ৭০-৮০ ভাগ রাস্তার কাজ করে দিয়েছে কিন্তু বাকী কাজ আর করা হয় নি। বাকী রাস্তার কাজ জরুরী ভিত্তিতে করা দরকার। তিনি বলেন, যেহেতু বিসিকের তেমন নজরদারি থাকে না সেহেতু কিছু কিছু কারখানা মালিক ওভার লোডেড গাড়ি ব্যবহার করে এতে রাস্তা ও ড্রেনের ক্ষতি হয়ে থাকে। শিল্পনগরীর রাস্তা নির্মাণের সময় আর সি সি রাস্তা এবং স্টোন চিপ দ্বারা ড্রেন নির্মাণ করা হলে রাস্তা ও ড্রেন টেকসই হবে মর্মে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেন।

রাজশাহী সিদ্ধ ফ্যাশান-এর ম্যানেজার জনাব মোঃ শাহানশাহ সুমন বলেন, শিল্পনগরীর রাস্তায় কোন লাইট না থাকায় রাতের বেলায় প্রায় চুরি ও ছিনতাই এর মত ঘটনা ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রে শিল্পনগরীর বাউন্ডারি ওয়াল ও বিসিকের ব্যবস্থাপনায় রাস্তায় লাইটিং এর ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান।

শিল্পনগরীতে বিদ্যমান কারখানাগুলোর ব্যবহৃত পানির উৎস সম্পর্কে আলোচনায় জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, সভাপতি, বিসিক শিল্প মালিক সমিতি, রাজশাহী বলেন, বিসিক শিল্পনগরী রাজশাহীর সকল শিল্প কারখানার মালিক তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কারখানার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে থাকে। বিসিক থেকে কোনো পানি সরবরাহ করা হয় না। শিল্পনগরীর পানির পাম্প নষ্ট এবং পানি সঞ্চালন লাইন অনেক পুরাতন ফলে পানি সরবরাহ করা যায় না। তিনি বলেন, বিসিক কোনো প্রকার পানি সরবরাহ করে না কিন্তু প্রতি মাসে পানির চার্জ আদায় করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য অবশ্যই বিসিক থেকে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে অন্যথায় পানির চার্জ আদায় বন্ধ করতে হবে।

বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার কারণ কি এ সম্পর্কিত আলোচনায় জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, সভাপতি, বিসিক শিল্প মালিক সমিতি, রাজশাহী বলেন, সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করে উদ্যোক্তা নির্বাচন করে প্লট বরাদ্দ দেয়া, উদ্যোক্তাদের কারখানা চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা, একই উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্লট বরাদ্দ দেয়া, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যাচাই বাছাই ছাড়াই একাধিক প্লট বরাদ্দ দেয়া। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, রাজশাহীর শিল্পনগরীটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এখানে এখনো একাধিক প্লট অব্যবহৃত রয়েছে। একই ব্যক্তি অনেকগুলো প্লট বরাদ্দ নিয়ে ফেলে রেখেছেন। এখন বেশি দামে সেগুলো বিক্রি করছেন। এসব কারণই শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার মূল কারণ। এ থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে শিল্প প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিক উদ্যোক্তা বাছাই করতে হবে এবং এর পরেও যদি কোন শিল্প ইউনিট রুগ্ন হয়ে যায় তাহলে সেসব প্লট বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে দ্রুত সময়ে বরাদ্দের ব্যবস্থার ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্যোক্তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে বিসিক সামগ্রিকভাবে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, এ সম্পর্কিত আলোচনায় জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, সভাপতি, বিসিক শিল্প মালিক সমিতি, রাজশাহী বলেন, বিসিকের সেবায় কিছু অসন্তুষ্টি থাকলেও সামগ্রিক ভাবে তাঁরা সন্তুষ্ট। শিল্পনগরীর কিছু কিছু সমস্যার দ্রুত সমাধানের স্বার্থে কিছু ক্ষমতা বিসিক আঞ্চলিক অফিস অথবা বিসিক জেলা কার্যালয়কে দেয়া যেতে পারে (যেমনঃ প্লট হস্তান্তর, প্লট ভাড়া সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি)। তিনি বলেন, শিল্পনগরীর ভূমি কর বিসিক এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা উভয়কে দিতে হয়। এই দ্বৈত কর প্রদান তাদের জন্য বাড়তি বোঝা। যেহেতু বিসিক এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা উভয়ই সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা বিসিক শিল্পনগরীতে কোনো সার্ভিস প্রদান করে না। এক্ষেত্রে বিসিক, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সাথে সমঝোতার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। বিসিকের প্লট ভাড়া দেয়ার প্রতিশন আছে কিন্তু এটার জন্য থার্ট পার্টি এগ্রিমেন্ট করতে হয় যেটাতে অনেক সময় লাগে। আবার এক মাসের ভাড়া বিসিককে দিতে হয়। দেনা-পাওনা পরিশোধ ছাড়া ভাড়া প্রদানের সুযোগ দেয়া যেতে পারে বলে তিনি তার মতামত দেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহীর নিরাপত্তা জোরদারের জন্য শিল্পনগরীতে বাউন্ডারি ওয়াল করতে হবে। এক্ষেত্রে শিল্পনগরীর সীমান্তবর্তী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সাথে কানেক্টিং ওয়াল এর মাধ্যমে বাউন্ডারি ওয়াল করা যেতে পারে তাহলে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ খরচ কমে যাবে। প্রত্যেক শিল্পনগরীতে ২/৩ টি গেট করতে হবে। তিনি বলেন, বিসিক শিল্পনগরী রাজশাহীতে ১৬ টি পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে এই পয়েন্ট গুলোতে কানেক্টিং ওয়াল করা গেলে কম খরচে পুরো শিল্পনগরীর বাউন্ডারি ওয়াল করা সম্ভব।

এস আর নন ওভেন ব্যাগ এর প্রোপাইটর জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান বলেন, উদ্যোক্তারা যেন বিসিক এর মাধ্যমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স পেতে পারে (যেমন-ফায়ার সার্ভিস, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, Vat, Tax ইত্যাদি) সে বিষয়ে বিসিককে সহযোগিতা করতে হবে।

নীলাঞ্জনা সিঙ্ক এর পরিচালক জনাব মোহাঃ নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, বিসিকে প্লট হস্তান্তর ফি অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন দরকার হয় না কিন্তু রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বাংক ঋণ পাওয়া যায়না। এ ক্ষেত্রে বিসিক ও ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক করা যেতে পারে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইপিজেড গুলোতে উদ্যোক্তারা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সেই একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা যেন বিসিকের শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা পেতে পারে সে ব্যাপারে বিসিক কর্তৃপক্ষের উচিত শিল্পমন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

Key Informant Interview (KII) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা

“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা সম্পাদনের জন্য শিল্পনগরী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত Key Informant Interview (KII) এর মাধ্যমে শিল্পনগরী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ২০ জন ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে বিসিকের বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের মূল সমস্যা; সমস্যার পিছনে মূল কারণ; শিল্পনগরীসমূহে ইউটিলিটি সুবিধা প্রদানে বিসিকের করণীয়; বিসিক শিল্পনগরীর প্লট খালি থাকার কারণ ও উত্তরণের উপায়; শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার কারণ ও উত্তরণের উপায় এবং শিল্পনগরীর শিল্প মালিকদের সেবার মান উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে বিসিক সামগ্রিকভাবে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং তাঁদের মতামত গ্রহণ করা হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তাঁদের সূচিত মতামত প্রদান করে। শিল্পনগরী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত সমন্বয় করে নিচে তুলে ধরা হলোঃ

বিসিক শিল্পনগরীসমূহের মূল সমস্যাসমূহ

অবকাঠামোগত সমস্যাঃ

সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিসিক শিল্পনগরীর বেশিরভাগ রাস্তা গর্ত ও খানাখন্দে ভরা একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তা পানিতে তলিয়ে যায় এবং রাস্তায় কাদা জমে যায়। কোন কোন শিল্পনগরীতে রাস্তা শিল্প কারখানা থেকে অনেক উচু ফলে একটু বৃষ্টি হলেই পানি কারখানার মধ্যে ঢুকে পরে। অনেক শিল্পনগরীতে রাস্তা তৈরি করার পর আর কোন মেরামত করা হয়নি এবং অনেক শিল্পনগরীতে শিল্প মালিকরা নিজস্ব অর্থায়নে কিছু কিছু রাস্তা করেছেন। বিসিকের পুরাতন শিল্পনগরীগুলোতে কোন বাউন্ডারি ওয়াল নেই ফলে যে কেউ শিল্পনগরীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং অনেকেই চলাচলের জন্য শিল্পনগরীর রাস্তা ব্যবহার করে এতে শিল্পনগরী অরক্ষিত থাকে একই সাথে শিল্পনগরীগুলোর রাস্তায় কোন লাইট না থাকায় রাতের বেলায় প্রায় চুরি ও ছিনতাই এর মত ঘটনা ঘটে থাকে। অধিকাংশ শিল্পনগরীর ড্রেন নষ্ট, পাড় ভেঙে পানি চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে। ময়লা পানি ড্রেনে আটকে থাকে এবং একটু বৃষ্টি হলেই ড্রেনের পানি উপচে পরে।

বিসিক কর্তৃক প্রদত্ত ইউটিলিটি সার্ভিস প্রাপ্তিতে সমস্যাঃ

সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিসিকের যেসকল শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ আছে তাতে গ্যাসের চাপ অনেক কম। বিসিকের শিল্পনগরীতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না, ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ ক্ষেত্রে বিসিকের শিল্পনগরীগুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে বিসিকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে একটি সমঝোতা করা যেতে পারে। সকল শিল্পনগরীতে পানির পাম্প থাকলেও সেগুলো অধিকাংশই নষ্ট এবং পানির সঞ্চালন লাইন অকেজো এবং পানির ওভারহেড ট্যাংকের ধারণক্ষমতা অনেক কম। ফলে চাহিদা মত পানি সরবরাহ করা যায় না। বেশিরভাগ শিল্পনগরীতে কারখানার মালিকেরা তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে থাকে। বিসিক পানি সরবরাহ না করলেও প্রতি মাসে চার্জ নিয়ে থাকে।

উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে তাঁরা শিল্পনগরীর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট না থাকা এবং মনিটরিং এর অভাবকে দায়ী করেছেন। বিসিক শিল্পনগরীসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট থাকে না ফলে শিল্পনগরীসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়না। একটি শিল্পনগরীর জন্য এক অর্থবছরে যে পরিমাণ বাজেট আসে তা দিয়ে রাস্তার কিছু অংশ এবং ড্রেনের কিছু অংশ মেরামত করা যায় বাকী রাস্তা ও ড্রেন এ ভাবেই পরে থাকে এবং আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। মনিটরিং এর অভাবেও এ সমস্যাগুলো কিছুটা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় শিল্পনগরীর রাস্তায় ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত লোডের গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায় ফলে রাস্তা লোড

নিতে না পেরে নষ্ট হয়ে যায় এবং ডেনের পাড় ভেঙে পড়ে। একই সাথে শিল্পনগরীর স্বল্প বরাদ্দের যে কাজগুলো করা হয় মনিটরিং এর অভাবে সেগুলোও ঠিকমত হয়না ফলে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যাঃ

সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, পুরাতন শিল্পনগরীগুলোতে বর্জ্য ফেলার নির্দিষ্ট কোনো স্থান না থাকার কারণে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। অধিকাংশ সময় শিল্পনগরীর পুকুর পাড়ে ময়লা ফেলা হয়, ফলে সেগুলো পুকুরে পড়ে পুকুরে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রত্যেক শিল্পনগরীতে একটি করে ডাম্পিং ইয়ার্ড স্থাপন করা দরকার মর্মে অধিকাংশ উত্তরদাতা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

শিল্পনগরীর রাস্তা ও ডেন নষ্টের কারণঃ

বিসিক শিল্পনগরীর রাস্তা ও ডেন নষ্টের মূল কারণ হিসেবে উত্তরদাতাগণ নিয়মিত মেরামত/সংস্কার না করাকে দায়ী করেছেন। কিছু কিছু শিল্পনগরীতে শিল্পনগরী স্থাপনের সময় যে রাস্তা ও ডেন নির্মাণ করা হয়েছিলো সেগুলো করা হয়ে সেগুলো অদ্যাবধি আর মেরামত/সংস্কার করা হয় নি ফলে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। যদিও কিছু শিল্পনগরীতে কিছু রাস্তা ও ডেনের কাজ করা হয় মনিটরিং এর অভাবে সেই কাজগুলোও ঠিকমত করা হয় না ফলে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। অনেক শিল্পনগরীতে ডেনের স্লাব না থাকার কারণে ময়লা সরাসরি ডেনে পড়ে ডেন বন্ধ হয়ে যায়। শিল্পনগরীতে রাস্তার ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ভাড়ি গাড়ি চলাচলের কারনেও কিছু কিছু জায়গায় রাস্তা ও ডেন নষ্ট হয়ে যায়। একই সাথে শিল্পনগরীতে আর সি সি রাস্তা ও স্টোন চিপ দিয়ে আর সি সি ডেন না করার কারণে সেগুলোর স্থায়িত্ব কম হয় এবং দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।

শিল্পনগরীসমূহে ইউটিলিটি সুবিধা প্রদানে বিসিকের করণীয়ঃ

শিল্পনগরীসমূহে ইউটিলিটি সুবিধা বিশেষ করে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিসিককে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে মর্মে উত্তরদাতাগণ মতামত প্রকাশ করেন। শিল্পনগরীতে নষ্ট পানির পাম্প গুলোকে দ্রুত মেরামত বা পুনঃস্থাপন করতে হবে একই সাথে পানি সঞ্চালন লাইন মেরামত এবং শিল্পনগরীর চাহিদা নিরূপণ করে সেই ধারণ ক্ষমতার ওভারহেডেড ট্যাঙ্ক ও ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করে বিসিকের মাধ্যমে শিল্পনগরীতে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পাম্প অপারেটর নিয়োগ ও তদারকি করতে হবে। নতুন শিল্পনগরীর DPP প্রণয়নের সময় পানির চাহিদা যথাযথভাবে নিরূপণ করে সে অনুযায়ী পানির পাম্প ও পানির লাইন স্থাপন করতে হবে। বিসিকের শিল্পনগরীগুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিসিকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগের ও গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি সমঝোতা করা যেতে পারে।

শিল্প প্লট খালি থাকার কারণ ও উত্তরণের উপায়ঃ

বিসিকের শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট খালি থাকার মূল কারণ হিসেবে প্রচার-প্রচারণার অভাব, প্লটের মূল্য বেশি এবং এমন স্থানে শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ততটা ভালো না এবং সেখানে শিল্পোদ্যোক্তার সংখ্যা অনেক কম এসবকে দায়ী করেছেন বেশিরভাগ উত্তরদাতা।

প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি এবং প্লটের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। একই সাথে যেখানে শিল্পনগরীর প্লট খালি রয়েছে সেসব অনগ্রসর এলাকার জন্য কিছু প্রণোদনা বা ভর্তুকির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার সময় বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করতে হবে (যেমন-এখানে প্লট নিলে কি কি সুবিধা পাবে, বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে কি ধরনের সুবিধা পাবে, ঋণের ক্ষেত্রে কি ধরনের সুবিধা পাবে ইত্যাদি) যাতে উদ্যোক্তারা প্লট নিতে আগ্রহী হয়। তাঁরা

আরও বলেন, একটি শিল্পনগরী করার আগেই সেখানে পর্যাপ্ত উদ্যোক্তা রয়েছে কিনা তা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখতে হবে।

শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার কারণ ও উত্তরণের উপায়ঃ

উত্তরদাতারা মনে করেন, বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিট রুগ্ন হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো- (১) সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করে উদ্যোক্তা নির্বাচন (২) উদ্যোক্তাদের কারখানা চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা (৩) উদ্যোক্তাদের কারখানা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকা (৪) উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ ডিফল্ট হওয়া (৫) উৎপাদন খরচ বেশি হওয়া এবং (৬) রাষ্ট্রীয় পলিসি ইত্যাদি। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য শিল্প প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিক উদ্যোক্তা বাছাই করতে হবে। সঠিক উদ্যোক্তা নির্বাচনের পরেও যদি কোন শিল্প ইউনিট রুগ্ন হয়ে যায় তাহলে সেসব প্লট বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে দ্রুত বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাংক ঋণ ডিফল্ট হওয়ার কারণে রুগ্ন শিল্প ইউনিট রুগ্ন হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে বিসিক, শিল্প ইউনিটের মালিক এবং ব্যাংক একসাথে বসে সমঝোতার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ব্যাংক ঋণ ডিফল্ট হওয়ার কারণে অনেক সময় কারখানা বন্ধ/রুগ্ন হয়ে যায়। এর ফলে এসব কারখানার প্লট বরাদ্দ বাতিল করা যায় না। উদ্যোক্তাদের মতে এ সমস্যা সমাধানে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারেঃ

১। ঋণের জন্য NOC দেয়ার আগে ভালোভাবে যাচাই করতে হবে;

২। শিল্পনগরী কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করার আগে এ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন এর প্রশিক্ষণ দিতে হবে;

৩। জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসকের সাথে বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান ও শিল্পনগরী কর্মকর্তার যোগাযোগের সম্পর্ক বাড়াতে হবে; এবং

৪। বিসিক, শিল্প ইউনিটের মালিক এবং ব্যাংক একসাথে সমস্যা সমাধান করতে হবে।

উত্তরদাতাগণ শিল্পনগরীর শিল্প মালিকদের উন্নততর সেবা এবং উদ্যোক্তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে সামগ্রিকভাবে নিয়োক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেনঃ

১। শিল্পনগরীসমূহের অবকাঠামোগত সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে।

২। শিল্পনগরীর কিছু সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য কিছু ক্ষমতা বিসিক আঞ্চলিক অফিস অথবা বিসিক জেলা কার্যালয় অফিসকে দেয়া যেতে পারে (যেমনঃ প্লট হস্তান্তর, প্লট ভাড়া সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি)।

৩। উদ্যোক্তাদের শিল্পনগরীর ভূমিকর বিসিক এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা উভয়কে দিতে হয়। এই দ্বৈত কর প্রদান তাদের জন্য বাড়তি বোঝা। যেহেতু বিসিক এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা উভয়ই সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা বিসিক শিল্পনগরীতে কোনো সার্ভিস প্রদান করে না। এক্ষেত্রে বিসিক, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা সাথে সমঝোতার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করতে পারে।

৩। যেসব শিল্পনগরীতে বাউন্ডারি ওয়াল নাই, সেসব শিল্পনগরীতে বাউন্ডারি ওয়াল করতে হবে। এক্ষেত্রে শিল্পনগরীর সীমান্তবর্তী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সাথে কানেক্টিং ওয়াল এর মাধ্যমে বাউন্ডারি ওয়াল করা যেতে পারে এই ক্ষেত্রে বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ খরচ কমে যাবে। প্রত্যেক শিল্পনগরীতে ২/৩ টি গেট করতে হবে।

৪। উদ্যোক্তারা যেন বিসিক এর মাধ্যমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স পেতে পারে (যেমন-ফায়ার সার্ভিস, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর ইত্যাদি) সে ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বাংলাদেশের ইপিজেড গুলোতে উদ্যোক্তারা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সেই একই সুযোগ-সুবিধার যেন বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা পেতে পারে সে ব্যাপারে বিসিক কর্তৃপক্ষের উচিত শিল্পমন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

সুপারিশমালা

- ১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেকটি বিসিক শিল্পনগরী পরিবেশবান্ধব করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ২। উদ্যোক্তাদের চাহিদা বিশ্লেষণ করে তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে নতুন শিল্প পার্ক স্থাপনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ৩। শিল্পনগরীসমূহে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করে সময় নিয়ে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের মধ্যে শিল্প প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ৪। প্লটের মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি হওয়ায় নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা প্লট বরাদ্দ নিচ্ছে না। তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ৫। বিসিকের যেসব জেলায় শিল্প প্লটের চাহিদা বেশি সেসব জেলার শিল্পনগরী সম্প্রসারণ বা নতুন শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে। আর যেসব জেলায় শিল্প প্লটের চাহিদা কম থাকার কারণে শিল্প প্লট অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে সেসব শিল্পনগরীতে বড় বড় শিল্প মালিকদের জন্য (যাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে) প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ৬। বিসিক শিল্পনগরীর রুগ্ন শিল্প ইউনিটগুলো চালুর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। আর্থিক সংকটের কারণে যেসব উদ্যোক্তা তাদের রুগ্ন শিল্প ইউনিট চালু করতে পারছেন না, তাদেরকে বিসিক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা ব্যাংক ঋণ পেতে সুপারিশ করা যেতে পারে।
- ৭। শিল্প প্লটের অনুকূলে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানকারী সংস্থা/ব্যাংকগুলোকে সতর্ক হতে হবে। ঋণ নেয়া অর্থে শিল্প স্থাপন না করলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। ঋণের অর্থ ছাড়করণের ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। শিল্পনগরী কর্মকর্তাদের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। কোন প্লট মালিক ঋণ গ্রহণের পর শিল্প স্থাপন না করলে দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে সমন্বয়যোগী ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ৮। যে সকল শিল্পনগরীতে সীমানা প্রাচীর নেই সেসকল শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সীমানা প্রাচীর, পর্যাপ্ত সড়ক বাতি ও গেট নির্মাণ এবং নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ করা যেতে পারে।
- ৯। শিল্প কারখানার চাহিদা মোতাবেক প্রত্যেক শিল্পনগরীতে ইউটিলিটি (গ্যাস, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি) সুবিধা কার্যকর করা যেতে পারে।
- ১০। নতুন শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের দ্বারা সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে এলপিগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা যেতে পারে।
- ১১। বিসিকের বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহ পরিবেশবান্ধব করতে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরীর আর্থিক ও অর্থনৈতিক দিক বিশ্লেষণপূর্বক সার্ভিস চার্জ পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।
- ১২। ড্রইং ডিজাইন অনুসারে গুণগতমান বজায় রেখে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/মেরামত করা যেতে পারে।

১৩। শিল্পনগরীতে সলিড বর্জ্য ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় শিল্প কারখানার বর্জ্য যত্রতত্রভাবে ফেলার কারণে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে জন্য শিল্পনগরীর নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ডাম্পিং-ইয়ার্ড স্থাপন করা যেতে পারে।

১৪। শিল্পনগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ETP স্থাপনযোগ্য শিল্প কারখানায় ETP স্থাপন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে CETP স্থাপনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫। শিল্পনগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

১৬। বিসিক শিল্পনগরীর বকেয়া/চলমান সার্ভিস চার্জ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৭। প্রতিটি শিল্পনগরীর শিল্প কারখানার উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, বিপণন ও প্রসারের জন্য ডিসপ্লে-কাম-সেল সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে।

১৮। শিল্পনগরীর কার্যক্রম আরও গতিশীল/বেগবান করতে ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৯। বিসিকের বিদ্যমান প্লট বরাদ্দ নীতিমালা যুগোপযোগী করা যেতে পারে।

২০। সবুজায়নের লক্ষ্যে যেসব শিল্পনগরীতে পুকুর রয়েছে সেসব পুকুরের পাড়ে এবং শিল্পনগরীর খালি জায়গায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করা যেতে পারে।

২১। বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের NPV (Net present Value), BCR (Benefit Cost Ratio) ও IRR (Internal Rate of Return) সহ জাতীয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রভাব নিরূপণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের পোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিল্পখাতের সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিসিকের মাধ্যমেই মূলত দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসন করে শিল্পায়নের ধারা অব্যাহত রেখে বর্তমানে বিসিক শিল্পনগরীর সংখ্যা ৭৯টি। বিদ্যমান বিসিক শিল্পনগরীসমূহে ৫৯৯৮টি শিল্প ইউনিটে প্রায় ৮.৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ১২টি নতুন বিসিক শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুকরণযোগ্য শিল্প ইউনিট যেমন- স্কার, প্রাণ-আরএফএল, বিআরবি ক্যাবলস, হ্যামকো ব্যাটারি, নীট/তৈরি পোষাক শিল্প, ন্যাশনাল ফ্যান, রাজশাহী সিল্ক, ফরচুন সুজ, আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ ইত্যাদির শুরু বিসিক শিল্পনগরীতেই, যা আজ মহীরুহে পরিণত। জামদানি, হোসিয়ারি, চামড়া ও এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়ান্টস (এপিআই) মনোটাইপ শিল্পনগরী ছাড়াও হালকা প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক পণ্য, প্লাস্টিক, মুদ্রণ, কেমিক্যালস ইত্যাদি মনোটাইপ শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত ৮৭০টি রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিটের মাধ্যমে রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ৩২ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা, যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১১%। রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে চামড়া ও চামড়াজাত, ঔষধ, তৈরি পোষাক, পাটজাত, প্লাস্টিক, হস্তশিল্প, হোম টেক্সটাইল, কৃষিভিত্তিক পণ্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দেশে আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশের ২০% বিসিক শিল্পনগরী হতে তৈরি করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিসিক শিল্পনগরীসমূহ হতে শুল্ক, কর ও ভ্যাট বাবদ সরকারকে ১৩ হাজার ৩৬৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। শিল্প খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৬৩ হাজার ৩১৯ কোটি টাকা (জুন ২০২০ পর্যন্ত)। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিল্পনগরীসমূহ হতে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার আর্থিক মূল্য প্রায় ২ লক্ষ ১৭ হাজার ২৬৩ কোটি টাকা। জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ‘স্বপ্নের সোনার বাংলা’ গড়ার প্রত্যয়ে ২০৪১ সালকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছে সরকার। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ‘রূপকল্প ২০৪১’। শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বিসিক দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে।

বিসিকের শিল্পনগরী কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর ও বেগবান করার মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। এজন্য বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহে যেসকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো দূর করে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্পায়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করতে হবে। উক্ত গবেষণায় বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে পাশাপাশি বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের চ্যালেঞ্জসমূহ ও এ থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। শত সমস্যার মধ্যেও বিসিক সাধ্যমত উদ্যোক্তাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় বিদ্যমান সমস্যার মধ্যেও বিসিক যে পরিমাণ সেবা দিচ্ছে এতে উদ্যোক্তাদের প্রায় ৬৪% সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। পরিশেষে বলা যায়, অনতিবিলম্বে সুপারিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে শিল্পোন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিসিক আরও বেশি অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

- BSCIC Act. 1957. The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957, East Pakistan Act no. XVII, 1957.
- Hoque, S. & Biswas, S. k. 2013. *Problems of Sick Industries-Bangladesh perspective, journal of mechanical Engineering*, vol, ME 43, No. 2, December 2013.
- MoI. 2016. National Industrial Policy 2016, Ministry of Industry, People's Republic of Bangladesh, 2016.
- MoI. 2010. Bangladesh Gazette, Ministry of Industry, no. 36.065.012.00.00.022.2010-205, june 13, 2010
- Mohammed Ziaul Haider. & Champa Bati Dutta. 2013. *Role of BSCIC Industrial Estate for Employment Generation in Bangladesh*. 2013.
- Paulrajan Rajkumar, 2013 “A STUDY OF THE FACTORS INFLUENCING THE LOCATION SELECTION DECISIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY FIRMS” Asian Academy of Management Journal, Vol. 18, No. 1, 35–54, 2013
- Shaleen Singhal & Amit Kapur, 2002, *Industrial Estate Planning and management in India-an integrated approach towards industrial Ecology, journal of environmental management* 66 (1), 19-29, 2002.
- ড. রঞ্জাল সেন, ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম, নাসরিন সুলতানা, সম্পা দাস, ২০১৭, সামাজিক গবেষণা (বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-অন্বেষণ পদ্ধতি-কৌশল), মাতৃভূমি প্রকাশনী, ২০১৭।
- ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইপ্তেখার রাসুল, নাসরিন সুলতানা, ২০১৭, সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭।
- বিসিকের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, ২০১২, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
- বিসিক পরিচিতি, ২০২২, এমআইএস বিভাগ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
- এমআইএস প্রতিবেদন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
- শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা প্রতিবেদন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা
- বিসিক ওয়েবসাইট

অনলাইন গুগল সার্চ

<https://www.yourarticlelibrary.com/finance/industrial-estates-definition-types-and-objectives/8১০১১>

<https://accountlearning.com/industrial-estates-meaning-features-objectives-types/>

<https://accountlearning.com/top-১০-advantages-of-industrial-estates/>

পরিশিষ্ট-ক

গবেষণা কমিটি ও কমিটির কার্যপরিধি

চলতি অর্থবছরের (২০২১-২০২২) গবেষণা সম্পাদনের নিমিত্ত “বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক ০৭ সদস্য বিশিষ্ট “গবেষণা সম্পাদন মনিটরিং কমিটি”র ১ম কমিটিঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি		কমিটিতে অবস্থান
০১।	ড. গোলাম মোঃ ফারুক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক, ঢাকা	:	আহ্বায়ক
০২।	জনাব মোহাম্মদ রাশেদুর রহমান, উপমহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা শাখা, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য
০৩।	জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক, সম্প্রসারণ শাখা, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য
০৪।	প্রকৌশলী নাসরিন রহিম, উপমহাব্যবস্থাপক, শিল্পনগরী সমন্বয় বিভাগ, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য
০৫।	জনাব মিতালী তালুকদার, উপব্যবস্থাপক, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য
০৬।	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য
০৭।	জনাব লাকী আক্তার, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য-সচিব

কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিব বদলিজনিত কারণে চলে যাওয়ায় নথি নং ৩৬.০২.০০০০.০০.০০৩.০০২.১৬/২৫১৮ তারিখ ২৯-১২-২০২১ মোতাবেক নিম্নোক্ত কমিটি পুনঃগঠন করা হয়ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি		কমিটিতে অবস্থান
০১।	জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক, ঢাকা	:	আহ্বায়ক
০২।	জনাব মোহাম্মদ রাশেদুর রহমান, উপমহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা শাখা, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য
০৩।	জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক, সম্প্রসারণ শাখা, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য
০৪।	প্রকৌশলী নাসরিন রহিম, উপমহাব্যবস্থাপক, শিল্পনগরী সমন্বয় বিভাগ, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য
০৫।	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য
০৬।	জনাব মোঃ আসমাউল ইসলাম সিয়াম, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য
০৭।	জনাব মিতালী তালুকদার, ব্যবস্থাপক (ভাঃ), গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা	:	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি (TOR)

- ১। চলতি অর্থবছরের গবেষণা কর্মকান্ড সম্পাদনা সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং/তদারকি করণ।
- ২। গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের পদ্ধতি ও কৌশল গ্রহণ।
- ৩। প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।
- ৪। প্রণীত খসড়া প্রশ্নমালা পর্যালোচনার মাধ্যমে চূড়ান্তকরণ।
- ৫। গবেষণা কার্যক্রম ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৬। বিবিধ

পরিশিষ্ট-খ

গবেষণার জন্য নির্বাচিত এলাকার তালিকা

ক্রমিক নং	অঞ্চলের নাম	বিসিক জেলা কার্যালয়ের নাম	শিল্পনগরীর নাম
১।	ঢাকা	ঢাকা	বিসিক শিল্পনগরী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
		নারায়ণগঞ্জ	বিসিক শিল্পনগরী, হোসিয়ান
		নারায়ণগঞ্জ	বিসিক শিল্পনগরী, জামদানী
		গাজীপুর	বিসিক শিল্পনগরী, টঙ্গী
		গাজীপুর	বিসিক শিল্পনগরী, জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)
		নরসিংদী	বিসিক শিল্পনগরী, নরসিংদী
		মানিকগঞ্জ	বিসিক শিল্পনগরী, মানিকগঞ্জ
		রাজবাড়ি	বিসিক শিল্পনগরী, রাজবাড়ি
		ময়মনসিংহ	বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ
		জামালপুর	বিসিক শিল্পনগরী, জামালপুর
		শেরপুর	বিসিক শিল্পনগরী, শেরপুর
		শরিয়তপুর	বিসিক শিল্পনগরী, শরিয়তপুর
২।	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বিসিক শিল্পনগরী, ফৌজদারহাট
		কক্সবাজার	বিসিক শিল্পনগরী, কক্সবাজার
		রাঙ্গামাটি	বিসিক শিল্পনগরী, রাঙ্গামাটি
		খাগড়াছড়ি	বিসিক শিল্পনগরী, খাগড়াছড়ি
		নোয়াখালী	বিসিক শিল্পনগরী, নোয়াখালী
		লক্ষ্মীপুর	বিসিক শিল্পনগরী, লক্ষ্মীপুর
		কুমিল্লা (চৌদ্দগ্রাম)	বিসিক শিল্পনগরী, কুমিল্লা
		ফেনী	বিসিক শিল্পনগরী, ফেনী (চাউপুর)
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বিসিক শিল্পনগরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
		সিলেট	বিসিক শিল্পনগরী, সিলেট (খাদিমনগর)
		মৌলভীবাজার	বিসিক শিল্পনগরী, মৌলভীবাজার
৩।	রাজশাহী	রাজশাহী	বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী
		নওগাঁ	বিসিক শিল্পনগরী, নওগাঁ
		নাটোর	বিসিক শিল্পনগরী, নাটোর
		পাবনা	বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা
		ঠাকুরগাঁও	বিসিক শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও
		বগুড়া	বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া
		গাইবান্ধা	বিসিক শিল্পনগরী, গাইবান্ধা
		দিনাজপুর	বিসিক শিল্পনগরী, দিনাজপুর
		লালমনিরহাট	বিসিক শিল্পনগরী, লালমনিরহাট
৪।	খুলনা	খুলনা	বিসিক শিল্পনগরী, খুলনা (শিরোমণি)
		বাগেরহাট	বিসিক শিল্পনগরী, বাগেরহাট
		বরিশাল	বিসিক শিল্পনগরী, বরিশাল
		পটুয়াখালী	বিসিক শিল্পনগরী, পটুয়াখালী
		যশোর	বিসিক শিল্পনগরী, যশোর
		কুষ্টিয়া	বিসিক শিল্পনগরী, কুষ্টিয়া

পরিশিষ্ট-গ

“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য মনোনীত তথ্য সংগ্রহকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা।

ক্র. নং	কর্মকর্তাদের নাম	পদবি	আঞ্চলিক কার্যালয়	তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত শিল্পনগরীর নাম	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১।	জনাব মোঃ অলিউল হাসান	জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা	ঢাকা	বিসিক শিল্পনগরী, কেরানীগঞ্জ	০১৯১৭৮৪৮৫৮১	aulisumon@gmail.com
২।	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, হোসিয়ান	০১৬১১৯০৫৩২৪	rahmanmostafiz73@gmail.com
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, জামদানী	০১৬২৯১৪১৬৬৮	shahjahanir@gmail.com
৪।	জনাব অর্ক সরকার	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, শরিয়তপুর	০১৭১৬২৬১১৬৬	arka.sarker155@gmail.com
৫।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান রাসেল	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, কোনাবাড়ি	০১৫১৫২৭৪০৩০	rasel.iswr91@gmail.com
৬।	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, টঙ্গী	০১৯২০৬৪৫৯৯৩	jahirulofficial@gmail.com
৭।	জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ	০১৭০০৬৩২৮৮৩	tariqul09.tm@gmail.com
৮।	জনাব মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, জামালপুর	০১৭৬১৫৪৬৫০৩	monjursciti@gmail.com
৯।	জনাব জিয়াউল হক জিহাদ	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, রাজবাড়ী	০১৭৫৭৫৪৩৯৮৬	jihdaoc@gmail.com
১০।	জনাব গোপী কিশোর রায়	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, মানিকগঞ্জ	০১৫৭৫৪৫৭৪০১	roygopikishor@gmail.com
১১।	জনাব ইমরান	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, নরসিংদী	০১৭৫৬০৯৯৫৩৯	emranict08@gmail.com
১২।	জনাব মোঃ আতাউর রহমান ফকির	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, শেরপুর	০১৮৬৬৫৬৯৯২০	ataur.ipe@gmail.com
১৩।	জনাব চৌধুরী আহাদ মাহমুদ	শিল্পনগরী কর্মকর্তা	চট্টগ্রাম	বিসিক শিল্পনগরী, চট্টগ্রাম	০১৭১১৯৭১৬৩৯	iefaujdarhat@bscic.gov.bd
১৪।	জনাব রাকিব উদ্দিন	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, লক্ষীপুর	০১৭৩২৮৫৪৬৮২	switchrakib@gmail.com
১৫।	জনাব হালিম উল্লাহ	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, ফেনী	০১৬৮৬১৩৮১৭৯	halimullah621@gmail.com
১৬।	জনাব মোঃ সামসুল আলম	প্রমোশন কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, কুমিল্লা	০১৭১৭৬২৫৩২৪	shamsulalam6519@gmail.com
১৭।	জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, কক্সবাজার	০১৮৪০০০৩০৩৩	mamuncubba@gmail.com

১৮।	জনাব মোঃ বাধন হাসান	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (ভারঃ)		বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী	০১৭৫০২১০৬৭৬	badhonkpi@gmail.com
১৯।	জনাব অমিত বড়ুয়া	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, খাগড়াছড়ি	০১৫১৫২৬৩৩৮৩	aamitaisdu@gmail.com
২০।	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, খাদিমনগর	০১৭৩৫৬১৯৭১১	tofazzal98mkt@gmail.com
২১।	জনাব মোঃ রাসেল ভূঞা	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, মৌলভীবাজার	০১৮৩৪৮৯৭৮৩৮	bhuiyanrasel17@gmail.com
২২।	জনাব মোঃ রোকন উদ্দিন ভূঁইয়া	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭১৭৩৩৫৮২৬	rukanuddinbhuiyan2017@gmail.com
২৩।	জনাব মোঃ ফজলুল করিম	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, নোয়াখালী	০১৬৭৮০৪২৭২৬	karim.iiucdc@gmail.com
২৪।	জনাব শেখ রিয়াজুল ইসলাম	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, খুলনা	০১৭২১১৬০৩৫৩	islamriaz87@gmail.com
২৫।	জনাব মোঃ শরীফ সরদার	শিল্পনগরী কর্মকর্তা (অঃ দাঃ)		বিসিক শিল্পনগরী, বাগেরহাট	০১৮৩৪১৩৯৭৮০	sharif.ru82@gmail.com
২৬।	জনাব মোঃ গোলাম-রসুল	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, বরিশাল	০১৯২৫৩২৬৫৪৩	mdgolamrasuldu506@gmail.com
২৭।	জনাব মোঃ খাইরুল বশার	প্রমোশন কর্মকর্তা	খুলনা	বিসিক শিল্পনগরী, পটুয়াখালী	০১৭১৫০৪৬২১৭	basherpkh@gmail.com
২৮।	জনাব রমজান আলী	জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, যশোর	০১৯৩৭৭১৭৬০৯	ramjan2k12@gmail.com
২৯।	জনাব মোঃ মুজাদ্দিদ আলম	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, কুষ্টিয়া	০১৭০১০১১৬৬৮	muzaddid.ruet14@gmail.com
৩০।	জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজিম	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী	০১৭১৭০৮৩৫০৬	setubd361@gmail.com
৩১।	জনাব মোঃ সুজন মিয়া	প্রমোশন কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, গাইবান্ধা	০১৭৩৮৩৬৫৭৭১	sujoneconomist@gmail.com
৩২।	জনাব কিশোর কুমার সরকার	প্রমোশন কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, নাটোর	০১৭৬৩০৭৭০০৯	kksarker07@gmail.com
৩৩।	জনাব আব্দুল লতিফ	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা	০১৮৭৬৮৮৮৪৬৩	abdullatifbuet1212024@gmail.com
৩৪।	জনাব মোঃ ওয়াসিম সরকার	শিল্পনগরী কর্মকর্তা (ভারঃ)	রাজশাহী	বিসিক শিল্পনগরী, নওগাঁ	০১৭৯৭৮১৭৩৬২	oasimsarker3012@gmail.com
৩৫।	জনাব আবু হোসেন	প্রমোশন কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, লালমনিরহাট	০১৭২৩১১৭৪৯৭	abu_nu@yahoo.com
৩৬।	জনাব এ জেড এম মোস্তাহিদুল ইসলাম	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও	০১৭৪৩৯৭৯৮৬১	mostahidul1201060@gmail.com
৩৭।	জনাব শাহীনুর রহমান	শিল্পনগরী কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া	০১৭১৯৩২৯১১৬	shahinbscic90@gmail.com
৩৮।	জনাব মাসুদ রানা	কারিগরি কর্মকর্তা		বিসিক শিল্পনগরী, দিনাজপুর	০১৭৬০৬২২৯৫৬	mmasud3666@gmail.com

পরিশিষ্ট-ঘ

বিসিকের বাস্তবায়িত ৭৯টি শিল্পনগরী

ক্র:	শিল্পনগরীর নাম	ক্র:	শিল্পনগরীর নাম	ক্র:	শিল্পনগরীর নাম
০১	বিসিক শিল্পনগরী, হোসিয়ানী, নারায়ণগঞ্জ	২৯	বিসিক শিল্পনগরী, ষোলশহর, চট্টগ্রাম	৫৮	বিসিক শিল্পনগরী, রংপুর
০২	বিসিক শিল্পনগরী, জামদানী, নারায়ণগঞ্জ	৩০	বিসিক শিল্পনগরী, পটিয়া, চট্টগ্রাম	৫৯	বিসিক শিল্পনগরী, গাইবান্ধা
০৩	বিসিক শিল্পনগরী, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ	৩১	বিসিক শিল্পনগরী, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম	৬০	বিসিক শিল্পনগরী, কুড়িগ্রাম
০৪	বিসিক শিল্পনগরী, নরসিংদী	৩২	বিসিক শিল্পনগরী, নোয়াখালী	৬১	বিসিক শিল্পনগরী, লালমনিরহাট
০৫	বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ	৩৩	বিসিক শিল্পনগরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	৬২	বিসিক শিল্পনগরী, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ (সম্প্রসারণ)				
০৬	বিসিক শিল্পনগরী, টাংগাইল	৩৪	বিসিক শিল্পনগরী, চাড়িপুর, ফেনী	৬৩	বিসিক শিল্পনগরী, দিনাজপুর
০৭	বিসিক শিল্পনগরী, জামালপুর	৩৫	বিসিক শিল্পনগরী, নিজকুঞ্জরা, ফেনী	৬৪	বিসিক শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও
০৮	বিসিক শিল্পনগরী, শেরপুর	৩৬	বিসিক শিল্পনগরী, লক্ষীপুর	৬৫	বিসিক শিল্পনগরী, পঞ্চগড়
০৯	বিসিক শিল্পনগরী, কিশোরগঞ্জ	৩৭	বিসিক শিল্পনগরী, কুমিল্লা	৬৬	বিসিক শিল্পনগরী, খুলনা (শিরোমণি)
১০	বিসিক শিল্পনগরী, নেত্রকোণা	৩৮	বিসিক শিল্পনগরী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা	৬৭	বিসিক শিল্পনগরী, বাগেরহাট
১১	বিসিক শিল্পনগরী, ফরিদপুর	৩৯	বিসিক শিল্পনগরী, চাঁদপুর	৬৮	বিসিক শিল্পনগরী, সাতক্ষীরা
১২	বিসিক শিল্পনগরী, রাজবাড়ী	৪০	বিসিক শিল্পনগরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৯	বিসিক শিল্পনগরী, যশোর
১৩	বিসিক শিল্পনগরী, মাদারীপুর	৪১	বিসিক শিল্পনগরী, কক্সবাজার	৭০	বিসিক শিল্পনগরী, ঝিনাইদহ
১৪	বিসিক শিল্পনগরী, মাদারীপুর (সম্প্রসারণ)	৪২	বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী	৭১	বিসিক শিল্পনগরী, কুষ্টিয়া
১৫	বিসিক শিল্পনগরী, গোপালগঞ্জ	৪৩	বিসিক শিল্পনগরী, খাগড়াছড়ি	৭২	বিসিক শিল্পনগরী, মেহেরপুর
১৬	বিসিক শিল্পনগরী, গোপালগঞ্জ (সম্প্রসারণ)	৪৪	বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকর, সিলেট	৭৩	বিসিক শিল্পনগরী, বরিশাল
১৭	বিসিক শিল্পনগরী, শরিয়তপুর	৪৫	বিসিক শিল্পনগরী, খাদিমনগর, সিলেট	৭৪	বিসিক শিল্পনগরী, স্বরূপকাঠি
১৮	বিসিক শিল্পনগরী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৪৬	বিসিক শিল্পনগরী, হবিগঞ্জ	৭৫	বিসিক শিল্পনগরী, পটুয়াখালী
১৯	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই, ঢাকা	৪৭	বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল, মৌলীবাজার	৭৬	বিসিক শিল্পনগরী, ভোলা
	বিসিক শিল্পনগরী, শিল্পনগরী, ধামরাই, (সম্প্রসারণ), ঢাকা	৪৮	বিসিক শিল্পনগরী, মৌলভীবাজার	৭৭	বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি
২০	বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, সাভার	৪৯	বিসিক শিল্পনগরী, সুনামগঞ্জ	৭৮	বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা
২১	বিসিক এপিআই শিল্প পার্ক, মুন্সীগঞ্জ	৫০	বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী	৭৯	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা
২২	বিসিক শিল্পনগরী, টংগী, গাজীপুর	৫১	বিসিক শিল্পনগরী, নাটোর		
২৩	বিসিক শিল্পনগরী, কোনাবাড়ী, গাজীপুর	৫২	বিসিক শিল্পনগরী, নওগাঁ		
২৪	বিসিক শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ	৫৩	বিসিক শিল্পনগরী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ		
২৫	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশলি শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ	৫৪	বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা		
			বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা (সম্প্রসারণ)		
২৬	বিসিক শিল্পনগরী, মানিকগঞ্জ	৫৫	বিসিক শিল্পনগরী, সিরাজগঞ্জ		
২৭	বিসিক শিল্পনগরী, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৫৬	বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া		
	বিসিক শিল্পনগরী, কালুরঘাট (সম্প্রসারণ), চট্টগ্রাম		বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া, (সম্প্রসারণ)		
২৮	বিসিক শিল্পনগরী, ফোজদারহাট, চট্টগ্রাম	৫৭	বিসিক শিল্পনগরী, জয়পুরহাট		

সূত্র: শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা, বিসিক, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৬

বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প প্লট ও শিল্প ইউনিট সংক্রান্ত তথ্য

ক্রঃ	শিল্পনগরীর নাম	স্থাপনকাল	জমির পরিমাণ (একর)	শিল্প প্লট সংখ্যা	মোট বরাদ্দকৃত প্লট	বরাদ্দকৃত প্লটে শিল্প ইউনিট সংখ্যা				বরাদ্দের অপেক্ষা য়
						মোট	উৎপাদনরত	বাস্তবায় নাধীন	রুগ্ম/বন্ ধ	
১	হোসিয়ারী	১৯৯১	৫৮.৫২	৭৪১	৭৪০	৭৪০	৭১৫	১৭	৮	১
২	জামদানী	১৯৯১	২০	৪০৭	৪০৭	৪০৭	৩৩০	১০	৬৭	০
৩	নারায়ণগঞ্জ (কাঁচপুর)	১৯৯২	২৫	১৩৬	১৩৬	১২৭	১১৪	৫	৮	০
৪	নরসিংদী	১৯৯৮	১৫.৩৯	৯৫	৯৫	৫১	৪২	১	৮	০
৫	ময়মনসিংহ	১৯৬৮	১০.৮১	৫৫	৫৫	৪০	৩২	১	৭	০
	ময়মনসিংহ(সম্প্রঃ)	১৯৯১	৯.৬২	৫০	৫০	৫০	৪২	৫	৩	০
৬	টাংগাইল	১৯৮৫	২২.৮১	১৩২	১৩২	৬৫	৫৫	৭	৩	০
৭	জামালপুর	১৯৮১	২৬.৩	১৯৭	১৯৭	৮২	৫৫	১৪	১৩	০
৮	শেরপুর	১৯৮৭	১৫	১০৭	১০৭	৪০	২৫	০	১৫	০
৯	কিশোরগঞ্জ	১৯৮৮	২০.৬	১৫০	১৫০	৬৭	৪৭	১৩	৭	০
১০	নেত্রকোনা	২০০৭	১৫	১০৩	১০৩	৭০	৩৭	২২	১১	০
১১	ফরিদপুর	১৯৮৭	১৫.৬	১০৭	১০৭	৪২	৩২	২	৮	০
১২	রাজবাড়ি	১৯৬৪	১৫.২৮	৭৭	৭৪	৫৩	৩৮	৩	১২	৩
১৩	মাদারীপুর	১৯৮১	১৬.৩৩	১২৬	১২৬	৯৩	৮৪	৪	৫	০
১৪	মাদারীপুর(সম্প্রঃ)	২০২১	২১.৩৬	৪৫	৭	০	০	০	০	৩৮
১৫	গোপালগঞ্জ	১৯৯৫	১০.৫	৭০	৭০	৬০	৫৮	১	১	০
১৬	গোপালগঞ্জ(সম্প্রঃ)	২০২১	৫০	১৩৮	৭	০	০	০	০	১৩১
১৭	শরিয়তপুর	১৯২০	১৩.৬৭	১০০	৯৫	৫৯	২৮	৪	২৭	৫
১৮	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	২০০৩	২৫	১৬৬	১৬৬	১২০	৯৮	৫	১৭	০
১৯	ধামরাই	২০০৭	১৯.০১	১০৩	১০৩	৭২	৫৩	১০	৯	০
	ধামরাই(সম্প্রঃ)	২০২০	১২.৫	৬১	৬১	০	০	০	০	০
২০	চামড়া শিল্প	২০০৭	২০০	২০৫	২০৫	১৫৫	১২৩	৩২	০	০
২১	টংগী	১৯৬৪	৮৯.৬২	২১৪	২১৪	১৬৫	১৩৬	৪	২৫	০
২২	জয়দেবপুর (কোনাবাড়ী)	১৯৮৭	৪৪.৫	২৭৪	২৭৪	১৬৬	১৪৬	৪	১৬	০
২৩	মুন্সীগঞ্জ	১৯৯৮	১২.৩৮	৮২	৮২	৬৫	৬৪	০	১	০
২৪	হালকা প্রকৌশল, মুন্সীগঞ্জ	২০২১	৫০	৩৬২	০	০	০	০	০	৩৬২
২৫	মানিকগঞ্জ	১৯৯০	১০.৪	৯৫	৯৫	৫১	৩৪	৭	১০	০
২৬	কালুরঘাট	১৯৮০	১২	৭১	৭১	৩২	২৬	০	৬	০

	কালুরঘাট (সম্প্রঃ)	১৯৯০	৩১.৫৪	২৫৫	২৫৫	১২৭	১১০	৩	১৪	০
২৭	ফৌজদারহাট	১৯৭০	৩১.৯৬	১৫৭	১৫৭	৬৫	৪৯	৪	১২	০
২৮	ষোলশহর	১৯৭৫	১৪.০১	৬৬	৬৬	৪৮	৪৬	১	১	০
২৯	পটিয়া	১৯৯০	১০.৫৪	৭৭	৭৭	২৪	১৫	২	৭	০
৩০	মীরেরসরাই	২০১৭	১৫.৩২	৮৮	৮৮	৮০	০	৮০	০	০
৩১	নোয়াখালী	২০০৭	১৫	১০৭	১০৭	৬৩	২২	২৭	১৪	০
৩২	বেগমগঞ্জ	১৯৯০	২৫	১৩২	১৩২	৭৯	৬৮	০	১১	০
৩৩	ফেনী(চাড়িপুর)	১৯৬২	২৫.০৪	১৪২	১৪২	৪৬	৩২	২	১২	০
৩৪	ফেনী (নিজকুঞ্জরা)	১৯৯০	১৭.৭৫	১০৬	১০৬	৪১	৩০	২	৯	০
৩৫	লক্ষীপুর	১৯৯৫	১৬.০৭	১০০	১০০	৫৬	৩১	১৫	১০	০
৩৬	কুমিল্লা	১৯৬১	৫৪.৩৫	১৪৯	১৪৯	১৪২	১৩০	১	১১	০
৩৭	চৌদ্দগ্রাম	১৯৯৫	১১.০৩	৮৫	৮৩	৬৮	৪৬	৬	১৬	২
৩৮	চাঁদপুর	১৯৯৫	১০	৬৮	৬৮	৩৫	২৮	৪	৩	০
৩৯	বি-বাড়িয়া	১৯৯৫	২১.৯৮	১৩৮	১৩৪	৬৮	৫৮	২	৮	৪
৪০	কক্সবাজার	১৯৭৫	২১.৬৯	৮৯	৮৬	৪১	২৫	৩	১৩	৩
৪১	রাংগামাটি	২০০৭	১২.৫	৮৫	৮০	৩৮	১০	২৮	০	৫
৪২	খাগড়াছড়ি	২০০৭	১০	৭১	৩৮	১৯	২	১৪	৩	৩৩
৪৩	সিলেট (গোটাটিকর)	১৯৭৫	২৪.৮৯	১৩৪	১৩৪	৭২	৬৬	০	৬	০
৪৪	সিলেট (খাদিমনগর)	১৯৯৫	২৭.৭৫	১১৯	১১৯	৭৪	৬৬	৪	৪	০
৪৫	হবিগঞ্জ	১৯৯৫	১৫	৬৯	৬৯	৫৮	৪৪	১০	৪	০
৪৬	মৌলভীবাজার	১৯৯৫	১৪.৫৯	১০১	১০১	৬১	৩৮	৯	১৪	০
৪৭	শ্রীমঙ্গল	২০১৯	২০	১২২	১	১	০	১	০	১২১
৪৮	সুনামগঞ্জ	২০০০	১৬.১৫	১১৬	১০৬	৫০	২৬	২৪	০	১০
৪৯	রাজশাহী	১৯৬১	৯৬.৬৩৪৮	৩২৯	৩২৯	২০৪	১৮৭	২	১৫	০
৫০	নাটোর	১৯৮৭	১৫.৫৬	১০৫	১০৫	৩৮	৩৩	০	৫	০
৫১	নওগাঁ	২০০০	১৫.১৪	৮২	৮২	৫৩	৫০	০	৩	০
৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	১৯৮৯	১১.১	৮৮	৮৮	২২	২২	০	০	০
৫৩	পাবনা	১৯৬২	১১০.৫৩১৫	৪৭৪	৪৭২	১৭২	১৬৭	০	৫	২
	পাবনা (সম্প্রঃ)	২০১৬	১৫	১০০	১০০	৩১	১৭	১৪	০	০
৫৪	সিরাজগঞ্জ	১৯৯৮	১১.৭৬৫	৭৬	৭৫	১৮	১৩	০	৫	১
৫৫	বগুড়া	১৯৬৪	১৪.৫	৭৯	৭৯	৩৪	৩৩	০	১	০
৫৬	বগুড়া (সম্প্রঃ)	১৯৮০	১৮.৬৭	১৫৪	১৫৪	৫৯	৫৬	০	৩	০
৫৭	জয়পুরহাট	১৯৯১	১৫	১১১	১১১	৪৩	৪১	১	১	০
৫৮	রংপুর	১৯৬৭	২০.৭০৫	৮২	৮২	২৫	২২	০	৩	০
৫৯	গাইবান্ধা	১৯৯০	১৫	১০৫	১০৫	৫৪	৩১	১১	১২	০
৬০	কুড়িগ্রাম	১৯৮১	২০	১৩৩	১৩৩	৪১	৩২	৬	৩	০

৬১	লালমনিরহাট	১৯৮৭	১৫.৬	১০৭	৯৮	৩০	১৫	৮	৭	৯
৬২	নীলফামারী	১৯৮৬	১০.৯৩	৯২	৯২	৪৯	৪৬	২	১	০
৬৩	দিনাজপুর	১৯৬২	৩৫.১৪	১৮৯	১৮৯	৫৪	৫২	০	২	০
৬৪	ঠাকুরগাঁও	১৯৮৭	১৫	১০৫	১০৫	৫৩	৪৭	৩	৩	০
৬৫	পঞ্চগড়	২০০৪	১৫	৯৬	৯৪	৩৫	১১	২২	২	২
৬৬	খুলনা (শিরোমনি)	১৯৬১	৪৪.১	২৪০	২৪০	৮৬	৬২	৬	১৮	০
৬৭	বাগেরহাট	১৯৯৫	১৯.৩	১২৩	১২৩	৫২	৩৭	৮	৭	০
৬৮	সাতক্ষীরা	১৯৮৮	১৪.৫৩	৯৬	৯৬	২৮	২৪	১	৩	০
৬৯	যশোর	১৯৬২	৫০.০৪	৩০২	৩০২	১১৯	১১৩	২	৪	০
৭০	ঝিনাইদহ	১৯৯৫	১৫.৭	১১৬	১১৬	৪৪	৪১	২	১	০
৭১	কুষ্টিয়া	১৯৬৩	১৮.৪৯	৮৫	৮৫	১১	৭	০	৪	০
৭২	মেহেরপুর	২০০৩	১০	৭২	৬৬	৩১	৮	২০	৩	৬
৭৩	বরিশাল	১৯৬০	১৩০.৬১	৪৭০	৩৭৮	১৭৩	১১৯	৪৬	৮	৯২
৭৪	স্বরূপকাঠি	১৯৬১	২৪.৭৪	১৬৯	১৬৬	১০৬	৯০	১২	৪	৩
৭৫	পটুয়াখালী	১৯৮২	১৫.৪	১০১	৯৭	৪৩	২৪	১০	৯	৪
৭৬	ভোলা	১৯৯২	১৪.৪৫	৯৩	৮৭	৪৮	১৩	৩২	৩	৬
৭৭	ঝালকাঠি	২০১৯	১১.০৮	৭৯	৩৬	১৪	-	১৪	০	৪৩
৭৮	বরগুনা	২০২১	১০.২	৬০	২০	-	-	-	-	৪০
৭৯	চুয়াডাঙ্গা	২০২১	২৫.১২	৭৮	১২	-	-	-	-	৬৬
৮০		মোট	২১৯৪.৪	১১৬৩৬	১০৬৪৪	৫৯৯৮	৪৭৬৯	৬৩৫	৫৯৪	৯৯২

সূত্র: শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা, বিসিক, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-চ
(প্রশ্নমালা-০১)

প্রশ্নমালা-০১

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ

গবেষণা শাখা

৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়”

বিসিক শিল্পনগরীর স্টাডি/মূল্যায়ন

(শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের জন্য প্রযোজ্য)

উত্তরদাতার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে

সাধারণ তথ্যাবলী

শিল্পনগরীর নাম: _____

জেলার নাম ও কোড: _____

শিল্প ইউনিটের নাম: _____

শিল্প মালিকের নাম: _____

মালিকানার ধরন: একক মালিকানা/অংশীদারিত্ব/ লিমিটেড কোম্পানী

উৎপাদিত পণ্য/সেবা: _____

শিল্প প্লট বরাদ্দ পাওয়ার তারিখ: _____

শিল্প ইউনিটটি বাণিজ্যিকভাবে _____

উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ: _____

শিল্প প্লটের আকার (বর্গফুট): _____

কর্মরত জনবল: মোট: _____ জন।

(পুরুষ: _____ জন, নারী: _____ জন, তৃতীয় লিঙ্গ: _____ জন)

টেলিফোন/মোবাইল নাম্বার: _____

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

প্রশ্নমালা

সঠিক উত্তরের বক্রে/ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ০১। বিসিক হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের আকার শিল্প ইউনিটটির জন্য যথেষ্ট কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ০২। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে পারছেন কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ০৩। উৎপাদন করতে না পারার কারণগুলি কী কী?
- ১। পণ্যের চাহিদা কম ☐
- ২। কাঁচামালের অপরিাপ্ততা ☐
- ৩। বাজার মূল্যের তুলনায় উৎপাদন খরচ বেশি ☐
- ৪। আর্থিক সংকট ☐
- ৫। দক্ষ জনবলের অপরিাপ্ততা ☐
- ০৪। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ পলিসি/পদ্ধতি :
- ১। ডিলারশিপ ☐
- ২। পাইকারি ☐
- ৩। খুচরা ☐
- ৪। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ☐
- ০৫। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়?
- ১। অনুমত পরিবহন ব্যবস্থা ☐
- ২। বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের অপরিাপ্ততা ☐
- ৩। পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ☐
- ৪। উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়া ☐
- ০৬। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা/ নাম/খাত ইত্যাদি পরিবর্তন/ হস্তান্তর হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

স্বাক্ষর



স্বাক্ষর

০৭। মালিকানা/ নাম/খাত ইত্যাদি
পরিবর্তন/হস্তান্তরের কারণগুলি কী
কী?

- ১। শিল্প ইউনিট পরিচালনায় অর্থের সংকট ☐
- ২। ব্যাংক ঋণের কারণে ডিফল্টার হওয়া ☐
- ৩। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারা ☐
- ৪। উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা কমে যাওয়া ☐
- ৫। মামলাজনিত সমস্যা ☐

০৮। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান
সমস্যাগুলি কী কী?

- ১। আর্থিক সংকট ☐
- ২। কাঁচামালের সংকট ☐
- ৩। দক্ষ শ্রমিকের অপরিপূর্ণতা ☐
- ৪। আধুনিক মেশিনারীর অপরিপূর্ণতা ☐
- ৫। বিপণন সমস্যা ☐

০৯। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের
পরিকল্পনা আছে কি না?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১০। সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকলে এর
বাস্তবায়নে কী ধরনের অন্তরায়
রয়েছে বলে মনে করেন?

- ১। আর্থিক সংকট ☐
- ২। প্লটের জায়গার স্বল্পতা ☐
- ৩। দক্ষ শ্রমিকের অপরিপূর্ণতা ☐
- ৪। কাঁচামালের অপরিপূর্ণতা ☐

১১। বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প স্থাপনের
পর আপনি কী কী সুবিধা পাচ্ছেন?

- ১। অবকাঠামোগত সুবিধা (রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি) ☐
- ২। ইউটিলিটি সুবিধা (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি) ☐
- ৩। লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সুবিধা ☐
- ৪। পণ্য বিপণনগত সুবিধা ☐
- ৫। নিরাপত্তাজনিত সুবিধা ☐
- ৬। ঋণ প্রাপ্তিতে সুবিধা ☐

ফির্মান

AT

মোহাম্মদ

১২। বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প স্থাপনের
পর আপনি কী কী সমস্যার সম্মুখীন
হচ্ছেন?

১৩। শিল্পনগরীর কত শতাংশ রাস্তা
ব্যবহারযোগ্য?

১৪। শিল্পনগরীর ডেনেজ ব্যবস্থার শতকরা
কত অংশ ব্যবহারযোগ্য?

১৫। শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট
কি না?

১৬। যথেষ্ট না হওয়ার কারণগুলি কী কী?

১৭। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি
নির্বাপন ব্যবস্থা রয়েছে কি না?

১। বিসিকের বরাদ্দ/নাম ও খাত পরিবর্তন/ভাড়া প্রদান
সংক্রান্ত জটিলতা ☐

২। অবকাঠামোগত (রাস্তা, ড্রেন) সমস্যা ☐

৩। ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা ☐

৪। ইউটিলিটির (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সমস্যা ☐

৫। নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ☐

১। ২১ % এর কম ☐

২। ২১-৪০ % ☐

৩। ৪১-৬০ % ☐

৪। ৬১-৮০ % ☐

৫। ৮১-১০০ % ☐

১। ২১ % এর কম ☐

২। ২১-৪০ % ☐

৩। ৪১-৬০ % ☐

৪। ৬১-৮০ % ☐

৫। ৮১-১০০ % ☐

হ্যাঁ ☐ না ☐

১। শিল্পনগরীর সীমানা প্রাচীর না থাকা ☐

২। পর্যাপ্ত সড়ক বাতি না থাকা ☐

৩। বহিরাগতদের উৎপাত ☐

৪। নিরাপত্তা প্রহরী না থাকা ☐

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৮। অগ্নি নির্বাণ ব্যবস্থা থাকলে
নিয়মিত মহড়া হয় কি না?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৯। আপনার শিল্পটিকে বৃষ্টি শিল্প হিসেবে
চিহ্নিত করা হয়েছে কি না?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২০। বৃষ্টি চিহ্নিত হওয়ার কারণগুলি কী
কী বলে মনে করেন?

১। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা (ব্যাংক থেকে অর্থায়ন/ঋণ পেতে
সমস্যা) ☐

২। কারখানা মালিকের মৃত্যুজনিত কারণে অংশীদারিত্ব
সমস্যা ☐

৩। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া ☐

৪। বাজারজাতকরণে সমস্যা ☐

৫। কারখানা মালিকের ডিফল্টার হওয়া ☐

৬। ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ☐

২১। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কী
ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন?
(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার
করা যাবে)

২২। শিল্পনগরীতে বিসিক কর্তৃক
সরবরাহকৃত পানি শিল্প মালিকদের
চাহিদার শতকরা কত ভাগ পূরণ
করতে পারে বলে মনে করেন?

১। ২০-৪০ % ☐

২। ৪০-৬০ % ☐

৩। ৬০-৮০ % ☐

৪। ৮০-১০০ % ☐

২৩। পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পানির
সার্ভিস চার্জ/বিল হালনাগাদকরণে
আপনি সম্মত কি না?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৪। বিসিক হতে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে
আপনার মূল্যায়ন :

সন্তুষ্ট ☐ অসন্তুষ্ট ☐ মন্তব্য নেই ☐

স্বাক্ষর

৫

স্বাক্ষর

২৫। শিল্পনগরী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের

উন্নয়নে বিসিক আর কী কী পদক্ষেপ

গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে

করেন-

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার

করা যাবে)

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম :

তথ্য প্রদানকারীর নাম :

স্বাক্ষর ও তারিখ :

স্বাক্ষর ও তারিখ :

মোবাইল নাম্বার :

স্বাক্ষর
১৫/০২/২০২২

মোঃ আসমাউল ইসলাম সিয়াম
গবেষণা কর্মকর্তা
গবেষণা শাখা
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ
বিসিক, ঢাকা।

স্বাক্ষর
১৪/০২/২০২২

মোঃ সিয়াকত আলী
জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা (গবেষণা)
পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ
বিসিক, ঢাকা।

স্বাক্ষর
১৫/০২/২০২২

মিস্ত্রী আব্দুল দার
স্বাক্ষর (জরিপ)
গবেষণা শাখা
পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ
বিসিক

পরিশিষ্ট-ছ
(প্রশ্নমালা-০২)

প্রশ্নমালা-০২

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ

গবেষণা শাখা

৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

“বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়”

বিসিক শিল্পনগরীর স্টাডি/মূল্যায়ন

(আঞ্চলিক পরিচালক/জেলা প্রধান/শিল্পনগরী কর্মকর্তা/শিল্পনগরী মালিক সমিতির সদস্য/নাসিব এর সদস্য)

উত্তরদাতার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে

সাধারণ তথ্যাবলী

শিল্পনগরীর নাম :

জেলার নাম ও কোড :

শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার সন :

শিল্পনগরী কার্যালয়ে কর্মরত জনবল :

শিল্পনগরীটি জেলা সদর থেকে কত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত :

শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ রয়েছে কিনা? :

প্রোফাইল :

সাফাখদাতার নাম	পদবি (টিক চিহ্ন দিন)	মোবাইল নাম্বার ও ইমেইল
	১। আঞ্চলিক পরিচালক ☐	
	২। বিসিক জেলা প্রধান ☐	
	৩। শিল্পনগরী কর্মকর্তা ☐	
	৪। শিল্পনগরী মালিক সমিতির সদস্য ☐	
	৫। নাসিব এর সদস্য ☐	

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

প্রশ্নমালা

সঠিক উত্তরের বক্সে/ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন (একাধিক উত্তর হতে পারে)

১। আপনার মতে শিল্পনগরীতে বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগে আগ্রহী হওয়ার কারণ কী?

১। গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সুবিধা ☐

২। উন্নত অবকাঠামো সুবিধা ☐

৩। যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ☐

৪। পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা ☐

৫। কিস্তিতে প্লটের মূল্য পরিশোধের সুবিধা ☐

৬। IRC, স্বাণ-এর জন্য সুপারিশ সুবিধা ☐

৭। কর অবকাশ সুবিধা ☐

২। শিল্পনগরীতে মোট শিল্প প্লটের সংখ্যা কতটি?

টি

৩। শিল্পনগরীতে মোট শিল্প ইউনিটের সংখ্যা কতটি?

ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট টি

মাঝারি শিল্প ইউনিট টি

বৃহৎ শিল্প ইউনিট টি

৪। শিল্পনগরীতে রপ্তানিমুখি শিল্প ইউনিটের সংখ্যা কতটি?

টি

৫। শিল্পনগরীতে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা কতটি?

টি

৬। শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট অব্যবহৃত পড়ে থাকার কারণগুলি কী কী?

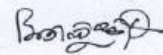
১। স্থানীয় প্রভাবের মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ নেয়া ☐

২। কেন্দ্রীভূত ও দীর্ঘ অফিসিয়াল পদ্ধতি (অনুমতি/নাম পরিবর্তন/ব্যবসা পরিবর্তন/মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি) ☐

৩। শিল্প প্লটের মূল্য বেশি হওয়া ☐

স্বাক্ষর





- ৪। আগ্রহী আঞ্চলিক শিল্পোদ্যোক্তার অপরিপূর্ণতা
- ৫। একই শিল্পনগরীতে একই মালিকের একাধিক শিল্প ইউনিট থাকা
- ৬। বিজ্ঞাপন/ প্রচারণার অপরিপূর্ণতা
- ৭। শিল্পনগরীতে মুগ্ধ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা কত টি?
 টি
- ৮। শিল্প ইউনিট মুগ্ধ হওয়ার কারণগুলি কী কী?
- ১। উদ্যোক্তার আর্থিক সমস্যা
- ২। কারখানা মালিকের মৃত্যুজনিত কারণে অংশীদারিত্ব সমস্যা
- ৩। মামলাজনিত সমস্যা
- ৪। বাজার প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা
- ৫। কারিগরি জ্ঞানের অপরিপূর্ণতা
- ৬। কারখানা মালিকের স্বর্ণ পরিশোধে ডিফল্টার হওয়া
- ৭। ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা
- ৯। শিল্পনগরীতে কোন্ কোন্ খাতে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে?
- ১। বস্ত্র ও বস্ত্রজাত
- ২। খাদ্য ও খাদ্যজাত
- ৩। ফার্মাসিউটিক্যালস
- ৪। প্রকৌশল/হালকা প্রকৌশল শিল্প
- ৫। কেমিক্যাল শিল্প
- ৬। প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
- ৭। ট্যানারি শিল্প
- ৮। চামড়া ও চামড়া জাত শিল্প
- ৯। বনজ
- ১০। অন্যান্য..... (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে)

মিঃ

১০। শিল্প স্থাপনে শিল্প প্রটের আয়তন কেমন হওয়া উচিত? (বর্গফুট এককে)

১। ৩০০০-৬০০০

২। ৬০০০-১৪৪০০

৩। ১৪৪০০-৪৩৫৬০

৪। ৪৩৫৬০ এর উর্ধ্বে

১১। বিদ্যমান শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় (পরিবেশ দূষণরোধে) কি ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে ?

১। ETP নির্মাণে বাধ্য করা হয়েছে

২। ETP চালু রাখার ব্যাপারে নিয়মিত তদারকি করা হয়

৩। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হয়

১২। শিল্পনগরীতে ETP স্থাপনযোগ্য শিল্প কারখানা কতটি? উর্ধ্বে

 টি

১৩। শিল্পনগরীতে ETP স্থাপনযোগ্য শিল্প কারখানার কতটিতে ETP স্থাপিত হয়েছে?

 টি

১৪। LAC সভা নিয়মিত হয় কি না?

হ্যাঁ

না

১৫। সভা নিয়মিত না হওয়ার কারণগুলি কী কী?

১। অনেক সময় প্রট খালি/বাতিল সংক্রান্ত কোন ইস্যু না থাকা

২। কমিটির সদস্যদের কোরাম পূর্ণ না হওয়া

৩। পরপর দুইটি সভার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান স্বল্প হওয়া

৪। স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের চাপ

১৬। শিল্পনগরীর মোট উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কত? (লক্ষ টাকায়)

টাকা

১৭। শিল্পনগরীর মোট রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মূল্য কত?

টাকা

১৮। শিল্পনগরীর গত ৫ বছরের শিল্প মালিকদের কাছ থেকে মোট আদায়যোগ্য ও আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ : (লক্ষ টাকায়)

বছর	আদায়যোগ্য সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ
২০২১		
২০২০		
২০১৯		
২০১৮		
২০১৭		

১৯। শিল্পনগরীর গত ৫ অর্থবছরের অবকাঠামো/রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ : (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ
২০২১-২০২২		
২০২০-২০২১		
২০১৯-২০২০		
২০১৮-২০১৯		
২০১৭-২০১৮		

২০। আপনার শিল্পনগরীতে উদ্যোক্তাগণ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ এর আওতায় কোন ক্যাটাগরির ঋণ সহায়তা পেয়েছেন?

১। ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঋণ ☐

২। বজাবন্ধু যুব ঋণ ☐

৩। বিসিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ ☐

২১। শিল্পনগরীর মোট কতজন শিল্পোদ্যোক্তা উক্ত ঋণ সহায়তা পেয়েছেন?

১। ১ জন উদ্যোক্তাও ঋণ সহায়তা পান নাই ☐

২। ১০ জনের কম ☐

৩। ১০-৩০ জন ☐

সিদ্ধান্ত

৫

সিদ্ধান্ত

৪। ৩০-৫০ জন

৫। ৫০-৭০ জন

৬। ৭০-৯০ জন

৭। ৯০ জনের বেশি

২২। বিনিক শিল্পনগরীসমূহে নারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

১। প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারে সংখ্যা/পরিমাণ বৃদ্ধি

২। ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জোর সুপারিশ করা

৩। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

৪। নারী বান্ধব বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা

২৩। শিল্পনগরীতে কতজনের প্রত্যেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?

মোট কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে জনের

পুরুষ জন

নারী জন

তৃতীয় লিঙ্গ জন

২৪। শিল্পনগরীতে শিল্প ইউনিট খালি না থাকলে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা/উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে? (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে)

.....

.....

.....

.....

স্বাক্ষর



৬

স্বাক্ষর

২৫। শিল্পনগরীর বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি বলে আপনি মনে করেন? (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

.....

.....

.....

.....

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম :	তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ :
স্বাক্ষর ও তারিখ :	
মোবাইল নাম্বার :	

মোঃ
১৪/০২/১৯২২
মোঃ আলমাসউল ইসলাম সিরাস
গবেষণা কর্মকর্তা
গবেষণা শাখা
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ
বিসিক, ঢাকা।

১৪/০২/১৯২২
মোঃ লিয়াকত আলী
জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা (গবেষণা)
পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ
বিসিক, ঢাকা।

৭

১৪/০২/১৯২২
মিতালী আল কদ্দার
ব্যবস্থাপক (জিএস)
গবেষণা শাখা
পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ
বিসিক



- ১। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মূখ্য প্রতিষ্ঠান।
- ২। বিসিক পরিবেশবান্ধব এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন করার মাধ্যমে শিল্পোন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে।
- ৩। উদ্যোক্তাগণকে সকল সেবা একই ছাতার নীচ থেকে প্রদান করার জন্য বিসিক চালু করেছে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার (www.ossbscic.gov.bd)।
- ৪। সিএমএসএমই উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনের জন্য বিসিক চালু করেছে বিসিক অনলাইন মার্কেট (www.bscic-emarket.gov.bd)।

বিসিকের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও সহায়তা প্রদান;
- উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা প্রদান;
- শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ-পূর্ব ও বিনিয়োগ-উত্তর পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন;
- দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সাব-কন্সট্রাক্টিং সংযোগ শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- টেকসই প্রযুক্তি আহরণ ও স্থানান্তরকরণ;
- প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন;
- শিল্পনগরী স্থাপন ও শিল্প প্লট বরাদ্দকরণ;
- শিল্প পণ্যের নকশা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ;
- উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজারজাতকরণে মেলার আয়োজন;
- লবণ উৎপাদন, আয়োডিনযুক্তকরণ এবং মৌমাছি পালনে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে গবেষণা পরিচালনা করা;

বিসিকের নিয়ন্ত্রণমূলক (রেগুলেটরি) কার্যক্রম

- শিল্পের (কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি বৃহৎ) নিবন্ধন প্রদান;
- কর অবকাশ, কর, শুল্ক ইত্যাদি মওকুফ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
- শিল্পের কৌচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান;
- নিবন্ধন সনদ (Import Registration Certificate) প্রাপ্তিতে সুপারিশ প্রদান;
- রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (Export Registration Certificate) প্রাপ্তিতে সুপারিশ প্রদান;

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮